পাওনা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

উপন্যাসচ্ছলে—এটি আমাদের শহর-তলির ষাট বৎসর পূর্বের পল্লী-সমাজের,—একটা দিকের সামান্য একটু পরিচয় বা আভাস-পরিচয়।

পুস্তক মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের যে সকল নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, বিশেষ দু'একটি ভিন্ন, সবই কল্পিত।

মনিহারী (পূণিয়া)
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

গ্রন্থকার

এই লেখকেরই অন্যান্য বই—

চীনযাত্রী— ৩৲

আই-হ্যাজ— ৪॥০

কোষ্ঠীর ফলাফল— ৬৲

হিসেব-নিকেশ— ৩।০

পাওনা— ৩৲

দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—৪॥০

(পুনর্মুদ্রিত হইতেছে)

পরম শ্রদ্ধাভাজন—প্রিয় ডক্টর্ শ্রীযুক্ত সুনীতি-
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে,—প্রীতি-নমস্কার সহ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৩

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ঠিক বেঁচে থাকাটা আমাদের জাতের নাই। সকলে নিজে না করিলেও অধিকাংশ আমরা—শরীর বহন করি বটে ; ভাগ্যবানেদের সে বালাইও নাই,—তাঁহাদের শরীর বহন করে মোটর, চেয়ার, সোফা। যাঁহারা বনিয়াদী গদিয়ান—গদিই তাঁহাদের বাহন।

মানুষ থাকিলেই তাহার দেনা-পাওনাও থাকে,—যে যেমন।

দেনাটা স্বীকার করিতে বা তাহার পরিচয় পেশ্ করিতে বিচক্ষণেরা নিষেধ করেন,—দিতে পারো দিও, সাক্ষী সৃষ্টি কোরো না।

বিনয়-বাহুল্যে কেহ যদি বলেন—অমুকের ঋণ ইহ জন্মে শোধ করিতে পারিব না,—কিন্তু সেটা অমুকের কোনো তেমন তেমন শুভানুধ্যায়ীর কানে গেলে—নম্বর ঠুকিয়া দিগম্বর বানাইতে কতক্ষণ !

দূর হোক্—ফ্যাঁসাদ ডাকিয়া আনা সুবিধার কথা নয়। পাওনার কথাই নিরাপদ। পাওনার কথাই কই।

পাওনা পদার্থটিও যে নিছক্ নিরীহ,—এ বয়সে শপথ করিয়া তাহাও বলা শক্ত ; যেহেতু প্রকারভেদে তাহাও কথনো সজীব, কথনো নির্জীব, এবং সজীবকে বিশ্বাস করা সহজও নয়, সৎ-সাহসের কাজও নয়।

যাহা হউক,—স্বীকার করিতে বাধ্য যে, জীবনে পাওনার অভাব কোন দিন হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ইহাতে আমার কোনো বৈশিষ্ট্যই নাই, মানুষ মাত্রেই এ সৌভাগ্যের অধিকারী। সুতরাং পাওনার একটা দীর্ঘ এবং দরাজ ফর্দ ফাঁদায় কোনো সার্থকতা নাই,—তাহার সংখ্যা নির্দেশও অনাবশ্যক।

তখন বয়স বোধ হয় নয়ের মধ্যে। দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে যাই-আসি, প্রাণি-বৃত্তান্ত পড়ি বা তাহার ছবি দেখি। বাড়িতে মায়ের আদর পাই,—জিলিপি কচুরি পাই; বিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে চড়-চাপড়ও পাই। এই সব খুচরা পাওনা শুরু হইয়াছে মাত্র—সম্পত্তির মত কিছু হাতে লাগে নাই।

পূজার আনন্দ শেষ হইয়া গিয়াছে,—ছুটির মধ্যে তাহার যা একটু জের চলিতেছে,—জগদ্ধাত্রীর জল্পনায় দিনরাত্রি কাটিতেছে;—শরৎ অবসান। কুয়াশাচ্ছাদনে শিশির-স্নাত হেমন্তের নিষ্প্রভ প্রভাত,—শুভ্রশান্ত ম্লানমুখী বঙ্গ-বিধবার মত উপস্থিত। গায়ে—"গলবেড়ি" দোলাই-বাঁধা, হাতে মায়েদের দেওয়া মুড়ি-গুড়ের ধামি; বার-বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বালখিল্লের জমায়েৎ।

যদিও পণ্ডিত মহাশয়েরা বহু পরিশ্রমে রুদ্ররসের পরিচয় সাধনে সচেষ্ট ছিলেন, আমরা সেটাকে তখন রস বলিয়া বুঝিতেই পারি নাই,—বোধ হয়—মঙ্গলার্থেই। নচেৎ রসের নাম শুনিলে দেশের মায়া কাটাইতে হইত।

খেজুর-রসকেই জগতের একমাত্র রস বলিয়া জানিতাম,—শ্রদ্ধাও ততোধিক ছিল। পাড়ায় শিউলী রস বেচিতে আসিলে ছেলে-মহলে উৎসব উপস্থিত হইত,—ঘরের ঘটি-বাটি, খোরা, আধ্-খোরা বাহিরে আসিয়া পড়িত এবং কাশীরাম দাসের অমর বাণীর পরিচয় এ ক্ষেত্রেও পাইতাম।

একদা এইরূপ এক শুভ প্রভাতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত মূর্তির আবির্ভাব! ঠিক্ খেঁটে-গড়ন নয়, মেটে রং। দশ আঙুলে দশ প্রহরণ সদৃশ নখর, পৃষ্ঠ-প্রলম্ব কেশ। ধূলিপ্রলেপে পদদ্বয়ের অনাবৃত অংশে ও পরিধেয় বস্ত্রে প্রভেদাভাব। হস্তে একখণ্ড-বস্ত্রাবদ্ধ কয়েকটি ছোট-বড় পুঁট্‌লি—যেন মুণ্ডমালার ছিন্নাংশ। গাত্রে—তেলে-ধূলোয় সুপক্ক—ছিটের দোলাই। বয়স আন্দাজ আঠারো বিশের মধ্যে। একগাছি তৈল-পক্ক বংশদণ্ডের অভাবই কেবল সঙ্গতি রক্ষার দুর্গতি প্রকট করিতেছিল।

বেজায় রস-ভঙ্গ হইল,—সেদিন রস খাইলাম কি বিষ খাইলাম, কোনো আস্বাদই পাইলাম না ; ঘটি লইয়া বাটীর মধ্যে ছুট্।

"অমন করে' ছুটে এলি যে ?"

"বাইরে কে-একজন এসেছে ।"

"কে এসেছে ?"

"জানি না",—যেতে বলো মা ।—

—"তুমি কিন্তু যেও না"—বলা সত্ত্বেও মা দেখিতে গেলেন। আমি চিলের ছাতে গিয়ে চড়িলাম।

দেখি,—বাবা পুষ্প-চয়নান্তে ফিরিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

তিনজনে আমাদের বাড়িতেই ঢুকিলেন।

"ওরে দেখবি আয়, তোর মামা এসেছে,—কত জিনিস এনেছে। হতভাগা গেলো কোথায় !"

জনকে বাদ দিয়া জিনিসে লোভ থাকিলেও, হতভাগা প্রমাদ গণিল।—মূর্ত্তি এতই মনোহর !

যাক্,—সে অনেক কথা।

তাঁহাদের কথার মধ্যে—জমি, জমা, বিঘা, কাঠা, ধান, চাল, কলাই আর নলেন-গুড়—কানে আসিতেছিল। পুঁটুলির মধ্যে—মুড়ির চাল, সোনামুগ, গুড়ের পাটালি। তাহাতে—না শ্রবণ, না দর্শন, না বদন, একটুও আকৃষ্ট হইল।

বারাসতের কচুরির আকারের পানতুয়া ছিল প্রসিদ্ধ। ছেলের নাড়ী মা-ই বোঝেন,—হাঁড়ি হইতে তাহার দুইটা তুলিয়া হাতে দিলেন এবং আমি তাহা মুখে দিলাম।

তখন মাতুলকে মানিয়া লইতে আর আপত্তি রহিল না, অবশ্য—দশহাত তফাতে তফাতে।

"আগে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি দিদি, একটু তেল দাও।"

প্রায় আধ-পো তৈল মর্দনান্তে যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন,—শিরা-মাতৃক

শরীরে প্লীহা ও যকৃৎ সমবায়ে স্ফীত, Co-operative Store-সদৃশ, সেই তৈল-প্রলিপ্ত পেট, আমাকে আরো পাঁচ হাত হঠাইয়া দিল। যেন পায়া-বসানো সচল তানপূরা! শরীর ও তৎসংক্রান্ত আস্‌বাবের মধ্যে—পৈতার পারিপাট্য ছিল—নম্বর ওয়ান্‌। যেন রূপার তারের গোছা, শুভ্র ও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র!

মামার personal (খাস) পুঁটুলিটি নিজের গামছায় বাঁধা ছিল। সেইটি লইয়া বাহির বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন কুটরির মধ্যে ঢুকিয়া মাল খালাস করিলেন,—হুঁকো, কলকে, তামাক, টিকে, শোলা, চক্‌মকি, চাকু, জিওলের আটা এক-চাপ্‌, ছোট একখানি ছুলিধরা আরসি, দাড়া-ভাঙা চিরুণী, আঠারোটি পয়সা, একটি বাঁশের বাঁশী—ওগায়রা।

অনুজ্ঞামত একগাড়ু জল আনিয়া দিলাম। দেখি তামাক সাজা হইয়া গিয়াছে। হুঁকায় জল ফিরাইয়া জোর টানে সংক্ষেপে কাজ সারিয়া কাশিতে কাশিতে দোরের মাথায় সম্পত্তি সমর্পণান্তে, শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুত গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

শুনিলাম মা বলিতেছেন—"ওরা জিলিপি কচুরি চায় না, আর তা দিয়েও কুলুতে পারবে না। দিনোকে আধসের না হয় পো-দেড়েক মুড়ি আর খানকতক বাতাসা দিলেই হবে।"

পরদিন প্রাতে ক্ষেত্তোর নাপিতকে ডাকিয়া অনেকখানি বাদ-সাদ ও ছাঁট-ছুটের পর—সাবান সংঘর্ষে মামাকে কাচিয়া-কুচিয়া সহরতলির ছাঁচে ঢালিয়া ঘরে তোলা হইল।

মাতুলকে সহর-তলির ছাঁচে ঢালাই করিয়া জাতে তুলিতে ও তাঁর খাতের বালাই কাটাইতে বহুদিন লইয়াছিল। এক আসন-পিঁড়ি হইয়া আহারে বসিবার তালিমের শাসনই তিন মাস চলিয়াছিল। অত্যন্ত বিরক্তিকর হইলেও এটা তিনি স্বইচ্ছায় সহ্য করিয়াছিলেন,—যেহেতু পল্লীগ্রামে নিমন্ত্রণের নম্বর তখন যথেষ্টই ছিল, এবং তিনিও ছিলেন ভোজরাজ। ভোজ-নিষ্ঠার জন্য এই ব্রাহ্মণ-বহুল ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে অচিরেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ফেলেন।

তিনি নিজেই বাড়িয়াছিলেন,—লেখাপড়াটাকে সযত্নে বাড়িতে দেন নাই। বাবার বিশেষ চেষ্টায় একটি দিন মাত্র ইস্কুলে যান। বনমালী মাস্টার তাঁকে ভর্তি করিবার মত ক্লাস্ খুঁজিয়া পান নাই। র‍্যাম্ (Ram) মানে জিজ্ঞাসা করেন।

মাতুল বলেন,—দশরথের পুত্র।

তিনি মাথা নাড়িয়া জানান—"না", এবং একটি নয় বৎসরের বালককে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে--"ভেড়া"।

"শুনলে"!

তাহাতে মাতুল বলেন,—আমি আর কি বলেছিলুম, দশরথের পুত্র—তা রামই বলুন, আর বেঁকিয়ে র‍্যামই বলুন—ভেড়া ছিলো না তো আর কি ছিলো! এক কথায় রাজ্য ছেড়ে চোদ্দো বচর বনে যায়—মানুষে না ভেড়ায়! যাক্ না দেখি কোন্ বেটা যায়! লোকে জান্ ছাড়ে, জমি ছাড়ে না। আমাদের বারাসতের কাচারিতে বাপের এক কাটা জমি নিয়ে মাথা ফাটাফাটি হয়—রোজ!

যাক্, বুদ্ধিমান বনমালী মাস্টার তাঁকে সমাদরে ফেরৎ দিয়া—নিজের ইজ্জৎ বাঁচাইয়াছিলেন।

বাবা বলিলেন,—লেখা-পড়াটা দিন কতক করলেই ভাল ছিল দিনো; ভদ্র

লোকের ঘরে ওটার বড় দরকার। উত্তর-পাড়ার ইস্কুলে না হয়, আগোড়পাড়ায় ভর্ত্তি করে দি। আর দেখো—মাস্টারদের সঙ্গে ও-ভাবে কথা কইতে নেই—

মাতুল বাধা দিয়া বলিলেন,—সব পাড়ারই এক আড়া; ও আমি এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি,—আমাদের দেশে কি মানুষ নেই—কই কোনদিন তো কোনো ভদ্রলোক লেখা-পড়ার কথা মুখে আনেন নি। সেথানে সব ন্যায়লঙ্কারের বংশ, এমন মুস্কবিদে মারেন—রহিমের জমি করিমের, হাসিমের ধান কাসিমের ঘরে ঢুকে পড়ে। তাকে বলি বিদ্যে! ও আপনার বিষুবরেখা কাকে কয়, তা শিখে কার যে কি শুভ হয় তা তো জানি না। কতকগুলো বাজে কথার বোঝা বওয়া। শুনছিলুম—মাস্টার বলছেন, কে এক সায়েব আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবীর আকর্ষণ,—আঁবটা তাই নিচে পড়ে—ওপরে উঠে যায় না। বড় কথাই বলেছেন! আমি জমি কোপাবো, সার দেবো, চারা বসাবো, ঘেরা বানাবো, চৌকি দেবো আর আঁবটি নিচে পড়বেন না—ওপরে উঠে যাবেন! বারে মজা! মগের মুল্লুক আর কি! মনে করলুম বলি, পাড়াগাঁয়ে বাড়ি বলে এতো মুখ্‌খু পাওনি যে মাসে মাসে মাইনে দিয়ে ওই কথা শুনতে আসবো,—তার চেয়ে দু-জোড়া বলদ্‌ কিনবো।

"কিছু বলোনি তো?"

না, দেখে দুঃখু হোলো। মাথায় টাক্‌, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলার শির বেরিয়ে পড়েছে, পায়ে চটি, গায়ে ছেঁড়া র‍্যাপার। ওই বোলে যদি মাইনে পায়—পাক্‌। তবে ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে। তা হোক্‌—ও সব ছেলে আর ক'দিন, মোল্লো বলে! বইয়ের বোঝা নিয়ে সোজা হয়ে চলতে পারে না, বিশবার হাত বদলায়, আর টাল খায়। গেলো বলে—যাক্‌, গঙ্গার দেশ—গেলে লাভ আছে—

বাবা নির্ব্বাক শুনিতেছিলেন, মনে মনে হতাশ হইয়া বলিলেন—"তা বটে, তবে এক কাজ করো—নিয়ম করে বাড়িতে ইংরেজিটে পড়লেই হবে, আর ওই সঙ্গে হাতের লেখাটা পাকানো।"

"তা   ব পারবো,—ও আর শক্তটা কি! 'ভোকেবেলারির' সাত পাতা মেরেই রেখেছি—বাহান্ন পাতা বাকি বই তো নয়! আর আনোরপুরের লোক লেখায় ডরায় না, তিনশো বচর আগেকার খৎ বানিয়ে দেয়।"

বাবা বোধ করি খুব আশ্বস্ত হইলেন,—পর দিনই কাগজ কলম কালি আসিয়া পড়িল, এবং ওই সঙ্গে গ্রামের খুস্-খৎ লিখিয়ে অন্নদা চাটুয্যে মহাশয়ের লেখা—বড় এ, বি, ছোট এ, বি।

দেখিয়া শুনিয়া আমারও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। মামা 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' কাঁদেন, আর বড় এ, বি লেখেন। এস্ লিখেই শেষ হইয়া যায়—কাগজে কুলায় না। এক তক্তা লিখতেই রক্তারক্তি, তাই তক্তা পিছু এক ছিলিম গুড়ুক খান। বলেন—"এ জাত রাজা হবে না তো হবে কে—কয়ে মূর্ধন্যষয়ে ক্ষিয়ো লিখতে হয় না,—কেবল ফ্যাঁস আর ফোঁশ্! এ তো মেরে দিলুম বলে।"

সর্বত্রই বেকারের দলের আধিক্য বেশি।ও বিশেষণটা অর্জন করা ব্যয় বা কষ্টসাধ্য নহে, ওটা বাপ খুড়ার অর্জনেই বেশ বাড়িয়া চলে। মাতুল সকাশে বেকারদের বিকাশ আরম্ভ হইল। সকলেই মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে মামার মন্তব্য শুনিতে চায়। মামা বলেন—"ও কি জানো—ওটা তোমাদের গঙ্গার দেশের মুখ্যু ঠকাবার সূক্ষ্মবুদ্ধি,—ও 'মথুর-কেত্তোন' (মাধ্যাকর্ষণ) আমাদের কাছে চলে না। বেচারা মাস্টার নিজের একটা বাঁচোয়া বানিয়ে বসে আছেন—ভেবেছেন, ছেলে-বখানো পাপগুলো—মাধ্যাকর্ষণের মাথায় চাপিয়ে চম্পট্ দেবেন। 'ওজন থাকলেই পতন' কি না, এন্তার ওজন বাড়িয়ে যাচ্ছেন। পাপ এইখানে পড়ে থাকবে—নিজে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে সাফ পাড়ি মারবেন! সেটি হচ্চে না বাবা,—ওটা গিন্নির মুখ-ভারের মত ভারি—মনে মিশে থাকে, আপিসেও সঙ্গে চলে। আপিসের চেয়ে তো যমালয় বড় নয়।"

সকলের মহোল্লাসে করতালি। তারপরই তাস পড়ে। তারাই তামাক সাজে। আহারান্তে মাছ ধরবার পালা,—মামা "চার্" বাতলান। "ফুট্" দেখে বলে দেন—পোল্ কি বোল্।

অল্প দিনেই তিনি বেকারের ওস্তাদ্ বনে গেলেন। লেখা নিত্যই বড় এ, বির 'এস্' এ আসিয়াই শেষ হয়।

বলেন—"এ সব কাগজওলাদের ফন্দি। থাক্,—ওই কটাতেই মেরে দেবো। এই যে মাগিরে পৈতে তুলছে, তু'দণ্ডির বেশিতো হয় না, চল্‌ছে না কি! পুজোও আট্‌কায় না, নেমন্তন্নও বাদ পড়ে না। ছোট এ, বি তে সেরে নেবো।"

ভোজনে মেয়ে-মহলে প্রতিষ্ঠালাভ তো করিয়াই ছিলেন, বচনে—এক বৎসরের মধ্যেই বেকার-বিজয় সমাধা করিলেন। পৌষ-পার্বণে যে খ্যাতি অর্জন করিলেন তাহা দেবরাজেরও কাম্য। শিবরাত্রি বা লক্ষ্মীপূজায় তাঁহাকে একা একশো হইতে হইত,—তাঁহার 'মেল্-ডে' পড়িয়া যাইত।

মাঝে মাঝে কানে আসে—মামা আজ বাজি রাখিয়া আধ মোণ ওজনের একটা কাঁটাল আর দেড় সের সন্দেশ খাইয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও—মা সদাই সশঙ্ক। জিজ্ঞাসা করিলে মামা বলিতেন—"ওর মৃত্যুবাণ আমার জানা আছে দিদি, একটা 'বিচি' খেলেই ভস্ম!"

মা ক্রমশ পূজাপাঠ ভুলিয়া গেলেন। সকাল সন্ধ্যা তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা রহিল—"ঠাকুর, দিনো যেন ভাল থাকে।"

বাবা দিনোর জানের আশা ত্যাগ করিলেন!

আনোরপুরের প্রসিদ্ধ জিনিসগুলি যাহা পেটে পুরিয়া আনিয়াছিলেন আহারের দৌরাত্ম্যে বা চাপে—Food pressure-এর প্রতাপে তাহারা সরিয়া গেল, কি—মরিয়া গেল—বোঝা গেল না।

যাহা হউক, দ্বিতীয় বর্ষের কোন এক দিবসে (নাহি জানি আমি) ছাড়পত্র পাইয়া তিনি ছোট এ, বি, ফাঁদিলেন। মনে আছে মা সেদিন "হরির লুট্" দেন।

মাস তিনেক পরে মামা বলেন—"এখন হাত যা দাঁড়িয়েছে দিদি, এই দেখ না" বলিয়া আহারের থালায় তর্জনীর ঠেলায় হরপের হত্যাকাণ্ড চালান।

মা ভাত দিলে বলিয়া ওঠেন—"আ-হা-হা, 'বেনিডিক্‌সেন্'কে চাপা দিলে।"

মা থতমত খাইয়া অপরাধীর মতো বলেন,—"ও সব ঠাকুরদের নাম-টাম্ যেখানে-সেখানে লিখো না দিনু।" পরে মাথা নত করিয়া মনে মনে ক্ষমা চান।

মামা বলেন—"না না, ঠাকুরদের নাম নয়,—তবে হ্যাঁ কাছাকাছি বটে—কেশব সেনের ভাইটাই হবে। 'বেনীসেন' বললেই চুকে যায়, ওরা ব্রেম্মো কিনা—একটু বেঁকিয়ে বলে। ইংরেজিটে কিছুই নয় দিদি—একটু বুদ্ধি থাকলেই বুঝে নেওয়া যায়। এই তোমরা তো বলো—গোবর-গণেশ, গোবরডাঙা ওদেরও আছে—গোবরনর (Governor)। ও সবই এক দিদি।

মা খুব একটা মস্ত আশা পোষণ করেন। আমি ইস্কুল হইতে ফিরিলে মা বলেন —"দিনোর কাছে ইংরেজিটে একটু একটু শিখিস।"

আমি অনেক কিছুই শিখিতেছিলাম, কেবল ইংরাজিটি ছাড়া। তবে কিছু কিছু —অজানা মাসির অপ্রত্যাশিত সম্পত্তির মত আসিয়া পড়িতেছিল। যেমন—তিনি গ্রামের বালকদের উদ্দেশ করিয়া যখন তখন বলিতেন—"যত সব 'রথ্-চাইল্ড্', অর্থাৎ 'রথো-ছেলে'।"

তৃতীয় বর্ষে সকলেই একবাক্যে রায় প্রকাশ করিলেন,—মামার লেখা পাকিয়াছে, যেহেতু এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোনো অক্ষরে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রথম দিন যেমন লিখিয়াছিলেন, আজিও ঠিক তাই বজায় আছে,—পাকা লেখা

মায়েই—এক রকমের লেখা। কোথাও নূতন উপসর্গের উৎপাত নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে পরিস্ফুট।

মামা কলম ফেলিলেন। বাড়ি-শুদ্ধ সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। মা হরির লুট তো দিলেনই, অধিকন্তু আমাকে বলিলেন—"দিনোর লেখা তুলে রাখ্, হারায় না যেন,—দেখে দেখে লিখ্‌বি।"

৪

আমাদের ইংরাজি লেখাপড়ার সত্য-যুগে, লেখা পাকানই ছিল লেখা-পড়ার চরম বা কাম্য ফল,—শেষ কথা। তাহা যখন লাভ হইল তখন পাকা জিনিস ফেলিয়া রাখা মানেই—পচানো; সুতরাং কাজে লাগানো চাই।

মেয়েরাও বলিল,—"আর কি, এখন তো বেরুলেই হয়"; অর্থাৎ কলিকাতায় গিয়া যে-কোনো আপিসে বসিয়া গেলেই হয়।

মাতুল তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন—"রোসো রোসো,—এখন আর কোন্ বেটা আটকায়, জুতো মারবো আর,—ইত্যাদি। দু'দিন ফুর্তি করি।"

"আহা তা সত্যি,—ক'বচর যে-খাটুনিটে গেছে!

মাতুল চট্ বারাসত চলিয়া গেলেন,—নয় ক্রোশ বই তো নয়। তখন বারাসত' লাইন খোলে নাই।

তাঁহার অভাবটা আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। সকলেই বলে—"পড়ছিস্ না?" মাতুলের কাছে থাকিলে লেখা-পড়া সম্বন্ধে মা নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

দ্বাদশ দিবসে সরস-বদনে,—পায়ে ধূলো, পিঠে পুঁট্‌লি এবং প্রকাণ্ড এক রাম-ছাগল সমভিব্যাহারে মাতুল দেখা দিলেন।

বয়সে ছোট হইলেও মাতুলের সৎসঙ্গে তাহা প্রায় পূরণ হইয়া আসিয়াছিল।

বলিলাম—"ডুগ্‌ডুগি"?

"যা—শীগ্‌গির চারটি কাঁটালপাতা ভেঙে আন্। ষোলো-সতেরো সের দেবে।"

"দুধ ?"

"যা—জ্যাঠামী করতে হবে না। কাঁটালপাতা খাইয়ে 'গ্র্যাম্‌ফেড' করতে হবে। বেটা ভারি ভুগিয়েছে—সারা পথটা কাঁধে এসেছেন।"

আমার প্রাণটা তখন পুঁটুলি পরীক্ষার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিল। তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করিয়া ফিরতেই মাতুল বলিলেন—"অমন করছিস্ কেনো,—হচ্ছে ;—তামাক্ সাজ।"

পুঁটুলি খোলা হইতেই মা পানতুয়ার হাঁড়িটি তুলিয়া লইলেন—"এখুনি সব ছুঁয়ে একেক্কার করবে।" অর্থাৎ তাঁহাদের হাতে পড়িবার পর হইতেই যেন সকল জিনিসের পবিত্রতা আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বাধ্যায়ে পরদা পড়িয়া যায়।

সৌভাগ্যক্রমে পুঁটুলির মধ্যে একজোড়া জুতা আমার নজরে পড়ায়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথাটা বলিয়া ফেলিলাম।

"হতভাগা ছেলের জ্বালায় কোনো-কিছু কি দেবতা ব্রাহ্মণের ভোগে আসবে !"

মামা বলিলেন—"ওতে দোষ হয় না দিদি—নতুন জুতো। আমাদের ন্যায়লঙ্কারদের বাড়ি পুজোর সময় জামাইদের তত্ত্বে কাপড়, জুতো, সন্দেশ একই ধামায় আসে। সারদা পিসি কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে সন্দেশটা ঠাকুরদের তরে তুলে রাখেন।"

মা'র সাহসে কুলাইল না,—"যাক্—ওর পেটেই আগে যাক্—" বলিয়া গোটা দুই আমাকে দিলেন। আমি লজ্জায় গিলিয়া ফেলিলাম।

মামা একে একে পুঁটুলি খালাস করিতে বসিলেন। শান্তিপুরে কাপড়-চাদর ; বাদামী রঙের আলপাকার কোট, হ্যালান্ কোম্পানীর বাড়ির র‍্যাপার, সাদা ফুল-মোজা, ডবলস্প্রিং হুড-বার্নিস জুতো, মজদুরী-বালাখানার তামাক,—ইত্যাদি।

মা নিবিষ্ট নয়নে দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—"জোড়াবাগানে গিয়েছিলে বুঝি,—বেশ করেছ, সব ভালো আছে ?"

মামা ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া একটি ছোট্টো 'হু' দিলেন মাত্র। পরে জুতাজোড়াটি হাতে করিয়া বারবার নাড়িয়া চাড়িয়া আমাকে বলিলেন,—দেখছিস্—জিনিসটে কি? লাক্‌চাঁদের বাড়ির,—বিরস্থুলের সেলাই,—বুঝিস্? সাড়ে চারটি টঙ্কা।"

"বেশ টিলে দেখে নিয়েছেন তো?"

"টিলে কিরে! বেটা যেন আমার তরেই তয়ের করে রেখেছিল—একদম্ ফিট্, এমনি বরাৎ।"

মাতুলকে কখনো জুতা পরিতে দেখি নাই! চটি জোড়াটি বগলে বা হাতেই চলিত। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বা ভক্ষার্থে দূরে যাইতে হইলে, সেখানে পৌছিয়া পদ-প্রক্ষালনান্তে পায়ে গলাইতেন। সেই ন'কোশ-মারা বে-ডৌল পায়ের গুঁতো, লাক্‌চাঁদের একদম ফিট্ জুতো কতক্ষণ সহিবে ভাবিয়া বলিলাম, "তবে এক চড়নেই ফড়াৎ!"

"যা-যা, জুতোর কি জানিস! মুচি-পাড়ার গুরুচরণ পণ্ডিত সঙ্গে ছিলেন,—জুতোর হাড়-হদ্দো তাঁর পে—"

মায়ের কাছে একটি কুপিত কটাক্ষ পাইয়া আমি "চুপিত" হইয়া গেলাম এবং হাসিয়া বলিলাম—"মামা, লাক্‌চাঁদের ওপর আপনার বিশ্বাস এত কম!"

মামা চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—"ছাখ দিকি—রথ-চাইল্ডগুলো রামছাগলটার পেছনে যে-রকম পড়েছে, কাঁঠালপাতার কাঁড়ি গিলিয়ে গ্র্যাম্-ফেড করিয়েই না মেরে ফেলে,—শনিবার পর্যন্ত রাখলে হয়।"

যাক্—সে সুস্থ শরীরেই ছিল।

শনিবারের মাংসোৎসব শেষ হইতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বন্ধুরা বেহালা বাজাইল, মাতুল বংশীধ্বনি করিলেন। তারাপদবাবু গাহিলেন, সকলে শুনিল। শুনিল না কেবল রামছাগলটি। সে জান্ দিয়া মামার হাত-পাকাটা প্রচার ও তাহার সার্টিফিকেট্ পাকা করিয়া গেল।

রবিবার বৈকালে অকস্মাৎ বাচস্পতি-পাড়ার আন্দ (আনন্দ) বাবু আসিয়া মহাসমাদরে মাতুলকে লইয়া গেলেন। আনন্দবাবু তখন প্রকৃত প্রবীণ না হইলেও, তাঁর প্রবীণ ভাবটা একটু আগাম আসিয়া গিয়াছিল। চাকুরি স্বীকার করিলেও—নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক, জপ বা একাদশীতে বিকার আসে নাই। ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকিতেন, পাদুকা-মুক্ত হইয়া জলপান করিতেন। গ্রামের গর্ব স্বরূপ ছিল এই বাচস্পতি-পাড়াটি। শম্মিলিত ও একতাবদ্ধ বিশ-পঁচিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ;—অবশ্য সূচ্যগ্র মেদিনী লইয়া শরিকানি সমর দ্বাপর হইতে পুরাণসম্মত ধর্ম,—সে কথা স্বতন্ত্র। সকলেই ধর্মরক্ষা-তৎপর। পারলৌকিক কার্যে ও বিবাহ ব্যাপারে,—জাতি কুল ও ধর্ম না নষ্ট হয়, সে-সম্বন্ধে নজরটা প্রচণ্ডই ছিল। আচার-বিচারের বিচারাধিপ তাঁরাই ছিলেন। এ-হেন মাতব্বরদের মহাসভায় মাতুলের ডাক পড়ায় সকলে আশ্চর্য ও ভীত হইলাম এবং উঁকি মারিবার ঝুঁকি মাথায় লইয়া অদূর-ব্যবধানে অনুসরণ করিলাম।

কথাটা ছিল পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে। কন্যার পূর্বপুরুষ বহুকাল হইল আমাদের নির্দিষ্ট করণীয় zone-এর গণ্ডীর বাহিরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন,তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ না জানিয়া কন্যা গ্রহণ করা কি প্রকারে সম্ভব। খুবই দুশ্চিন্তার কথা দাঁড়াইয়াছিল।

মাতুলকে পাইয়া কর্তারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—"এসো বাপ্ এসো, তুমি যে-বংশের অবতংস—আসল জাত-কাট—গোখরোর বাচ্চা, তোমাকে পেয়ে আমাদের গ্রাম ধন্য হয়েছে। বুঝলে অম্বিকেচরণ—যাকে বলে রত্নলাভ! কুল-মর্যাদাদি সম্বন্ধে আমাদের থাকের কোন কথাই দিনোর অজানা নেই ; বাপ্-পিতামোর নাম ও-ই রেখেছে। আহা—তাঁরা আজ থাকলে কি আনন্দই

পেতেন, স্বোপার্জিত পুণ্যের পুরস্কার চোখের সামনে দেখে ধন্য হতেন ;—স্বর্গ হ'তে অবশ্যই দেখছেন।—

—"আমরা বাবা, এই সঙ্কটে পড়েছি। পূর্বনিবাস নাকি গোঁদোলপাড়া, চতুর্ভুজ মুখুজ্যে সাহেবের চাকরি নিয়ে দানাপুরে যান্। সেইখানেই বাড়িঘর বানিয়ে তাদের দু'তিন পুরুষ কাটছে। ভঁইসের খাঁটি দুধ খাইয়ে মেয়েগুলিকে বাড়িয়ে এখন দেশকে মনে পড়েছে,—সকল মিঞাদেরই ঐ সময় দেশের জন্যে প্রাণ কাঁদে। যাক্, তার বিধান পরে। এখন বাবা, তাদের কুল-শীল গোত্র-গোষ্ঠীর পাত্তা আমাদের পেঁতেয়ে পাচ্ছি না, তুমি যদি একবার মাথাটা খাটিয়ে দেখ তবেই কুলীনদের মুখ রক্ষা হয়।"

মাতুল অবলীলাক্রমে অনর্গল আধঘণ্টা—অধুনা-অচল এমন সব "অব্‌সোলিট্" নামের সহিত, তাদের বংশের কে কোথায় এখন কি ভাবে বিরাজ করিতেছেন, এমন কি তাঁহাদের কন্যা পিসি-মাসি—সুভদ্রা, মেনকা, মোক্ষদা, জয়াবতী, হরিপ্রিয়া, সুমতি প্রভৃতি কি কি ও সংখ্যায় কতটি সন্তান প্রসব করিয়া বঙ্গদেশকে শক্তিশালিনী করিয়াছেন এবং কি কারণে কাহার বংশ কোথায় আসিয়া লুপ্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কোন্ বংশে কতটা দোষ স্পর্শ করিয়াছে, কে কোথায় কুল ভাঙিয়া এখন কোন্ পর্যায়ে পতিত, ইত্যাদি ইত্যাদি—তুবড়ির উচ্ছ্বাসে উদ্গিরণ করিয়া গেলেন। প্রবাসী চতুর্ভুজ মুকুয্যের সপ্তম পক্ষের সপরিবারভুক্ত এক শ্যালক গোপনে চাঁদমিঞাকে দানাপুরী জুতা চালান দিত, তাহাও তাঁর পেঁতেভুক্ত ছিল।

শুনিয়া আমরা অবাক্,—মামা এত বিদ্যে আদায় করলেন কবে! প্রাজ্ঞেরা অপলক—বিজ্ঞেরা বিস্ময়ে বিস্ফারিত-বদন! সভায় সাধু সাধু রব উত্থিত হইল—মাতুলের ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আসল সমজদারেরা উত্তরীয়-বাসে অশ্রু মুছিয়া আপশোষ করিলেন—আজ যদি কালাচাঁদ খুড়ো বেঁচে থাকতেন! কেহ বলিলেন—"এখন আর কে বল্‌বে দেবীবর মারা গেছেন,—তুমি অমর হয়ে কুলীনের মুখোজ্জ্বল করো। এ দুরূহ 'দানাপুরী' জোট্ আর

কেউই খুলতে পারতো না। এ সব up-to-date নজির সারা বাংলায় আর মিলবে না!

একজন বলিলেন—"সব ডুবতে তো বসেই ছিল,—আর ভয় নেই। এরি মধ্যে ইংরিজি-পড়া ছোকরাদের 'কার সন্তান' জিজ্ঞাসা করলে, তারা অপমান বোধ করে, বলে—'এরূপ সন্দেহ করবার আপনার কোন্ অধিকার আছে, জানেন না কি আমরা বাপের সন্তান! মানুষে আবার কার সন্তান হয়?' বুঝলে হরদেব,—এই অবস্থা!"

প্রতাপ পণ্ডিত বলিলেন—"দিনোর সঙ্গে কার তুলনা, ও হোলো কুলীনের কৌস্তুভ। এরি মধ্যে একুশ বছরেই তিন বিবাহ. কেউ আট্‌কাতে পারলে কি? আগুন কি আঁচল ঢাকা থাকে—উঁচু মট্‌কা দেখেই ধরে। এখনো যদি জাত রক্ষা করতে চাও—একটি 'কুলীন-কুল-রক্ষা' কালেজ খুলে দিনোর হাতে শিক্ষার ভারটি দাও। বুঝলে?"

কথাটা সকলেই অনুমোদন করিলেন। মধুসূদন চট্টো ফার্স্ট বুকের অনেকখানি পড়িয়াছিলেন। গ্রামে কাহারো টেলিগ্রাম্ আসিলে সকলকেই মধুসূদন স্মরণ করিতে হইত। সেই বিদ্যার কতকট ভাইপো আশুকে দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তৎপ্রসাদাৎ আশু নাগপুরে চাকুরি পায় এবং মধুসূদন দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়া দেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম্ আসে—আপিসের কোনো বন্ধু পাঠাইয়াছেন Send no letter here. Ashu got higher place. Left for Amarawati. অর্থ সুস্পষ্টই ছিল,—"এখানে আর পত্র পাঠাইও না,—আশু উচ্চস্থান লাভ করিয়া অমরাবতী প্রস্থান করিয়াছে, অর্থাৎ আশুর স্বর্গলাভ হইয়াছে!" বাড়িতে রোদনের রোল উঠিল—পূজা বন্ধ, পারলৌকিক কার্যাদি যথাবিধি শেষ। মাসখানেক পরে আশুর পত্র আসায় ভুল সংশোধনের ঘটা পড়িয়া যায়। অভিজ্ঞেরা ব্যবস্থা দেন—আশুকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইবে। যাক্—সে অনেক কথা। প্রথমটা ইংরাজি ভাষার উপর মধুসূদনের মোহ কাটিয়া যায়, বলেন—ওটা ভাষাই নয়, জুচ্চুরী চালাবার জন্যেই ওর জন্ম। পরে দেখলেন,

ও-কথায় নিজের প্রতিপত্তি কমে, তখন স্থির হইল, ওটা ছিল কোনো শত্রুর কাজ, ভাষার দোষ নাই।

তিনি বলিলেন—"এর ওপর দিনো একটু ইংরিজি জানলে ওকে আজ পায় কে! বারাসতে ইংরিজি পড়ার সুবিধেও ছিলো। ও জজ্ হোতো।"

সকলে মাতুলের দিকে চাহিলেন।

মাতুল সবিনয়ে এবং মৃদু তাচ্ছিল্যে বলিলেন—"ও আর আমার ক'দিনের কাজ ছিলো! কিন্তু ব্রাহ্মণের বাধা যে বিস্তর। প্যারীচরণ সরকার ছিলেন অধ্যাপক, সরকারের অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিদ্যার্জন অপেক্ষা জীবন বর্জনই সকলে শ্রেয় বলে বিধান দেন—"

আর বলিতে হইল না; সকলে—"আহা—আহা, এ কথা তোমারই যোগ্য। এ আর কে শোনাবে, শ্রবণ সার্থক হ'ল,—হায় রে সে কাল!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিযা উঠিলেন—"কি বোলব তুমি বয়সে অনেক ছোট, না হলে পায়ের ধূলো নিতুম। বেঁচে থাকো বাবা,—দীর্ঘজীবী হও। আমি কালই আমাদের বরদাকে বলে তোমাকে কাজে বসিয়ে দেবো, তোমাকে আমাদের মধ্যে রাখা চাই-ই", ইত্যাদি।

মাতুল সকলকে প্রণাম করিলেন;—আশীর্বাদের অন্ত রহিল না।

পরে রাম হাউলির দোকানের ছানার ছোঁয়াচ লাগা, এক সরা চিনির-মোণ্ডা আর কুন্দ পুষ্পের মালা হাতে করিয়া মাতুলের প্রত্যাবর্তন।

আমি ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। গোপনে রক্ষিত রাম ছাগলের নির্জীব রাং-টা প্রাণের মধ্যে ঘন ঘন নড়িতেছিল।

মা শঙ্কিত শুষ্ক মুখে দুর্গানাম জপিতেছিলেন। মণ্ডা ও মালাসহ দিনোকে দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাতুল বলিলেন—"ও-ইস্টুপিড্ গোটা চেরেক মেরে দিয়েছে, দিদি।"

"ও হতভাগার জন্যে—" ইত্যাদি।

বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন—পণ্ডিতরত্ন মেলের প্রধানদের মধ্যে একজন; তাঁহারও নিবাস বারাসত। সেকালের মাস্টার-মার্চেণ্ট মেকিনন্-মেকেঞ্জি কোম্পানির সওদাগরি দপ্তরে কাজ করিতেন। কর্মকুশলতা ও অধ্যবসায় সত্বরই তাঁহাকে শিপিং ও ফ্রেট্ বিভাগের শীর্ষস্থানে পৌছাইয়া দেয়। সওদাগরি দপ্তরে মাসিক আটশত টাকা বেতন এবং তদুপযুক্ত সম্মান সম্ভ্রম ধুতি পরিয়া তিনিই প্রথম আদায় করেন। অবশ্য তখন বড়চাকুরের পোষাকই ছিল—থান ধুতি, ডবল্-স্প্রিং বার্ণিস জুতো, সাদা ফুল-মোজা, চাপকান্ আর পাগড়ি এবং যান ছিল—পালকি।

লক্ষ্মীর নজর লাগিলে শহরে বাসের ব্যবস্থা করায়,—বরদাবাবুও করিয়াছিলেন, অবশ্য পল্লীবাটি বজায় রাখিয়া।

সকলে বলিল—"সায়েব বাড়ি চাকুরির জন্য দিনোর যখন পরিপক্ব অবস্থা উপস্থিত, তখন আর বসিয়া বসিয়া গায়ে রস মারা কেনো—

"মানুষের যাহা অবশ্য-কর্তব্য দিনো তাহা অবহেলা করে নাই—বিবাহ করিয়াছে; হাত পাকাইয়া ভাতের ভাবনা রাখে নাই,—হাত নাড়লেই ভাত! এখন চাকুরিতে বসিলেই—দশজনের একজন, বংশের মুখোজ্জ্বল!—

—"নাঃ, আর বসে থেকোনা দিনো। চলো, একটা ভালো দিন দেখে, বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে চলো। পুরুষস্য ভাগ্যম্—বুঝলে?"

পঞ্জিকায় সর্বাংশে শুভদিন আর মেলে না! বার ভালো হয় তো নক্ষত্র ভালো নয়; এইরূপে অষ্টাহ অতিবাহিত। শেষ, পাড়ার প্রাচীন বিধবা মঙ্গলা-মাসি হায়রাই হইয়া বরাহনগরের শিবু আচার্যের নিকট রওনা হইলেন। মেয়ে-মহলে শিবু আচার্যের প্রভূত প্রভাব;—নিরুদ্দেশ গরু হইতে স্বামী পর্যন্ত তাঁহার গণনায় ধরা পড়িত এবং তাঁহার মন্ত্র-বলে গুটি গুটি গোয়ালে আসিয়া ঢুকিত।

তিনিই দিন স্থির করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন—ঐ দিনে পা বাড়াইলে রাজা হওয়াও বিচিত্র নয়—সেজন্য যাহা করিতে হয় তাহা তিনি করিবেন। পূজার জন্য নামমাত্র পাঁচ সিকা পাঠাইয়া দিলেই হইবে।

মঙ্গলা-মাসি মামাকে পা বাড়াইবার 'পশ্চাত্‌' পর্যন্ত বাতলাইয়া দিলেন।

মা বলিলেন—"ভালো করে দেখে রাখো, এ-পা ও-পা না হয়ে যায়।" এবং ভাইকে রাজা দেখিবার আশ্বাসে তখনি পাঁচ সিকা আনিয়া মঙ্গলার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন ও সানুনয়ে বলিলেন—"এ কষ্টটুকু তোমাকেই করতে হবে মাসি—দিনোর আর কে আছে!"

পা বাড়াইবার পূর্বদিন আনন্দবাবু বলিলেন,—"কাল্‌ আর বেরিও না—বক্‌রিদের বন্ধ!"

বাধাটা বজ্রের মত বাজিল! মা বসিয়া পড়িলেন। মাসি উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—"তাতে হয়েছে কি! আমি কি তেমনি নাকি,—সব খুঁটিয়ে না জেনে কি এসেছি? দিনো বেরিয়ে আপিসের চৌকাটৃ ছুঁয়ে এলেই হবে; না হয় যাত্রা করে থাকবে—নিজের শোবার ঘরটায় না শুলেই হ'ল।"

দ্বিতীয় ব্যবস্থাই বাহাল রহিল। মাতুল সারারাত নামকাটা সহচরদের সঙ্গে আক্‌ড়া-ঘরে বাঁশী বাজাইয়া মাসীর মান-রক্ষা করিলেন।

পরদিন মঙ্গল-ঘটকে প্রণামান্তে কপালে দধির ফোঁটা, কর্ণে বিল্বপত্র প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্রাদি মণ্ডিত হইয়া মাসির নির্দেশ মত পা-ফেলা ভাঁজিয়া, আনন্দবাবুর সহিত বিজয়-যাত্রা করিলেন। বর্ষীয়সীরা দুর্গা দুর্গা বলিলেন। মা চক্ষু মুছিলেন এবং হরির-লুটের জন্য পয়সা তুলিয়া রাখিলেন।

পাড়ার মেয়েরা মাকে আশ্বাস দিয়া বলিল,—তুমি দেখে নিও, বাপ নেই—মায়ের এক ছেলে, সাহেবরা সোনার চক্ষে দেখবে। তাদের দয়ার শরীর না হলে আর—" ইত্যাদি।

যাহাদের বাপ বর্তমান এবং যাহারা মায়ের এক ছেলে নয়, উক্ত আশ্বাসে তাহাদের দমিয়া যাইবার কথা।

এখনকার মত তখন কলিকাতা গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামগুলির চাকুরেরা নৌকাযোগে যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা ছিলেন কুটিওলা এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট যান গুলির নাম ছিল কুটির-পান্‌সি।

সকল চাকুরে-বাবুরই বগলে একটি করিয়া যত্নে বাঁধা পুঁটুলি। তাহার মধ্যে থাকে একখানি কোঁচানো ধুতি, একখানি চাদর আর একটি বারোবন্দি বা ঘুন্টিদার মেরজাই কি চাপকান। ইহাই সাধারণ চাকুরের রাজবেশ। বড়-বাজারের ঘাটে নৌকায় বসিয়া তাহা পরা হয়, কেহ কেহ আপিসে পৌঁছিয়া জলখাবারের-ঘরে বেশ পরিবর্তন করেন।

মাতুলকে সকলেই সানন্দে আহ্বান করিয়া লইলেন। তিনিও সকলকে প্রণাম করিয়া পান্‌সির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবীণেরা মাতুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিলেন এবং বলিলেন—"হবে না,—কালাচাঁদ খুড়ো কি-মানুষই ছিলেন! এইবার গ্রামের শ্রী হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করো"; ইত্যাদি।

তখন গঙ্গার দুই তীরের, এইরূপ "শ্রী"-বোঝাই কুটির-পান্‌সিগুলি বড়বাজারের মিরবহর ঘাটে বা জগন্নাথ ঘাটে গিয়া নিত্য লাগিত।

বেলা তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। আপিসের বিবিধ বিভাগের সজীব যন্ত্রগুলির কর্ম-চাঞ্চল্য মুখর হইয়া একটা গম্ গম্ ধ্বনির গাম্ভীর্য-মিশ্রিত রেস্ সৃষ্টি করিয়াছে। কাজে অকাজে সকলেই ব্যস্ত। কাহারো কাহারো তখন দুর্গানাম লিখিয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া প্যাডের মধ্যে রাখা হয় নাই, কেহ পেন্সিল কাটিতে নিবিষ্ট। যাহারা কাজের জন্য আসিয়া অতিষ্ঠভাবে অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাত নাই।

বরদাবাবু বড় বড় শেঠী ও বোম্বাইওলা বণিক এবং মালাবারী মহাজন পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সায়েবরাও যাতায়াত করিতেছেন।

এই সময় মাতুলকে লইয়া আনন্দবাবু প্রবেশ করিলেন। দু'এক কথার পর—

"আপনি থাকতে দিনো আর কার কাছে যাবে! দিনোর পরিচয় তো আর দিতে হবে না,—বারাসতের কালাচাঁদ খুড়োর ছেলে। যেমন স্বভাব তেমনি চরিত্র, আমাদের কুলীনের গর্ব। হাত পাকিয়ে তবে বেরিয়েছে।" ইত্যাদি—

মাতুল এমন বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে বরদাবাবু প্রথম দর্শনে ভ্রূ কুঞ্চনে দৃষ্টি সানাইয়াও চিনিতে পারেন নাই। পরিচয় শ্রবণান্তে অবাক্ হইয়া ঈষৎ হাসি টানিলেন; অর্থ,—এ কি সেই রত্নটি!—যার উৎপাতে গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ছাগলের ছানা, গোয়ালের গরুর দুধ, খেজুরের রস—সামলানো অসম্ভব ছিল! ঘরের গাড়িতে শনিবার শনিবার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল, বালামচি ছিঁড়িয়া ঘোড়ার অমন চামরের মত সুদৃশ্য ল্যাজ সোমবার সকালে—মুড়ো-ঝাঁটার মত ডাঁটা সার!—অ্যাঃ এর এমন চেহারা হ'ল কি করে! ভোল্ ফিরিয়েছে তো মন্দ নয়!

বরদাবাবুর সে হাসি ও সে চাহনির অর্থ সেখানে মাতুল ভিন্ন আর কাহারো হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না।

বরদাবাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি বলিলেন—"আনন্দ, দিনোর জন্যে আমাকে

বেশি বলতে হবে কেন, এ তো আমার নিজেরই কাজ। তা বেশ, আমি বলি কি,—জোয়ান বয়েস, এমন সুরূপ যুবা—পাখার নিচে বসে বসে মাটি হবে কেন, দিন কতক বাইরের কাজ করে দেখে শুনে পাকা হয়ে নিক। তাতে—বুঝলে কিনা,—আছে। আমি দু'একজনকে বলে দিচ্ছি, তাঁদের মাল যাতায়াত লেগেই আছে;—চালান্ আর খালাস্ ঠিক সময়ে যেন হয়,—একদিন দেরিতে দরের তফাৎ দাঁড়িয়ে যায়। আগে জেটি, কস্টম্-হাউস্, পোর্ট কমিশনারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাক্—

"বুঝলে দিনো, এঁরা সব লক্ষপতি—মাকোদার, এঁদের বলে দিচ্ছি। তবে খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করা চাই, কাগজপত্র না খোয়া যায়। এঁদের খুসি রাখতে পারলে,—দোল, দুর্গোৎসব,—বুঝলে! অথচ কারুর তাঁবেদারি নয়।" এই বলিয়া তিনি দুইজন শেঠি-সোদাগরকে বলিয়া দিলেন, তাঁহারাও সানন্দে সম্মত হইলেন।

আন্দবাবু বলিলেন—"এ মহত্ব আর কোথায় দেখতে পাব! দিনো—পায়ের ধূলো নাও! জেনো—মা-লক্ষ্মী তোমার উপর সুপ্রসন্ন, সাক্ষাৎ মাত্রেই কৃপা লাভ! এমনটি দেখা যায় না। চলো।

যাইবার সময় বরদাবাবু বলিলেন—"দিনোর যে রকম স্মার্ট চেহারা দেখছি, সুবলের সঙ্গে দু'দিন বাইরে বেরুলেই কাজ শিখে নেবে। সুবলকে বোলো—আমি বলেছি,—বুঝলে আন্দো?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া অভিবাদনান্তে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আন্দবাবু বলিলেন—"এতটা বাপেও করে না! কমলা কি অমনি অচলা হন্! 'ফর্চুন্' ধরবার ফাঁদ হাতে এসে গেল", ইত্যাদি।

বরদাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। বদনে আনন্দের আভাস ভাসিয়া উঠিল। ভাবটা বোধ হয়—"আর যাবে কোথায়! গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ঘোড়ার ল্যাজ্—এইবার নিরাপদ!"

এই সুবুদ্ধি ধরেন বলিয়াই সরকারের সঙ্গে বাহাদুর কথাটির শুভ সংযোগ।

বাড়াবাড়ি দেখিলেই তাড়াতাড়ি তাহার ভালো করেন,—বড় গুণ-ছুঁচ দিয়া কানফুঁড়িয়া সেরেস্তার নথিভুক্ত করিয়া লন। লোকে বলে—দশ টাকা কেনো দশ হাজার টাকা টেক্স দিতে রাজি আছি—যদি সেইরূপ আয়ের উপায় কেউ করে দেয়। বুদ্ধিমানে অমনি আয় বাড়াইয়া দিয়া দশের জায়গায় দশ হাজার আদায় করেন।

বরদাবাবুও বুদ্ধিমান ছিলেন।

মাতুলের কাজ হইল—"পোরমিট্ সরকারী"। আপিসে নয়,—পথে ঘাটে,—অর্থাৎ জেটির ঘাটে গিয়া মহাজনের মাল খালাস আর গরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া, সঙ্গে আসিয়া তাঁহাদের গুদামে জমা করাইয়া দেওয়া। সবটাই দণ্ডি-পর্ব—বসার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। পায়ের জোরেই কাজ,—পোর্ট কমিশনার, কস্টম্ হাউস্, জেটি আর গুদাম টানা-পোড়েন। হাতটা এত কষ্টে পাকিল কিন্তু যথাস্থানেই রহিল!

আনন্দবাবু মাতুলকে বহু উৎসাহ দিয়া—"কাঁচা পয়সা,— গোণাগুণ্‌তি নেই" প্রভৃতি মধু সিঞ্চন করিয়া, জলখাবার-ঘরে বসাইয়া এবং রামধন খাবারওলাকে বলিয়া, নিজের কাজে গেলেন।

মাতুল মন-মরার মত বসিয়া রহিলেন। পল্টু তামাক দেয়, তিনি টানেন। রামধন জিজ্ঞাসা করে—"কি কি দেব বাবু?" তিনি বলেন—"এখন নয়।"

বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—দেয়ালের গায়ে মুণ্ডমালার মত, পেরেকে ঝোলানো বায়াত্তরটি হুঁকো! এক কোণে ডজন দেড়েক নানা বয়সের ও নানা অবস্থার শ্যামবর্ণ গাড়ু। একটা ঝুড়িতে পিতলের পাতলা-পাতের ছ্যাত্‌লা ধরা ডজন দুই গেলাস,—কাহারো নিটোল অবস্থা নয়। তিন 'ওড়া' জিলিপি, কচুরি, সিঙাড়া ও বিবিধ মিষ্টান্ন এবং শাল পাতার ঠোঙার মধ্যে রামধনের কাষ্ঠাসন বা কাঠ-বাক্স। শ্রাদ্ধবাড়ির আদর্শ ভাণ্ডার!

আশ্বিনে-ঝড়ে-পড়া ঝাঁব-কাঠের তক্তার বেঞ্চি, তাহাতে বেপরোয়া বসা চলে এবং চলিতেছেও,—নির্বাচনের অবকাশ নাই। নিষ্ঠাবানদের তৈলাক্ত পৃষ্ঠ-স্পর্শে

দেওয়ালের গায়ে যে বস্তু জমা হইয়াছে তাহা তিনটি গরু খইলের স্বাদে তৃপ্তিপূর্বক ভক্ষণ করিতে পারে।

পাঁচ-সাত-জন সর্বক্ষণই যাতায়াত করিতেছে। তৃতীয় প্রহরে ঠেলাঠেলি ভিড়! রামধনের বিরাম নাই, ছিলিম পাল্‌টাইতে পলটুর ওলট্‌-পালট্‌ অবস্থা। কেহ কেহ আসেন আর গামছা পরিয়া গাড়ু হাতে করিয়াই কানে পৈতা জড়ান। অনেকেই—ছুটো সিঙাড়া, ছ'খানা কচুরি, ছুটো রসগোল্লা,—পরে,—"দা—ও ছুটো পান্তুয়া। রামধন বলে—"কাঁচাগোল্লাটা ভালো বাবু।" "আচ্ছা—দা—ও ছুটো।" কাহারো রসগোল্লার নম্বর আট, সিঙাড়া—ছয়। ছ'তিন ঘণ্টা এই দিয়তাং ভুজ্যতাং প্রবল বেগে চলিল। রামধন দিয়াই যায়—পয়সাও চায় না খাতায়ও লেখে না! বরং হাতে দুইটি করিয়া শ্রাদ্ধের খিলি দেয়।

তখন কোনো ফুলের-মুখুটি হুঁকোটি হাতে লইয়াই অভ্যাস মত বলেন—"এইটে আমাদের তো রে!" না চাহিয়াই পলটু বলে—"আগ্‌ গা হাঁ বাবু!" স্নুবর্ণবণিক বা সূত্রধরের হস্তে সেই হুঁকা ও সেই প্রশ্ন—"আগ্‌গে হাঁ বাবুই" লাভ করে।

ক্রমে শতাধিক সঘৃত ও সরস ঠোঙা ডাঁই হইয়া দ্বার রোধের উপক্রম। তদুপরি মুহুর্মুহু প্রক্ষালনাদির জলধারা, শতমুখ-নিসৃত তাম্বুলরস-সিঞ্চন—চলাফেরা সংযোগে প্রবেশ-পথ কর্দমাক্ত আঁস্তাকুড়ে পরিণত। গৃহমধ্যে বিচিত্র সুরে ও স্বরে গৃহদাহের কোলাহল চলিতেছে,—সবটাই বীররস। "বেটা আমার কাছে চালাকি মেরে যাবে! সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়বো,"—ইত্যাদি। মন-মরা মাতুলের তখন মাথা ধরিয়া গিয়াছে। এই শ্রীক্ষেত্রের নমুনা তাঁহার উৎসাহ উত্তম হরণ করিয়া তাঁহাকে প্রায় কামনা-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন সময় হেড্‌-সরকার স্নুবর্ণবণিক স্নুবল আসিয়া শহরের সভ্যতা-মিশ্রিত সহাস আলাপে এবং নিম্নকণ্ঠে আশাপ্রদ আমদানীর বাণী শুনাইয়া তাঁহাকে অনেকটা চাঙ্গা করিয়া তুলিল। "আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা দাস,—পায়ের ধুলো দিন;—এক মাসেই এর মজা বুঝবেন। চেয়ারে বসবার জন্যে তো চাকরি করতে আসা নয় দাদাঠাকুর! তখন বাড়িতে দশখানা চেয়ার রেখে দশ জনকে

বসাবেন," ইত্যাদি উৎসাহ বাক্যান্তে নিজের পকেট মৃদু মধুরে বাজাইয়া সুবল মাতুলকে সবল করিয়া দিল,—তাঁর মুখে হাসি ফুটিল।

"দাস থাকতে আপনাকে কিছু দেখতে হবে না, জেটিতে জমে বসবেন আব যে মাল যেখানে পাঠাতে হবে সেটা আমার কাছে শুনে নেবেন, ব্যস।" কানে কানে—"সব মাল মালিকের গুদোমে চালান দেবেন না। যাক্, সে সব কথা পরে। মনে রাখবেন—এ মাসকাবারি কারবার নয়—আমাদের নিত্যই মাসকাবার।—

"ও-কোটে চলবে না, দেবতা, এই আমার মতো বাবোরন্দি বানাতে হবে, বাইরে তিনটে আর ভেতর পিটে পাঁচটা প্রমাণ পকেট চাই। খুচ্‌বোব কারবার—পয়সা, সিকি, দুয়ানি, আধুলি, টাকা! নোট আর ক-বেটা দেয়!—সে পূজোর বন্ধের আগে আর নয়,—তার স্থান কাছায়! চোবেদেব যেমন সিঁদ-কাটি গড়বার কামার আলাদা আছে, আমাদেরও বাবোবন্দি বানাবার ওস্তাদ ইদু ওস্তাগর। মাপটা দিইযে দেব'খন।—

কাল কুবেরেব আস্তানাগুলো ঘুরিয়ে আনবো। সঙ্গে নাবায়ণ বইলেন, দেখুন না কি করি! কপালে একটা ফোঁটা চড়াতে পারবেন না! ভারি কাজ দেয়,—যা বিল্ করবেন—পাস্। ওটা ভস্মলোচনেব কাজ করে, সকলে ডরায়।—

"কিছু সেবা হয়েছে?—সে কি কথা! বামধন,—দেবতা চেন না!"

"আজ্ঞে আমি তো—"

মানসিক অবসন্নতায় মাতুলের আর ও-দিকে মন ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া নাড়ী নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল,—ঠোঙা ঠেলিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচেন। কিন্তু সুবলচন্দ্রের স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ধীরে ধীরে ধাতে আনিয়া দিল।

ব্রাহ্মণের মৃত্যু-বাণ সুবলচন্দ্রের জানা ছিল। তাহার ইঙ্গিতে রামধন সযত্নে রসগোল্লা ছাড়িতে লাগিল। মাতুল সতেরোয় পৌছিয়া সমাপ্ত করিলেন।

"না—এ পান নয়" বলিয়া সুবল এক দোনা তাজা সাজা পান আনিয়া দিল। পরে—দু'ছিলিম গুড়ুক্।

প্রণয় পাকা করিয়া সুবল দেবতার পায়ের ধূলো লইয়া বিদায় হইল। অধিবাসের অবস্থায় গুড়ুকের টানে টানে মাতুল মধুর ভবিষ্যৎ ভাঁজিতে লাগিলেন ;—বাড়ি, বাগান, কয়খানা কুটুরি, সলিমের সাত বিঘে—ইত্যাদি। যথা সময়ে আন্দবাবুর সহিত প্রত্যাবর্তন।

৮

তখন সকল গ্রামেই একজন করিয়া সামাজিক 'কর্তা' থাকিতেন। প্রভাব-প্রতিপত্তিতে জমিদার বড় হইলেও, কর্তার পদটি কোন বনেদি ব্রাহ্মণ-বংশেরই অধিকারে থাকিত। এটা রাজ-দত্ত রায়-বাহাদুরী ছিল না। ইঁহারা প্রায়ই মিষ্টভাষী, পরার্থপর, সরল, চরিত্রবান, সমদর্শী ও সহৃদয় লোক ছিলেন। লোকের অবস্থা ও দুঃখকষ্ট বুঝিতেন এবং অমায়িক ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট রাখিতেন। তাই স্বাভাবিক নির্বাচনেই তাঁহারা কর্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, লোকে সহজেই শ্রদ্ধা-সম্মান করিত ও তাঁহাদের আচরণে ও ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখিত। এটি গুণাশ্রিত পদ ছিল,—কোথাও দাবীর দাগ ছিল না। কর্তাকে যে বড়লোক হইতে হইবে এমন কোন কথাও ছিল না। অবশ্য—জমিদার ব্রাহ্মণ হইলে কথাটা স্বতন্ত্র দাঁড়াইত ; সকল ক্ষেত্রে না হইলেও,—দাবীর দুর্গন্ধ থাকিত।

আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রাণ, রাজকৃষ্ণ চাটুয্যেকেই কর্তার আসনে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সেই সদানন্দ-মূর্তির নিকট বালক-বৃদ্ধ ধনি-নির্ধন, কাহারও ভয়-সঙ্কোচের অবকাশ ছিল না। তিনি সরকারের চাকুরি স্বীকার করিয়াছিলেন,—সে পদের মর্যাদাও ছিল। তাই, গ্রামের ও বাহিরের অনেকেই নিজের বিভাগ-

ভুক্ত করিয়াও লইয়াছিলেন। পরোপকারের পথ পাইলে তাহা এড়াইয়া চলিবার শক্তি-স্বভাব তাঁহার ছিল না।

একখানি কুটির-পানসির কর্তাও ছিলেন তিনি, কিন্তু কার্যতঃ সেখানি ছিল সাধারণের সম্পত্তি। অল্প-বেতনের চাকুরে মাত্রেরই তাহাতে অবাধ গতি ও সম-অধিকার ছিল। কেহ কোনদিন কোন কারণে না আসিলে, তিনি কুণ্ঠা-চঞ্চল হইয়া উঠিতেন,—অপরাধ আশঙ্কায়। কাহারো বিলম্ব হইলে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন সময়েও সেই ভাব। সকল আপিসের সকল কর্মচারীর ছুটি একই সময়ে হওয়া সম্ভব নহে। তিনি পাঁচটার মধ্যে আসিয়া নৌকায় বসিতেন, কিন্তু সকলকে লইয়া নৌকা ছাড়িতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। অন্য সকলে চঞ্চল হইলেও তিনি ছিলেন নির্বিকার,—"আহা—সে আবার ফিরবে কিসে,—সারাদিনের খাটুনির পর—তাকে এই পথ হেঁটে বাড়ি যেতে হবে। এই এলো বলে।"

আপিসের ফেরতা, ঘর-মুখো বাঙালীর, নিত্য এই সহিষ্ণুতা, বোধ করি কোন কৃচ্ছ্রসাধনা অপেক্ষা কম কঠিন নহে। বিশেষত, তাঁহার পক্ষে—যিনি স্বয়ং নৌকার মালিক এবং যাঁহার আদেশই সেখানে আইন। দেশে কিন্তু তখনো বিলিতি-ডেমোক্রেশির দামামার আওয়াজ পৌঁছে নাই।

এখন আমাদের Self-Government, এ-কথাটা তখন কল্পনাতীত! পরে মহোদয় ভাইস্রয়—অকৃপণ রিপন সাহেব, তাহার গোড়া-পত্তন করেন। আমাদের কার্য-পরিচয় দেখিয়া আমার এক কবি বন্ধু তখন লিখিয়াছিলেন,—

"অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে,
আপনা-আপনি নাশে স্বায়ত্ত শাসিতে!"

* * *

সুবল মাতুলকে সবল করিয়া দিলেও, সে-ভাবটা মধ্যে মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছায় বরদাবাবুর গুণকীর্তন শুনিতে শুনিতে

বা—না-শুনিতে শুনিতে, আন্দবাবুর সহিত উক্ত-কুটির-পানসিতে আসিয়া উঠিলেন।

অনেকেই তখন আসিয়াছেন এবং বেশ পরিবর্ত্তনান্তে হাত-মুখ ধুইয়া নিয়ম-মত সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছেন। যিনি যতবড় যাহাই হউন, ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নারায়ণ-সেবা ও সন্ধ্যাহ্নিক তখনো অবশ্য-করণীয় ছিল। শিলারূপে এই গৃহদেবতা নারায়ণটি এখনকার কড়া-দেবতা অপেক্ষা কম প্রভাব রাখিতেন না। আমাদের বে-কর্মা বা অকর্মা জাতটিকে—চিলের-কুটরির এই মৌন শিলাটি, সংসারের স্ত্রী-পুরুষ কাহাকেও ঢিলা মারিতে দিতেন না। প্রত্যহ প্রত্যুষে গৃহাদি মার্জ্জন হতে তাঁর পূজার পুষ্প-চয়ন, স্নান অর্চন, সেবা-ভোগ প্রভৃতি কার্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া অবিচ্ছেদে চলিত। তাহাতে মনে ও সংসারে একটি শুচি-সমৃদ্ধ শৃঙ্খলা বজায় থাকিত। এই আচার ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ম পালনে—দেহ-মন সুস্থ-সবল থাকিত, সংসারে অনিয়ম অনাচার প্রবেশ-পথ পাইত না। ভক্তি-বিশুদ্ধ আবহাওয়ায় সংযমটা সহজেই স্বাভাবিক দাঁড়াইয়া যাইত।

ফল কথা তখন সংসারটি ছিল নারায়নের এবং সংসারীরা ছিলেন তাঁর সেবক। ঘর ঘর এই নির্বাক দেবতাটির আসন প্রতিষ্ঠিত থাকায় সংসারে উচ্ছৃঙ্খলতার বা অনাচারের অবকাশ ছিল না।

এটি ষাট বৎসর পুর্বের চিত্র। এই নির্বাক-নারায়ণ-শিলাটির কথা এখন বুঝিতে হইলে—আপিসের সবাক্ বড়-সাহেবদের প্রভাবটা কল্পনা করিতে হয়। প্রভেদের মধ্যে—সেটির মর্মে ছিল ধর্ম সুতরাং শ্রদ্ধা-ভক্তি, আগ্রহ, আনন্দ; আর এটির মর্মে,—কর্ম-বজায় বা চাকুরি-রক্ষা; সুতরাং—হীনতা ও দীনতা।

নৌকায় সকলে একপ্রকার উদ্‌গ্রীবই ছিলেন। আনন্দবাবু শুভ সংবাদটি সালঙ্কারে শুনাইয়া দিলেন এবং উচ্চ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বরদাবাবুর ঔদার্য ঘোষণা করিলেন। তাহাতে দিনোর জন্মগ্রহণ যে আজ সার্থক হইল তাহা একবাক্যে দৃঢ়তার সহিত সকলে প্রকাশ করিলেন;—"এখন দশজনের একজন হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল কর, দোল-দুর্গোৎসব কর, মাকে তীর্থ-দর্শন করাও, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাও" প্রভৃতি শুভাশীষ-মিশ্রিত শুভাদেশ,—যাহা তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠকাম্য ছিল তাহা সানন্দে প্রদত্ত হইল।—

"বরদা আমাদের সমাজের রত্ন। সে বড় হবে এ আর বড় কথা কি! উপনয়নের পর সেই যে শিখা ধারণ করেছে, সে অসমাপিকা হয়ে বেড়ে চলেছে। অম্‌নি কি আর হয়,—নিষ্ঠা কি!" ইত্যাদি আলোচনা চলিতে লাগিল।

"ব্রাহ্মণ-সন্তানের অদীক্ষিত দেহ দেহই নয় দিনো,—অশুচি মাংসপিণ্ড; এইবার দীক্ষাটা নিয়ে ফ্যালো। গুরুর কৃপা ভিন্ন অভীষ্টলাভ হয় না বাবা। তারপর—বরদা তো রইলেনই।"

মামা সকল কথাই মাথা হেঁট করিয়া নীরবে গ্রহণ করিলেন। সেটা বিনয় ও নম্রতার নামেই চলিয়া গেল এবং ফুল্‌ নম্বর পাইল।

তারপর "গজা পর্ব"। বড়বাজারের ছোট গোল গজা নানা গুণে চিরপ্রসিদ্ধ। ছাঁ-পোষা তো বটেই, তা ছাড়া—পুরো বাঙালী ধাতের,—বলপ্রয়োগের বালাই নাই, যেমন নম্র তেমনি মধুর! তাই বালক-বৃদ্ধের সমান প্রিয়।

কর্তা তাহার ব্যবস্থা রাখিতেন। সন্ধ্যাহ্নিক সারার পর সকলেই তাহার কিছু কিছু পাইতেন। যেহেতু—সারাদিন খাটুনির পর বাড়ি পৌঁছিতে রাত আটটা বাজিয়া যাইত।

মাতুল কিছু বেশি-বেশিই পাইলেন, যেহেতু কনিষ্ঠ। রামধনের সতের নম্বর রসগোল্লা পেটেই ছিল, এগুলি খিচ্‌ হিসাবে আস্‌পাশের ফাঁক্‌ মারিল।

এ-সব তাঁহার পক্ষে ছেলেখেলা হইলেও মন আজ দুর্‌মনি করিতেছিল। কিছুতেই তাঁর উৎসাহ ছিল না। নিজের মুখে দিলেন কি অন্যমনস্কে অন্যের মুখে দিলেন, এ সন্দেহটা তাঁহার বরাবরই থাকিয়া গিয়াছিল।

যাক্‌,—নৌকা ছাড়িল। এখন দুই ঘণ্টার 'খে'! নৌকাই তখন ক্লব-রুমের কাজ করিত। সমাজের, বিশেষ করিয়া গ্রামের সাময়িক সমস্যাদির প্রসঙ্গ ও আলোচনা চলিত। বাংলা সাপ্তাহিক বা দৈনিক সংবাদ-পত্রাদি না থাকায়—মানসিক অশান্তি আমদানির বা মাথা খারাপ করিবার উপায় ছিল না। শহরের বিলাস-বস্তু হিসাবে দু'একখানি দেখা দিলেও, তাহাতে তেমন তলবদার কিছু থাকিত না, যা উপভোগ্য আলোচনার সৃষ্টি করে। থাকিলেও গ্রামে তাহাদের গতি সুগম ছিল না;—পাঠক ও আগ্রহ দুই ছিল বিরল। তখনকার অবান্তর আলোচনার মধ্যে স্বাদু ছিল ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এবং তারকেশ্বর মোহন্ত-এলোকেশীর মামলা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিধি, নিজের গুরুত্বেই সর্বত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, নীলকরের কাহিনী ইংরাজি পত্রিকাতেই আবদ্ধ ছিল। ভিখারী গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীতই সে-সব ইঙ্গিত দিত।

তাই আমাদের নৌ-মজলিসে গ্রাম্য প্রসঙ্গই প্রবল ছিল। নিরীহ নির্বিরোধী মেম্বরেরা এবং যাঁহাদের বাক্য তখনো দানা বাঁধিয়া বুলেটে দাঁড়ায় নাই বা বুদ্ধি বাড়ে নাই—তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া জপে থাকিতেন,—ক্রমে সশব্দ শ্বাসের ক্রিয়া শুরু—নৌকা ঘাটে পৌছিলে তাঁহাদের ঠেলিয়া তুলিতে হইত। তবে যেদিন কোন প্রিয় প্রসঙ্গ পড়িত,— যেমন দলাদলি, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি, সেদিন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অনেকেই স্বেচ্ছায় যোগ দিতেন। সকলেরি উদ্দেশ্য মহৎ—অন্যায়ের না প্রশ্রয় দেওয়া হয়, গ্রাম শাসনে থাকে, গ্রামের না নিন্দা হয়।

মাতুলের মন আজ বড়ই বে-ঠিকানায়। গুমোট্-দিনে বে-হাওয়ায় ঘুঁড়ি ওড়ানো চলিয়াছে—তাহা চড়ে না, কেবলই পড়ে! মাঝে মাঝে সুবল দুর পাল্লায় তোলা দেয়, কিন্তু টান্ সয় না—সূতা ঢিলা মারে!

মাতুলের মগজে তখন ভয়ানক ভিড়,—"এ তো নেটিভের চাকরি, সায়েব কই! তায় বরদাবাবু কেবল নেটিভই নন—গেঁয়ো যোগী! উপমাচ্ছলে বলা চলে,—তিনি কেবল বোম্বাই আমের সম্মানটি মাত্রই পাইতেন না,—তার রংটিও পূরা মাত্রায় রাখিতেন। তদূর্ধে শিখাও ধরিতেন। পূর্ব-পরিচয়ও প্রীতিপ্রদ নয় বরং পরিশোধ-সঙ্কুল!—

এর জন্যে এত লেখা-পড়া শিখিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহা কোন্ কাজে আসিবে,—এমন জান্‌লে তিন বছর আগে এলেই হ'ত!"—এই সব দুশ্চিন্তা তখন মাতুলের মগজে ঘুরিতেছে!—

—"চাকরি তো সায়েবের চাকরি! তারা সমজদার—খুসি করতে পারলে, দাওয়ানী নাও না! জাতটি কি,—chance কতো! আমাদের দেশে ময়রা ময়রাই থাকে,—'লাট-ময়রা' ওরাই হয়! নাঃ, এর চেয়ে মাছধরা ভালো;—স্যায়লঙ্কার-পুকুরে অলঙ্কার গিজ্-গিজ্ করছে,—ইয়া ইয়া রুই।

—"সুবল লোকটি কিন্তু মন্দ নয়, তবে 'সোনাকা-বেনিয়া,'—কেবল পয়সাই বোঝে আর খোঁজে। তা পয়সাই তো সব। সে যা বললে,—পাকা কথা,—পয়সায় ময়শা—মহেশবাবু হন। তা ঠিক,—সেই ভালো।—

"কাজ হ'ল বটে, কিন্তু ভ্যাল্‌সা! একবার সায়েবের সঙ্গে দেখাটা হ'ত! ওরা তা করতে দেবে কেনো!—আচ্ছা আমিও চাটুয্যে। Desperate diseases require desperate remedies—যেমন কুকুর তেমনি মুগুরও আছে। It is never too late—'আজিকে না হ'ল যদি হতে পারে কাল।' সাহেব না থাকলে কি চাকরি! রামঃ—সে যে একদম আলুনি! নাঃ, এ পিণ্ডি গিলতে পারব না।—

—"কখন কি ছাড়তে হবে—ঝেড়ে-বেছে মুখস্থ করে রাখলুম, একটা লাগ পেলেই লটকে ফেলতুম—চোঃ! মারফতেই মাটি করে দিলে! যেদিন সিদের সঙ্গে গেছি—সেই দিনই খেজুর রসের গয়া,—বেটা অপয়া! কে যে ওদের মাথার দিব্যি দেয়! এত পড়ে-শুনেও ভুলে যাই—Heaven helps those who help themselves. নাঃ, আর সেকেণ্ড্ পারসন নিয়ে পাদং একম্ ন গচ্ছামি। এ ভুল শোধরাতেই হয়েছে।—

—"কোথায় ভাবলুম—সায়েব যখন বলবে,—নিশ্চয়ই বলতো,—তোমাকে যে ছেলেমানুষ দেখছি! তখন বলবো—Child is the father of man, Sir—ছেলেই বাবার বাবা, সার্।—

—"কোন দিন slow বলতোই, তা হলেই শুনতো—Slow and steady-ই wins the race, Sir—'কথামালা'র কচ্ছপ সার্। কদর বুঝতো,—হেসে ফেলতো। ওরা এঁদের মত নীরেট নয়,—ফোঁটার জোরে কোটা বানায় না!—

—"গুড়ুক খেতে ধরা পড়লে,—একদিন পড়তুমই,—বলতুম—All work and no play makes Jack a dull boy, Sir'—চুপ হয়ে যেত। এ-সব ওদেরই প্রভার্ব্!—ওরা বুঝবে না!—বুঝতো,—মওকা মাপিক্ ছাড়তে পারলেই ফতে।—

—"দেখে, দয়ালু ভ্রাতারা অবশ্যই দমে যেতেন, সুবিধে পেলেই ভুল-চুক সায়েবের নজরে আনতেন। জানেন না যে তার দাওয়াই রাখি—To err is human, to forgive, divine, Sir বললেই সাফ্। ওর ওপর আর কোনো মিঞার কথাটি চলে না।—

—"ঘন ঘন হ'লে, কথাই রয়েছে Habit is second nature, Sir (স্বভাব যায় না মলে, সার্)। সবই তো ভাঁজাই ছিল, কেবল কত্তামী করেই সব clay (মাটি) করে দিলে! তাই বোধ হয় লোক স্বর্গে যাবার সময় একাই যায়—মন্ত্রী বা ঢেঁকি সঙ্গে নেয় না।—

—"সুবল যা বললে সবই তো শাইনিং। সিলভারের কথা কিনা,—বেশ মিঠে আওয়াজ দেয়। একবার দেখলেও হয়। একে 'সুবর্ণ' তায় সিলভারের কথা, তখন লেগেছিলও যেন মিউজিক্।—

—"রাত জেগে হাত পাকালুম, শেষ কাজে লাগলো—পা! সুবল যা বললে তার মানে তো—পায়ে রোজগার, হাতে হাতানো! কথা ঠিকই তো, তাই দেবতাদের পা-পুজোর ব্যবস্থা;—হস্তসেবা আর কে বলে,—পদসেবাই তো শুনি। মস্ত ভুল হয়েছে।—

—"ভুলই বা কি,—পা'ও তো পেকে আছে—কতক মালি আর শিউলি বেটাদের তাড়ায়, কতক সাত গাঁয়ের শ্রাদ্ধ মেরে, কতক খাজনা আদায়ের 'টুরে'। ভগবান ভেতরে ভেতরে এই কাজ করছিলেন, বুঝতে পারিনি। নাঃ, তাঁর দান প্রত্যাখ্যান করা কাজের কথা নয়। মাপ করো ঠাকুর। তা আমি তাকে লাক্চাঁদের জুতো পরিয়েছি বাবা!—

—"উঃ, এই সোজা কথাটা মাথায় আসেনি! পদ-মর্যাদাই তো কথা, হস্ত-মর্যাদা আর কোন্ হস্তীমূর্খে বলে! নাঃ—লেগে যাওয়াই ভালো।"

শেষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া—মাতুল একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া চাঙ্গা হইলেন। প্রাণের পশ্চাতে কিন্তু একটা 'কিন্তু' ভাব রহিয়া গেল—মেয়েদের কাছে মুখরক্ষা নিয়ে। কারণ সায়েবের চাকুরিটা ক্রমে মেয়ে-মহলে মস্ত একটা সম্মানের ও গর্বের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছিল এবং ফল্গু-প্রবাহের মত তাঁহাদের তদনুকূল আন্তরিক ভাবটা উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত প্রেরণার অন্যতম উৎসে পরিণত হইতেছিল। জমি-জমা বা কৃষিকার্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এবং ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা সায়েবের কেরানীর খাতির দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই সুবাতাসটাও জাতটিকে কেরাণী বানাইবার পক্ষে অলক্ষ্যে কম কাজ করে নাই। কথাটার উল্লেখ দোষ-হিসাবে নয়, তখনকার ভাবের একটা ছাপ মাত্র। এখনও তো সব কেরানিগিরির জন্য লালায়িত। তবে এটা এখন একান্ত অভাবে;—অবশ্য গত শত বর্ষের ক্রমার্জিত স্বভাবেও কতকটা। তখন এ কাজ,

অভাবে করা হয় নাই,—যতটা হইয়াছিল নূতনের মোহে এবং সায়েবের সম্মোহে। সকলেরই তখন জমি-জমা চাষ-বাস হইতে ভরণপোষণোপযোগী অল্প বিস্তর আয় ছিল,—মোটা ভাত মোটা কাপড়ের চিন্তা ছিল না। ক্রমে বিলিতি বাতাসে রুচি-বৈষম্য ঘটিতে লাগিল, সে-সব ইতর সাধারণের কাজ হইয়া দাঁড়াইল, চাকরি করাই ভদ্রলোকের লক্ষণ হইল। প্যারীচরণের সেকেণ্ড বুক পাঠান্তে সামান্য জমি-জমার খোঁজ বা খাজনা আদায়ে, ছেলেদের স্পৃহা রহিল না, তাহারা লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। কিছুদিন তাহা বিধবা মায়েদের চেষ্টায় বজায় থাকিয়া ক্রমে বেহাত হইয়া গেল। যেহেতু ও-সব ছোট কাজ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের নহে। সাহেবের চাকরিই সৌভাগ্যের সোপান এবং একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। আমরা ধাপে ধাপে যত উচ্চে উঠিতে লাগিলাম, জমি-জমা ততই নিচে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন অনেককেই আপশোষ করিতে শুনি—জমিগুলোও যদি থাকতো—আজ ভাবনা কি! কোথায় যে ছিল তার পাত্তাও পাই না, চৌহদ্দিও জানি না!

যাক্, সেই সায়েবের চাকরির মোহেই মামার মনের এই দোদুল অবস্থা। বহু চিন্তা-চর্চার পর এখন ইতস্ততঃ চলিতেছিল কেবল মেয়ে-মহলে ইজ্জত লইয়া।

যিনি যাহাই বলুন মামার এই আদর্শবাদের মূলে যে সত্যটি ছিল তাহা অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপিয়া আছে ও থাকিবে। নারীর নিকট পুরুষকে পুরুষ থাকিতে হইলে, তাঁহাদের নির্দিষ্ট পৌরুষকে উপেক্ষা করা চলে না। রামচন্দ্রকেও স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ছুটিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণের মধ্যে পুরুষের একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি ও গর্ব—এমন কি প্রতিযোগিতা থাকেই। তাঁহাদের এই ভাবমূলক প্রভাবই পুরুষকে পুরুষত্ব দিয়াছে এবং দিয়া থাকে।

তাই মনে হয়, এখনকার দিনে তাঁহারাই কেবল এই দাসবৃত্তির মোহ হইতে আমাদের নিবৃত্তির পথে সহজেই মোড় ফিরাইতে পারেন,—আবার স্বাবলম্বী

করিতে পারেন। এটা এই গরীবের ধারণা। মহাপুরুষ বা মহতের মুখেই 'বাণী' শোভন।

আসল কথা,—মাতুলের অস্বস্তির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

মনে পড়ে—চল্‌তি গীতার আকারের তাঁর একখানি জন্‌সনের পকেট ডিক্স্‌নারি ছিল, এবং তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করিয়া proverb (প্রচলিত বাক্য) ছিল। বহু কষ্টে তিনি তাহার অনেকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল ওইগুলিই ইংরাজির সেরা জিনিস। অভ্যাস দুরস্ত রাখিবার জন্য যখন তখন তাহাদের ব্যবহারও করিতেন। আমার প্রতি—Cut your coat according to your cloth ; First deserve and then desire, এ-সব প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন। Rome was not built in a day, এ কথাটা নিত্য একবার শুনিতেই পাইতাম!

সায়েবদের কাছে এই সব সেরা সেরা কথার সুপ্রয়োগের আশা নষ্ট হওয়াটাও তাঁহার মনোভঙ্গের নিতান্ত নগণ্য কারণ ছিল না।

১১

সহসা ঘাটে নৌকা লাগার ধাক্কায় সকলেরই ধ্যান ভঙ্গ হইল। সমাজের কল্যাণকামী উৎসাহীরা ক্রমে ক্লান্ত হইয়া কলরবের ভার নাসিকায় অর্পণ করতঃ নীরব হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঘাটে নামিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন।

মাতুলের আশানুরূপ উৎসাহ না থাকায় পা উঠিতেছিল না। আনন্দবাবু বলিলেন—"আর কি,—বাড়িতে সুসংবাদ দাওগে দিনো,—মা'র কৃপায় এখন তো দিন কিনে ফেলেছ। কাল থেকে সকাল সকাল তয়ের হয়ে আসা চাই,—বুঝলে।"

মামা অন্ধকারেই নীরবে ঘাড় নাড়িলেন।

কর্তা রাজকৃষ্ণ চাটুয্যে মশাই বলিলেন—"তা বলে যেন খাওয়া ফেলে এসো না বাবা!"

রাত হইতেছে দেখিয়া মা ব্যাকুল হইয়া বার-বাড়িতে আসিয়া ভ্রাতার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আমাকে দুইবার গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত খবর লইতে ছুট্ করাইয়া ছিলেন,—কুটির-পান্সি এসেছে কি না?

মঙ্গলা মাসি প্রমুখ পাড়ার কয়েকটি বিশিষ্টা প্রৌঢ়াও উপস্থিত ছিলেন।

সর্বাগ্রে আমার সহিতই মাতুলের সাক্ষাৎ। সাগ্রহে ও সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ফতে?—কথা কইছেন না যে!"

মাতুল গম্ভীরভাবে—মরা গলায় বলিলেন—"হ্—য়েছে,—but no rose without a thorn,—টিকিতেই মাটি!"

বলিলাম,—ওঃ, তাতে আর হয়েছে কি—আসল তো হাসিল হয়েছে। এইবার রামছাগল নম্বর টু!

সু-খবরটা আমি সকলকে শুনাইয়া দিলাম। আশীর্বাদ বর্ষণে ও দিনোর গুণ-কীর্তনে পাড়া মুখর হইয়া উঠিল।

মা'র আগেই কেহ কেহ অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন,—অর্থাৎ আজ যদি বাপ বেঁচে থাকতো।

আমি বুঝিতেই পারিলাম না—তাহা হইলে যে কি হইত!

"রত্ন জন্মেছিলে, এখন যাও বাবা, নারায়ণকে প্রণাম করে, গুরুজনদের পায়ের ধুলো নাও!—

—"ভোরেই কিন্তু সু-খবরটা বারাসতে পাঠানো চাই ছোটগিন্নি;—আহা মা-মাগী হাঁ ক'রে আছে।"

"এমনটি দেখিনি,—যারে বলে ধুল্-পায়ে চাকরি! দু-দুটো পাস্ ক'রে কৈলেসকে সাত-সাতমাস বসে থাকতে হয়েছিল।"

"হবে না—শিবু আচায্যির কথা!"

ইত্যাদিতে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। তখন থাকো পিসি বলিলেন—"সত্য-নারায়ণের কথা, সুবচুনীর পূজো, সে না হয় দু'দিন পরে হবে ছোট-গিন্নি, মাইনের টাকা থেকে করাই ভালো,—এখন হরির-লুটটা আজই দিয়ে ফ্যালো!" "ওমা—তাইতো" বলিয়া, মা পয়সা আনিতে ছুটিলেন। পয়সা পূর্ব হইতেই তুলসী-তলায় জমা ছিল।

পেসা-দিদি বলিলেন—"দিনোর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখেছ! বাছা একদিনে শুকিয়ে গেছে। ছেলেমানুষ,—সেই কোন্ সকালে দু'টি ভাত মুখে দিয়ে গিছলো, তায় বড় বড় সায়েবদের সঙ্গে এই সবে দেখা। কথা তো কম কইতে হয়নি! তবে না তারা খুসি হয়েছে! যাও যাও ছোট-গিন্নি—দিনোকে কিছু খেতে দাওগে। তার মুখে সব তখন কাল শুনবো।—

—"বাপকে মনে পড়েছে কিনা,—আহা—এমন দিনে আর পড়বে না! সকলেরি পড়ে। তাই অমন হয়ে রয়েছে,—হবারই কথা।"

পেসা-দির কথা সকলেই সমর্থন করিলেন। দিনোর অভিনন্দন ও হরির-লুট শেষ হইতে ছ'ঘড়ির তোপ্ পড়িয়া গেল।

পূর্বেই বলিয়াছি,—আমরা কেবল ভাত-কাপড়ের লোভেই বা অভাবেই সায়েবের চাকুরি স্বীকার করি নাই। এ-কাজ লোক না করিয়া পারে কি!

আমি তামাক সাজিয়া দিয়া কিছু শুনিবার জন্ম উস্‌খুস্ করিলেও মামা সে-রাত্রে কোন কথাই ভাঙিলেন না।—"যা—জ্বালাতন করিস্‌নি, শুগে যা, কাল শুনিস্; —Uneasy lies the head that wears a crown, এ সোলার টোপোর নয়—মাথা ধরেছে।"

ব্যস্—এইমাত্র।

মামা এখন আর ছুটিওলা নন—কুটিওলা।

মা পরম উৎসাহে গরম ভাতের থালা সাতটার মধ্যে ধরিয়া দিয়া বাতাস করিতে বসিলেন।—

—"সায়েবরা কি বললে ?"

সায়েবের কথা কহিলেই ক্ষোভে নিরুৎসাহে মামার মনটা ছোট হইয়া যায়, কথা খুঁজিয়া পান না, আহারের দ্রুত বেগটা বাধা পায়।

"আচ্ছা এখন খা—তাড়াতাড়ি করিস্‌নি,—সে শুন্‌বো'খন। খুসি হয়েছে তো ?"

গয়লাদের লক্ষ্মী উপস্থিত হয়েছিল,—বললে "খুসি না হলে আর যেতেই কেউ কাজ দেয়,—খুসি আবার হয়নি !"

বাহিরে বেকার আড্ডাবিলাসী বন্ধুরা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া হাঁক পাড়িতেছিল। সেটা আজ সকলেরই বিরক্তিকর !

—"ও হতভাগারা অমন ক'রে মরে কেন ?

—কাজকম্ম নেই—কেবল গুড়ুক খাবার গোঁসাই !"

নিউটন সাহেব অনেক মাথা ঘামিয়ে Law of gravitation আবিষ্কার করেন, —সেটা ওজন ধ'রে চলে। কিন্তু Law of service প্রাণ ধ'রে টানে। প্রেমের চেয়ে উঁচু পরদা !

মাতুলের তখন কোন দিকেই কান ছিল না। এক চিন্তা,—কুটির-পান্‌সি না ছেড়ে যায় !

সব কথাতেই "রোব্‌বার শুনো,—রোব্‌বার হবে" এই দু'কথায় সারিতে লাগিলেন।

'সেই ভালো—রোববার তো কাল বাদে পরশু। সেই ভালো। কথা তো আর অল্প হয়নি !"

মামা বহির্বাটিতে পদার্পণ করিতেই, বন্ধুরা—"আসুন বড়বাবু" বলিয়া অভিনন্দিত করিল।

কেহ বলিল—"গাছে না উঠতেই যে ভারি হলে দেখছি—পাথুরে-পথে পা না দিতেই যে পাহাড়ি-বাবা! সে-সব চল্‌চে না লাট্টু,—আগে big goat of Dasarath's son (প্রমাণ রামছাগল) তো বোলাও!"

মামা যতই পাশ কাটাইয়া ঘরে ঢুকিতে চান, তারা ততই ঘেরে।

—"আগে ব্যাপারটা তো শোনাও, সখি!"

"রোববার শুনো ভাই—পান্‌সি পাব না—ছেড়ে দাও ভাই—।"

কথাগুলি এমন কাতরভাবে—করজোড়ে মাতুল উচ্চারণ করিলেন, বন্ধুদের প্রসারিত হস্তের বাধা মুহূর্তে খসিয়া পড়িল। তারাপদ অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কৈলেস বলিল—"ছেড়ে দাও হে ছেড়ে দাও—কৃতী পুরুষকে ছেড়ে দাও! Gone for good দেখছি, একেবারে কালে কেটেছে। এর মধ্যে রোব্‌বার দেখায়!"

পুঁটুলি প্রস্তুতই ছিল—জুতা পরিতে যা বিলম্ব! সসঙ্কোচে—"এসে হবে, চললুম ভাই—পরের চাকরি" বলিতে বলিতে মাতুল বাহির হইয়া পড়িলেন।

"থাক্ থাক্—আর ভদ্রতায় কাজ নেই। চলোহে,—মুদির দোকানেও এক ছিলিম গুড়ুক মেলে।

"সেই দিনো তো! ওরে মানুষ করলে কে!—চুল ফেরাতে জানত না, আজ……আচ্ছা!"

"বেইমান! চলো—চলো"—

অষ্টপ্রহরের অভিন্ন বন্ধুরা আর দাঁড়াইল না। "বেয়লাখানাও রোব্‌বারের খপ্পরে পোড়লো দেখছি!"

মা পানের ডিপে দিতে ও "দুর্গা-দুর্গা" বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতেছিলেন, বন্ধুর দল দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

হেমা বলিল,—"নিকম্মা হাবাতেরা যেন কেউ লেগে আছে। যাক্‌না একবার সায়েবদের কাছে,—পারবে,—যুগ্যোত্তা! পেটে কিছু থাকলে তো!"

আমি তখন নিজের পেটে কিছু থাকবার জন্য মাকে বাড়ির মধ্যে আসিতে বাধ্য করিলাম।

মামার ব্যবহারটার মধ্যে ইচ্ছাকৃত কিছুই ছিল না, তিনি ভূতগ্রস্তের মত একটা অলক্ষ্য আকর্ষণের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চাকুরির ডাকে শব্দ নাই—শোনা যায় না; চাকুরির টানও দেখা যায় না,—কিন্তু ছুট্‌ করায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রণয় অপেক্ষা প্রবল,—প্রণয় ধীরে ধীরে টানে—গোপন অভিসারেই তার মাধুর্য। চাকুরির টানের সঙ্গে চাবুক চলে। ভাগ্যবানেরাই সেটা অনুভব করেন।

বন্ধুদের অপমান বোধ করার মধ্যেও অপরাধ ছিল না। এ সৌভাগ্যের আস্বাদ —বন্ধনে,—বন্ধুরা তখনো বাপের ভাতের বে-পরোয়া জীব, সুতরাং তার মর্ম্মটা বুঝিতে বিলম্ব ছিল।

রুষ্ট ক্ষুব্ধ বন্ধুরা ছিন্ন-নীড় বিহঙ্গমের মত লক্ষ্যহীন গতি বাহির হইয়া পড়িল।

—"ও-তো জানাই ছিল-রে—আয়। ভারি মানুষ!"

মন কিন্তু বে-সুরো! এরূপ অবস্থায় একটা ঘোরালো কিছু দরকার। দু'পা বাড়াইতেই সেটা মিলিয়া গেল।

বাটীর সন্নিকটেই রামকৃষ্ণ পণ্ডিত মশাইদের মেটে চালা। মা, বিধবা ভগ্নী ও তিনটি অনিন্দ্য "ব্যাচুলার" সহোদর সহযোগে একটি অসচ্ছল সংসার ;—সুদূর খানাকুলের আভাঙা আমদানী। অনটন-উত্যক্ত সংসারে "সিভিল-ওয়ার" অষ্টপ্রহর অনির্বাণই থাকিত। তদুপরি গোবিন্দ ও গোপালের অবৈতনিক বিদ্যার্জনের মাশুল বাবদে পঠন-প্রাবল্যের প্রচণ্ড কলরব কাক-পক্ষীকেও নীরব করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে যে পাড়ার কোনো উপকার হয় নাই এমন অসত্য কথা বলিলে প্রত্যবায় আছে। পল্লীর প্রখ্যাতা কলহপটুরা নির্বাক থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহাদের মূল্যবান বচন-বিন্যাসগুলি যদি কানের ভিতর দিয়া কাহারো মর্মভেদ করিতে সমর্থ না-ই হইল ও অনর্থক অপব্যয় হইল তবে আর লাভ কি!

ভদ্রপল্লী মধ্যে এই ক্ষুদ্র শব্দ-শালাটির প্রতিষ্ঠা রামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত। দুঃখের সংসারে কলহ বিবাদ, অশান্তির অন্ত থাকে না, তাঁহার পণ্ডিতি উপদেশে কোন কাজই হইত না। শেষ তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হয়—ভাই দুটিকে মানুষ করিয়া স্বাচ্ছল্যের সাহায্যে এ অশান্তির অবসান করা। মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছাত্রবৃত্তি লাভান্তে তখন ইংরাজী ইস্কুলে পড়িতেছে। মধ্যম গোবিন্দ লেখাপড়ার বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপস্থিত,—পণ্ডিত মহাশয়ের প্রধান আশার প্রদীপ। এই নিরীহ নির্বিবাদী পণ্ডিতের প্রতি গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই সহানুভূতি-শীল ছিলেন। অবশ্য বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা "নিরীহ" কথাটির অর্থবোধের পর—ওটা আর স্বীকার করিত না ; যেহেতু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর দানের সনন্দের ছাপের মত, রামকৃষ্ণ পণ্ডিতের পঞ্চমুখী চপেটাঘাৎ, ছাত্রদের পৃষ্ঠদেশে অবিনশ্বর সনন্দ প্রদানান্তে চব্বিশ পরগণায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের সকলেই বুঝিয়াছিল—তাঁহার করতল মধ্যে রসাতলের বীজ বর্তমান।

গ্রামের বড়লোকদের ক্ষীরভোজী আনার-রঙের সোনার-চাঁদেরা তখন মিছি ডোজে আঙুরের রসের আস্বাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছে! সুবেশে সুকেশে, সোনার জলে নাম লেখা বই আর রূপোর মুকুট-পরা পেন্‌সিল-হাতে, পকেটে পিক্‌লো, রেশমী রুমালে কস্তুরী,—চাণকের বাগানে চড়িভাতি করিতে যায়।
এ-হেন intelligent batch (ধুরন্ধরেরা) থাকিতে—মলিন বাস, খালি পা, ছেঁড়া চাদর-বিমণ্ডিত গরীব গোবিন্দ হইল কিনা ভালো ছেলে,—আচ্ছা!
বড়লোকের বাচ্ছাদের ওই ছোট্ট "আচ্ছা" টুকুর শক্তি অসীম! অবশ্য ধাড়িদের "আচ্ছায়" বাস্তু পর্যন্ত খসে!
ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সাধ,—গরীবের মধ্যেও সুপ্ত থাকে, যৌবনের প্রারম্ভেই সাড়া দেয়,—অবস্থা রাস্তা রোকে।

ভাঙা চালায় চাঁদের আলো দেখা দিতে লাগিল। তাহাদের বন্ধুত্বের লোভ সম্বরণ ও অযাচিত আবাহন প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়। গোবিন্দের শরীরে মন্দ মন্দ মলয় সমীর প্রবেশ করিয়া ঘুম ভাঙাইতে লাগিল,—মধুর স্পর্শে প্রবৃত্তির খিল খুলিতে লাগিল।
ধনীর ধনেরা বুঝুক না বুঝুক সেরা জিনিসের সংবাদ ও সংগ্রহ রাখে। চিত্তাকর্ষক সংস্করণের "বোকাসিও", "ডন্‌জুয়ান্‌" প্রভৃতি পুস্তকগুলি হাতে করিয়া আসিত এবং গোবিন্দের পড়িবার জন্য ফেলিয়া যাইত। গোবিন্দের চিরদিনই পুস্তকাভাব,—পাঠ্য-পুস্তক জোটে না। সুতরাং এই সাহায্যটা পরম লাভ।
গোবিন্দের গৌরব বৃদ্ধিতে মা-ভগ্নীর গর্বের সীমা নাই, আর ঐ সব রাজপুত্রদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণেরও অন্ত নাই। মা সকাল-সন্ধ্যা তুলসী-তলায় মাথা খোঁড়েন,—"আমার গোবিন্দকে এদের মত করে দাও ঠাকুর;—একটু তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাও—আমি দেখে মরি!"—ইত্যাদি।
এ অসম সঙ্গটা পণ্ডিত মশায়ের ভালো লাগিতেছিল না, মনে মনে খুবই বিরক্ত হইতেছিলেন।

নিজে ইংরাজি জানেন না, প্রদত্ত পুস্তকগুলির মলাট দেখিয়া মালের মূল্য নির্ধারণ চলে না। সন্দেহ করিলে বারুদের কারখানায় আগুন লাগে, মা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠেন,—সারা দিনে তা নেবে না।—"একটু লক্ষীর বাতাস গায়ে লাগছে,—তাঁর পায়ের ধুলো পড়ছে, পোড়ারমুখো ধাড়ির তা সইবে কেনো!" ইত্যাদি চলে। সে তুঁষের আগুন চোখের জলে নিবিবার নহে, তিনি উদাস নেত্রে নিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া যান।

বিদ্যাসুন্দর খানা গোবিন্দ বাড়ি আনে না, গঙ্গার আ-ঘাটায় বসিয়া কণ্ঠস্থ করে। গোবিন্দের গলা ভালো,—illustration (রোশনাই) হিসাবে মাঝে মাঝে গোপাল-উড়ের টপ্পা চলে, বন্ধুরা বাহবা দেয়। বলে "যে ভালো হয় তার সব ভালো!—a genius!"

গোবিন্দের আজ নিমন্ত্রণ ছিল,—রজনীদ্বিপ্রহরে প্রত্যাবর্তন।

পণ্ডিত কথা কহিলে তাঁহাকে মায়ের কাছে শুনিতে হয়—"কখনো তো ভাগ্যে ভালোমন্দ জোটেনি,—জুটলে তোর এতো হিংসে হয় কেনো!" পণ্ডিত মশাই স্তম্ভিত।

শনিবার শনিবার পাঁটা মেরে ফিষ্টি,—উদ্যান-ভোজ! গোবিন্দ গায়েব! রাজা নরসিংহের বাগানে নর-সিংহদের প্রমোদ ছিল!

—"সে কি কথা! গোবিন্দ তুমি কলকেতা দেখনি—আশ্চর্য! এই শনিবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্লে, চলো—জোড়াবাগানে মামার বাড়ি থেকে, enjoy (উপভোগ) করে আসা যাক। ওই সঙ্গে মিউজিয়ম, মনুমেণ্ট, ইডেন-গার্ডেন মেরে আসা যাবে,—চুলটোও ছেঁটে নেওয়া হবে। কাপড় জামার জন্যে ভেবো না—পাঁচ সেট পড়ে মাটি হচ্ছে। এ তো আর পরের জিনিস নয় ভাই।"

সোমবার বৈকালে গোবিন্দ যখন ডবল্-ব্রেস্ট, ডবল্-কফ্ কামিজ গায়, চুনোট করা কোঁচানো কালাপেড়ে পরা, বার্নিস্ স্লিপার পায়, এলবার্ট-cut কেশে, ছাঁচি পান চিবুতে চিবুতে হাসিমুখে—রাংচিত্রের বেড়া-ঘেরা উঠোনের আগোড় ঠেলে

পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিল, মা তখন আহার সমাপনান্তে রান্নাঘর নিকাইতেছিলেন। গোলা-হাঁড়ি-হাতে—"কে—কেরে" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়িলেন! প্রথম দর্শনে চিনিতে পারেন নাই। চিনিবার পর—একে ডাকেন,—ওকে ডাকেন!

"—তোরা একবার দেখে যা! এ রূপ কোথায় ঢাকা ছিল! গরীব বলেই",—আর বলিতে পারিলেন না, কাঁদিতে বসিলেন;—"এ পোড়াকপালির গর্ভে এসেই"—ইত্যাদি। ভগ্নী ছুটিয়া আসিয়া, হাঁ করিয়া গোবিন্দের রূপ গিলিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী যাঁহারা ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, শর নিক্ষেপের অবসর পাইলেন না, পণ্ডিত মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া—"বেশ মানিয়েছে!" বলিয়া চোখে বিদ্রূপের হাসি টানিয়া অসীম সংযমের পরিচয় দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভগ্নী নাকি হেমাকে বলিতে শুনিয়াছিলেন—"পরের খোলোস পরে এ সং সাজা কেনো!" এ-পক্ষের জবাবটা তখনকার মত মুলতুবি থাকে।

যেমনই হ'ক জীব মাত্রেরই বাড়ির একটা মোহ আছে,—সে বাড়ি আসিয়া বাঁচে। পণ্ডিত মশায় সারাদিন চিৎকারের পর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে—সেই বাড়িতে ফিরিয়াছিলেন। কোথায় আর যাইবেন।

সম্মুখেই গোবিন্দকে নবছন্দে পাইয়া এবং তাহার তাম্বুল রস-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর দেখিয়া তাঁহার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল! পণ্ডিত মানুষ, সেইমাত্র 'কথামালা' ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, বলিলেন—"এত সত্বর দাঁড়কাক ও ময়ুরপুচ্ছের কথা ভুলে গেছ পাজি! গরীবের ঘরে এ রাজপুত্তুর কেন!—এ সব কোথায় পেলি!" পরে বজ্র নির্ঘোষে,—"চুরি না ভিক্ষে?—বেরো আমার সামনে থেকে—নির্লজ্জ!"

উদ্যত ভীম-চপেটাঘাত না পড়িতেই,—Illiterate বলিয়াই গোবিন্দ ছুট মারিল। পরে যাহা ঘটিল—"সে নহে কাহিনী",—তাহা শত বর্ষের জন্য পাড়ার লোকের স্মৃতিতে অনাগত উত্তরাধিকারীদের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল। দেড়-কাঠা

সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ মূর্ত হইয়া দেখা দিল। পল্লীর জাগরণ ও পণ্ডিত মহাশয়ের অনশন! তিনি দুই গণ্ডে দুই হাত ঠেকো দিয়া দাওয়ায় বসিয়া রাত কাটাইয়া দিলেন। নিজে না খাইয়া না পরিয়া এত কষ্টের মধ্যে গোবিন্দের আশায় বুক বাঁধিয়া যুঝিতে ছিলেন, আজ সে বুক একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে!

আমার মা বলিলেন—"নিজের ভালো খাওয়াবার পরাবার যুগ্যোতা নেই, কেউ ভালো কিছু খাওয়ালে পরালে হিংসেয় ওর বুক ফাটে! বড় বড় লোকের ছেলেরা কি আমার গোবিন্দকে অম্‌নি দেয়, না অম্‌নি খোঁজে; ওর গুণে দেয়" ইত্যাদি।

পণ্ডিত মশায়ের বুক সত্যই ফাটিতেছিল! মানুষ আশায় বাঁচে;—আবার ওঠে, আবার কাজে মন দেয়। ছোট ভাই গোপাল রহিয়াছে, সেই ভরসা জোগাইল। পণ্ডিত মহাশয় গঙ্গাস্নানে গেলেন।

গোবিন্দ এখন পর্বতের আড়ালে। দুর্গেশনন্দিনী দেখার পর রঙিন-সর্বৎ পেটে পড়িলেই প্রাণ কাঁদে। নিজের অবস্থা বা বাড়ির কথা মনে পড়িবার অবসর মাত্র ছিল না। ভাবনা বেদনা ছিল কেবল আয়েসার জন্য। বলে "না —এ অসহ্য,—এর উপায় করতেই হবে। আমি জান্ দেব!"

খগেন্দ্র বলিল,—"আলবাৎ! আমিও সহ্য করতে পারচি না,—কালই আবার চলো।"

গোবিন্দ,—"কোন্ পাষণ্ডে তা সহ্য করতে পারে!—যে পারে—ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে।"

সকলে সমস্বরে—"সাড়ে-শতধিক্!—কালই চলো।"

—"নবাব-নন্দিনি ভেব না,—যাচ্চি।"

পুরুষের যে কথা সেই কাজ। গোবিন্দের অষ্টাহ পাত্তা নাই। সেরা-ছেলে-হারা মা উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করিলেন। মাথা খুঁড়ে রক্ত পাত!—"আমার রাজা-ছেলে এনে দে,—নইলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো। তোর জন্যে সে-রূপ চোখ-ভরে দেখতে পেলুম না!" ইত্যাদি।

অপরাধী পণ্ডিত মশাই চিন্তিত ও কাতর হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। মাকে খবর আনিয়া দিলেন—"ভয় নেই সে তার বড় মুরুব্বিদের সঙ্গে আছে। তারা তাকে নিয়ে কলকেতায় মামার বাড়ি গেছে,—ভালই আছে।"

গোবিন্দ দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। Intelligent ছেলেরা যখন যে দিকে ঝোঁকে তার চরম সীমা সে দেখবেই। আবার—সময়টাও তাহার স্বপক্ষে ছিল। সহরের সুবাতাস সহরতলীর মধ্যে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভালো ছেলেদের গায়েই সেটা আগে লাগে। শাক-শব্জী পেটে পুরে 'মেকলে' কি 'বার্ক' বনা যায় না, বড় জোর ক্লার্ক (clerk) হয়। যার যা;—মাস খেয়ে সিঙ্গি, ঘাস খেয়ে গরু! এর প্রমাণ খুঁজতে হয় না। সুতরাং—

তখন সহরতলীতে চারা-মাতালের চাষ চলছিল। প্রয়োগটা গৌরবার্থেই হইত। "চাষা কি জানে মদের স্বাদ"—সেই যুগেরই দান। গোবিন্দ চাষা নয়।

পাঁচ সাত-বার মামার বাড়ি ঘুরিয়া আসিবার পর গোবিন্দ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। কাপ্তেনরা তাহাকে "কম্‌রেড্" বলে। জোড়াবাগান—বেমালুম জোড় মিলাইয়া দিয়াছে! মায়ের প্রার্থনা ছিল—"আমার গোবিন্দকে এদের মত ক'রে দাও ঠাকুর,—একটু তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাও";—তা তিনি করিয়া দিয়াছেন এবং তাড়াতাড়িও। ধনিক-পুত্রদের "আচ্ছা" তো বাচ্ছা প্রসব করিবেই!

ষ ক্রমে ক্রমে গজায় তার একটা পাকা স্বত্ব দাঁড়ায়। গোবিন্দের তা দাঁড়াইয়াছে।

মা ছেলের দেখা পান না,—তাঁর তর্জন ভোগ করেন পণ্ডিত মশাই।—মা মধ্যে মধ্যে বাবুদের বৈঠকখানার জানলায় উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসেন—গোবিন্দ বেশ আছে, গাহিতেছে—"বারে বারে তুমি ভেব না কমলিনি"! ছেলের হাসিমুখ ও অতুল সুখ দেখিয়া প্রাণটা সান্ত্বনা পায়।

পণ্ডিত মশাই ভাইকে ফিরাইবার পথ বা প্রতিকারের উপায় পান না। তিনি গ্রামের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে কাঁদেন। তাঁরা বলেন—"বড়-ওষুধ পড়লে ভূত পালায়, ও রোগ একদিনে পালাবে—ভেব না। বাড়ি এলে খবর দিও, কালে খাঁ, ফতে খাঁকে পাঠিয়ে দেব।"

আজ গোবিন্দর মায়ের বোধ করি সুপ্রভাত। পাড়ার বিধবা বর্ষীয়সীরা আর কুটির-ভাত রাঁধার সৌভাগ্যবতীরা, প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় দেখেন—কে-একজন পণ্ডিত মশাইদের বেড়া ঠেশ দিয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় রহিয়াছে,—মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে! কামিজ কাপড় কর্দমাক্ত। দেখিয়া ভয়ে সকলে জড়সড়।

গ্রামের ঝিউড়ি-মেয়ে ভূতি—ডাকাবুকো। দু'পা এগিয়ে দেখে—গোবিন্দ!

"ওমা—গোবিন্দ যে!"

অস্পষ্ট মৃদুস্বরে—Very right—His Lordship—yes."

"আহা, মা-মাগি গোবিন্দ গোবিন্দ করে মরচে,—বোলে আয় ভূতি।"

তাঁহারা সংবাদ দিয়া—গোবিন্দের এই অপূর্ব অবস্থাটা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে স্নানে চলিয়া গেলেন। প্রত্যেকের প্রতি কথার প্রারম্ভে 'আহা' থাকিলেও তাহাতে উপভোগ্য কিছু যে ছিল না এমন কথা বলা চলে না।

মা, ভগ্নী, পণ্ডিত মশাই সকলেই শ্রীগোবিন্দ দর্শনে ছুটিয়া অসিলেন। দেখিয়াই মা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওগো একেবারে মেরে ফেলেছে গো! ওগো আমার কি হোলো গো! গোবি-গোবি—বাপ আমার!"

—"Don't bother…"

"আঃ—বাবা তারকনাথ!—শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় মা। বাছাকে আমার আধমরা করেছে গো! ওর ভালো কারুর সইবে 'কেনো,—ও যে আমার বংশের তেলক,—ও যে—"

পণ্ডিত মশাই ধমক দিয়া উঠিলেন—"আর লোক হাসিও না,—ঢলা-ঢলি বাড়িও না—"

"আ-মর পোড়ারমুকো হিংসুকে!—আয় বাবা গবি ঘরে আয়, আমি ধরচি! ইঃ, কিসের বাস্ ছাড়ে!

গোবিন্দ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—Smells sweet Denis Mounie, madam!

"বাবা আমার বিদ্যের জাহাজ, ও সব কি আমরা বুঝতে পারি বাবা। সাতখানা গাঁয়ে কেউ পারুক না দেখি! আয়—ঘরে চল মাণিক!"

গোবিন্দ বিড়্ বিড়্ করে বাইরণ ভাঁজে!

তখন মেয়ে-পুরুষ জড় হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মশাই অধোবদন।

মা বল্লেন—"শোন্—তোরা একবার ইংরিজিটে শোন্—পোড়া-কপালির কপালে এ ছেলে কি—"

পণ্ডিত মশাই লজ্জায় ক্ষোভে রোষে বলিলেন—"যাও ঘরে যাও,—মাতালের আর গুণ গাইতে হবে না—"

"ওরে সবাই শত্তুর রে—ওর সবাই শত্তুর! কে কি খাইয়ে মরেছে বুঝি,—তাই বাছা আমার অভিমানে উঠছে না গো! সব প্রাতবাক্যে এই"—বলিয়া আঙুল মটকাইতে লাগিলেন।

এ সংবাদ ক্ষুদ্র গ্রামখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশে বাধা পায় নাই,—অবিলম্বে রান্নাঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। কুটির-পানসিও ঘাট ছাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েরা যিনি যে অবস্থায় ছিলেন—দ্রুত উপস্থিত। যেহেতু জগতে উপভোগ্য বস্তুর অত্যন্তাভাব ;—দুষ্ট অবরোধ প্রথাও প্রতিবাদী।

গোবিন্দের ঘোর কাটিতেছে—রোশনাই ফিকে মারিতেছে।—"খগেন, reaction dose please" বলিয়া হাতটা obtuse angle-এ একটু বাড়াইল।

সমুদ্রের এক একটা বড় ঢেউয়ের সঙ্গে ছোট ছোট অসংখ্য কড়ি ঝিনুক এসে সৈকত ছেয়ে ফেলে। সহসা কালে খাঁ, ফতে খাঁর অভাবনীয় আবির্ভাবে সেই মত তাঁহাদের পশ্চাতে গ্রামের ছেলে মেয়ের দল দেখা দিল।

মজা জিনিসটা যে কি, তাহার একটা শাস্ত্র-কথিত বিশিষ্ট আকার-প্রকার নাই, তাহার নির্দ্দিষ্ট মাল- মসলাও নাই। যে-কোন বস্তু অবলম্বনে—লোকের রুচি-প্রকৃতি-মত সে জন্ম গ্রহণ করে ও আনন্দ দেয়। বড় উদার ও উপাদেয় ! তার লোকাভাব হয় না ! এ ক্ষেত্রেও হইল না।

মাতুল-বঞ্চিত আহত-বন্ধুরা এইখানেই উপস্থিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তে অভিমানটা অন্তর্হিত হইয়া লাভে দাঁড়াইয়া গেল !

সকলে আর্টিস্ট না হইলেও যমদূতের একটা কল্পিত চেহারা, যথাসম্ভব ভীতিপ্রদ করিয়া মনে মনে আঁকিয়া রাখেন। উল্লিখিত কালে খাঁ ফতে খাঁকে দেখিলে সে চিত্রন back ground-এ (কানাচে) গিয়া পড়িত।

উভয়েই ছিলেন ভদ্রসন্তান ও ব্রাহ্মণ। প্রজ্ঞা কিন্তু আকার সদৃশ। শক্তি-সামর্থ্যের কাজেই তাঁহাদের খোঁজ পড়িত ও খাতির বাড়িত। বিরাট ভোজ-

ক্ষেত্রে তিরিশ-সের মাছের মুড়ো তাঁহাদেরই প্রাপ্য ছিল,—ক্ষীর খাইতেন হাঁড়িতে এবং মোণ্ডা ধামায়,—অবশ্য 'রিপিট্‌' থাকিত।

চৌধুরী-বাড়ির দুর্গোৎসবে মহিষ বলিদানের ব্যবস্থা ছিল। সন্নিকটস্থ গ্রামগুলির দর্শকদের উৎসাহ-বৃদ্ধির সহিত ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া, বর্ষে বর্ষে মহিষেরও আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া তাহা এক্ষণে ভঁইষে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে কায়দা করিয়া যূপ-কাষ্ঠ-যুক্ত করার ভার ছিল প্রধানত এই দোনো জোয়ানের। এ-হেন মূর্তিদ্বয়ের কোমরে গামচা বাঁধিয়া আবির্ভাব দর্শনে পণ্ডিত মশার তালু বিশুষ্ক! একে ভালোমানুষ, তায় ভিন্নগ্রাম, সর্বোপরি—গরীব;—বেচারা নিরুপায়!

মাতা-ভগ্নীর ক্রন্দন ও চিৎকার এবং পণ্ডিত মশায়ের অনুনয়-বিনয়ের মধ্যে গোবিন্দকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল।

পণ্ডিত সকাতরে বলিলেন—"প্রথম বারের জন্যে এই ঢের হয়েছে চন্দ্রবাবু, বারদিগর আর না করে সে জন্যে শাসিয়ে ধম্‌কে দিন্‌।"

"আপনি সরে যান,—আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন,—রোগের জড় রাখতে নেই। পাঁটা এক কোপে কাটতে হয়—কতক কতক ক'রে কাটে না।"

বদ্ধাবস্থায় গোবিন্দ বলিল—"শোনো শোনো—আয়েসা কি বলছে,—'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!'—Yes—to death my darling!"

বঙ্গভাষায় দু'একখানি পুস্তকে ও যাত্রার দলে সেই সবে 'প্রাণেশ্বর' কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা চলিতেছে, তখনো সমাজে বা লোক-মুখে স্থান পায় নাই, উচ্চরবে উচ্চারিত হয় নাই। আর নির্লজ্জ গোবিন্দ কিনা মহিলাদের সামনে বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখের উপর সেই কথা উচ্চারণ করিল!

কলির আর বাকি কি!

সকলে স্তম্ভিত,—মেয়েরা অবনত নেত্রে গম্ভীর।

দেখলেন রাসকেলের স্পর্ধা!

সম্মুখেই একটি বকফুলের গাছ—পুষ্প-সম্ভার লইয়া উপস্থিত ছিল। নিমেষে

তাহার সপুষ্প শাখাগুলি গোবিন্দের অঙ্গস্পর্শে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সশব্দে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। 'চোরের মার' কথাটার গুরুত্ব লঘু হইয়া গেল। ব্যাকুল পণ্ডিত মশাই বীরদ্বয়ের হাত ধরিয়া কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মা-ভগ্নীর অবস্থা বর্ণনাতীত। অসহায়াদের শেষ কাতরানি—"ওগো মেরে ফেল্‌লে গো,—ওগো বাঁচাও গো!"

বক-বৃন্তচ্যুত পুষ্পবৃষ্টির পর ক্লিষ্ট অবসন্ন গোবিন্দের মৃদু-হাস্যমাখা মুখে—"বরং বৃণু" শব্দ শোনা গেল! এবং "Though cruelly done—Oh God pardon them,—they are too solid and perfectly dense,—একদম নীরেট!"

উত্তেজিত খাঁ-দ্বয়—God শুনিয়া ভাবিলেন, অনুতাপ আসিয়াছে!

তখন সগর্বে বলিলেন—"ওষুধ ধরেছে! বুঝলে পণ্ডিত!—বলেছিলুম তো শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ভালো ডাক্তারে দয়ামায়া রাখে না। এ ওষুধে সোঁদর বনের বাঘ সিদে হয়ে যায়। এই হাতে তা অনেক করা হয়েছে!"

পরে গোবিন্দকে বলিলেন—"এই শেষ বলে যাচ্ছি,—ফের যদি এমন দেখি তো আস্তো রাখব না। শিষ্ট শান্ত হয়ে লেখাপড়া কর—মানুষ হও। বাড়ির সামনে দিনোকে দেখতে পাও না! আর-এক গাঁ থেকে এসে ঝাঁ ক'রে মানুষ হয়ে গেল! রত্ন-বিশেষ! ওই হওয়া চাই। বুঝলে!

"God forbid!"

আবার God শুনিয়া বলিলেন—"শোনো পণ্ডিত। আর ভেব না।"

সান্ত্বনার কথা বটে!

বকের ডাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও ভাঙিয়াছিল। বিশিষ্ট ভক্ত ভিন্ন বড় কেহ ছিল না।

দিনোর উদাহরণে বন্ধুদের মজা মাটি হইয়া গেল। "চল হে" বলিয়া তাহারাও সরিয়া পড়িল।

দয়াপরবশ হিতৈষী দূতদ্বয় তখন আধমরা গোবিন্দকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কুটীর মধ্যে ছিন্নকন্থা শয়নে রাখিয়া গঙ্গা-স্নানে গেলেন।

পণ্ডিত মশায় চক্ষের জল ফেলিলেন, মা কাঁদিতে বসিলেন। ভগ্নী গোবিন্দের গায়ে হলুদের ব্যবস্থায় মন দিলেন। সারাদিন সেরা সেরা অভিসম্পাত উচ্চারিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ অর্ধচেতন অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"All is fair in love and war —!"

এমন জিনিসকেও লোকে দোষে!

১৬

দশদিন পরে মাতুল দর্শন দিলেন। রাত তখন নয়টা। কুটিওলা আর শৃগাল না থাকিলে নিস্তব্ধ পল্লীর প্রাণ-নাড়ীর সাড়া পাওয়া যাইত না।

মা কেবলই তাড়া দিতেছিলেন—,"রাত হয়েছে, সকালে পড়িস,—খাবি আয়। দিনো এলে দু'দিনে সব ঠিক ক'রে দেবে।"

আমার উঠিবার উপায় ছিল না। আনুকোরা "জামাই বারিক" এক রাতের কড়ারে এনেছি। বলিলাম—

"মা তুমি বোঝো না। মামা না থাকায় বড় খাটতে হচ্চে। আর এই অঙ্কটা হলেই উঠি। আগু শ্রাদ্ধই হয়, আমাদের জুটেছেন আগু মাস্টার!"

এমন সময় অন্ধকার উঠোনে মাতুল কণ্ঠে,—"দিদি!"

"কি—দিনো এলি? এই তোর নাম হচ্ছিলো"—বলিতে বলিতে মা একেবারে রোয়াকে হাজির।

"একেবারে দশ-দশদিন খোঁজ-খবর নেই। সায়েবদেরই কি আক্কেলখানা,—নতুন লোক, দু'দিন না যেতেই তার উপরেই কি যত শক্ত কাজ চাপাতে হয়! দিনে রাতে খাটুনি, না সময়ে নাওয়া-খাওয়া,—একেবারে আধখানা ক'রে দিয়েছে!"

আমি তখন পৌঁছে গেছি! মাকে বলিলাম,—"এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কি ক'রে দেখলে মা—আধখানা ক'রে দিয়েছে! মামা তো?"

"ও মা সত্যিই তো, পিদ্দিম আনতে তর সয়নি, নি'শ্বায় নি'শ্বায়।"

মাতুল উঠিয়া ঘরের মধ্যেই আসিলেন। প্রথম কথা—"ভাত আছে তো দিদি?"

মা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুনলি! পেটে দুটি ভাত না পড়লে কি বাঙালির ছেলে বাঁচে, না তার ছিরি হয়।

—আছে বই কি ভাই, রোজই রাঁধচি আর জল ঢালচি।"

লক্ষ্য না করিয়াই মা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন—চিংড়ির ঝোল আর দুটি ভাত পেটে না পড়লে মানুষ আধখানা হইতে বাধ্য। আসল কথা—তাঁহাদের স্নেহ-যন্ত্রটা। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মা যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন নিশ্চয়ই ছেলের কঙ্কালসার দেহই মানস-নেত্রে দেখিতেন।

আমি দেখিলাম—মাতুল দশদিনেই বেশ gram-fed হইয়া ফিরিয়াছেন। মুখে চাকচিক্য মাখানো। কেবল তাহাই নহে,—পরনে সিমলের টক্‌টকে লালপেড়ে ধুতি, ফুল পেড়ে উড়ুনি, তসরের চায়না কোট, পায়ে চিনে বাড়ির side-spring বার্ণিশ। এক কথায় বরটি। নড়লেই খুস্‌বু ছাড়েন।

বলিলাম—"সোথিলালের গণেশমার্কা ঘি মাখতেন বুঝি?"

"থাম থাম—পড়াশুনো হচ্চে তো"—

মা এতক্ষণ ভাইকে ভালো ক'রে দেখছিলেন—"তা পড়ে, খেতে ডাকলে পাঁচ ডাকের পর ওঠে। বলে গিয়েছিলি বুঝি? বলে—মামা না থাকলে পড়ে সুখ হয় না"—

"ও দু'দিনে ঠিক ক'রে দেবো—ঠিক হয়ে যাবে।"

"জোড়াবাগান থেকেই আপিস করতিস বুঝি? তা না তো আর"—

"না দিদি, সেখানে যাবার সময় পাইনি।"

"অ্যাঁ—এ সব তবে……। সায়েবের চাকরি না হলে চাকরি! যেমন খাটায় —তেমনি খুঁটিয়ে দিতে-থুতেও জানে।"

বলিলাম "দেখো না মা—আংটি, আবার আতর পর্যন্ত…"

"তাই তো বলচি। খুব মন দিয়ে পড়ো বাবা, দেখচো তো। এতো খেটেছিলো—তাই না……"

মাতুল ভেতর পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া মা'র হাতে দিয়া, তুলিয়া রাখিতে বলিলেন।

মা আনন্দ-অধীর।

চাকরির উপর আমার শ্রদ্ধা ও ঝোঁক বাড়িয়া গেল। এখন লেখা-পড়ায় বৈরাগ-যোগ একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেই হয়।

"নে, ভালো ক'রে পড়িস" বলিয়া মাতুল নূতন একখানি বই আমার হাতে দিলেন।

"দেখচিস—তোর জন্যে……। যদি মানুষ হতে চাস, দিনো যা বলে করিস,—আমার বাপের বংশে মুখ্খু কেউ নেই।"

স্ত্রীলোকদের বাপের বংশটা চিরদিনই পণ্ডিতের বংশ এবং বাড়িটা সাত-মহল। কেবল পোড়ারমুখো আশ্বিনে-ঝড় খড়ের চালা তিনখানি ছাড়া পাকা কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

বলিলাম—"সেখানে তো মা কেবল দিদিমা আছেন, আর লোকজনের মধ্যে তুটি গরু আর একটি এঁড়ে—, তাল-পাতার পুঁথিগুলো তাদেরই পেটে গেছে বুঝি!"

"যা যা জ্যাঠামী করতে হবে না"

মা,—"তোরা আর দেখেছিস কাকে" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কাজটা ভাল হয় নাই বুঝিয়া নীরবে বইখানির পাতা উল্টাইলাম,—'নবীন তপস্বিনী''! একস্থানে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা—'শ্রীমতীর প্রীত্যর্থে', তন্নিম্নে—'দাসানুদাস—সুবল।'

"রেলে কেউ ফেলে গিয়েছিল বুঝি!"

মা বলিলেন, "ওরে হতভাগা বেইমান! দেখছিস না—বিলিতী।"

"ওঃ!"

তারপর বাঙালির ছিরি বাড়াইবার বাকরগঞ্জী-সঞ্জীবনী বালাম-সিদ্ধ উপস্থিত হইল।

মা নিকটে বসিয়া ভাইকে দশদিনের অনাহারের ভোজপুরী পারণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন—"পেট একেবারে মরে গেছে দেখছি! কাল মোচাটা পেড়ে দিস তো।

—কেবল লুচি-সন্দেশ খাইয়েছে. অরুচি ধরে গেছে। তা ওরা তো মানুষ নয়—দেবতা, অমন রং কি মানুষের হয়,—ওরা অতশতো কি ক'রে জানবে। রাজ্যি করতেই জানে,—জন্ম জন্ম করুক।"

সেকালের দেবীদের এই সব আন্তরিক কামনা ও আশীর্বাদ কাটিয়ে ওঠা যে কেবল পল্লীর ডোবা সাফ্ ক'রে কতটা সম্ভব তা বলতে পারি না। কাঁটা দিয়াই কাঁটা তোলা সহজ, কিন্তু bobbed hair বাব্রি-ছাঁটা না হওয়া পর্যন্ত কাঁটার ফুরসৎ কই। মোহ কাটাতে আবার সেই মহাশক্তিরই মোড় ফেরা চাই,—নান্য পন্থা। বিংশ-শতাব্দীর বোধোদয় ইহাই বলে।

মাতুলের অনুপস্থিতিটা অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। প্রভাত না হইতেই সংবাদটা পাড়ায় প্রচার হইয়া পড়ি বন্ধু-বান্ধবেরা হানা দিলেন,—

—"ব্যাপার কি লাটু? একি, এমন চুল ছাঁটলে কোথায়,—একদম ম্যাক্ড্যালা যে!"

সত্যই ছাঁটুনিটে আজ-কালের "ক্যাবাৎ" না হইলেও সেকালের পক্ষে venture (গোঁয়ারতুমী) বটে।

—"দশদিন কলকেত্তায় কাটিয়ে কেতা বদলে এলে যে! সব শুনেছি—এখন কিঞ্চিৎ ছাড়তে হয়েছে বন্ধু।"

মাতুলের হাসি মুখ সহসা মাসিমাসি হয়ে গেল। বলিলেন—"শুনেছ আবার কি?"

"এমন কিছু নয়, সুখবরই,—সায়েবের 'সো' হয়েছে। আমাদের তো কিছু হল না,—বাড়িতে same থোড়-বড়ি daily ব্যবস্থা, মুখটা বদলে দাও বন্ধু!"

সট্ ক'রে মুখ থেকে মেঘ সরে গেল। মাতুল বলিলেন—"আমার কিন্তু সময় নেই ভাই, ক'রে-কম্মে নিতে পারো—"

"Enough,—ওই আমাদের ম্যাগ্‌নাচার্টা,—কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দ! তোমার আর সময় কোথা—সাহেবে ধরেছে,—ওরা তো আর পায়ে ধরবে না—চুল থেকে তাই আরম্ভ!"

গোবিন্দ বলিল—"শামা ধোপার একটা নধর পাটা আছে-ঠিক আগুর মতো;—পণ্টকম্ তুঙ্কুলাদপি।"

ইত্যাদি রসামৃত বিতরণের পর দাঁড়া-রামায়ণ শেষ হইল,—যেহেতু মাতুল একটু তরস্ত স্নানে ছুটিলেন।

"যাও বাবা সায়েব-সোহাগিনী" বলিয়া বন্ধুরা বিদায় দিলেন।

—"যাই বলো—ক'দিনেই চেক্‌নাই মেরেছে দেখচো! সায়েবের শুভদৃষ্টি"···

আর শোনা গল না।

ভিতরে গিয়া দেখি-মেয়েদের জটলা, মাতুলের—পোষাক-প্রদর্শনী।

হেমা বলিতেছে—"সায়েবদের কিছু আর জানতে বাকি নেই—মাথাঘষার গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করছে! ওদের তো আর ফাঁকি দেবার যো নেই,—পোড়ার-মুকোরা তো আমাদের পায়নি! আর বাড়ির এঁরাও এক একটি···কপালে জোটেন।"

পেসাদি বলিল—"মামাকে দিয়ে সায়েববাড়ি থেকে আনালেই হবে লো।"

দেখা-শোনার পর সকলেই একবাক্যে রায় প্রকাশ করিয়া গেলেন,—"বরদাবাবুর হয়ে গেলো!"

আমার হাতে তখন দানবন্ধুর দু' দু'খানা বই। কয়দিন আমার লেখাপড়ায় বেহুঁস-একাগ্রতা দেখিয়া মা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হইবারই কথা,—সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ মধ্যে এমনটা তো দেখেন নাই!

তরুণ অবস্থায় ফিলিংএর তোড়ও ছিল প্রবল; বিশেষ বিশেষ স্থলে হাসি-কান্না রুখিতে পারিতাম না এবং খাতায় সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলির নোটও সযত্নে রাখিতে হইত। মা বোধ করি আমার ফিলিংয়ের উচ্চাবস্থায় উঁকি মারিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকিবেন। আবার তাঁহাদের পণ্ডিতের বংশে তাঁহার এক খুড়ার নাকি পড়িয়া পড়িয়া মাথা খারাপ হয়। পাণিনিও শেষ—তিনিও নিরুদ্দেশ! সর্বোপরি আমার—"বৈরাগযোগ।" আমাকে মাদুলি পরাইয়াও মায়ের সে চিন্তা যায় নাই।

মাতুলকে বলিলেন—"ওকে আর বইটই এনে দিও না দিনো। ওরকম পড়লে, —জানো তো খুড়োমশায়ের কথা। ওর আমার জজ-মাজিস্টার হয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে একটা বে'র ব্যবস্থা কর দিকি—ক'দিন তো বললুম—কান দিস না।"

"এতো তাড়াতাড়ি—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়া মা একটু রুষ্টভাবেই বলিলেন—"যতো তাড়াতাড়ি তোদেরই পড়েছিলো বুঝি!"

মাতুলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। অপরাধীর মত মাথা নিচু করিয়া ধীরে বলিলেন —"আচ্ছা দেখ্‌চি। ও রাজি তো?"

"ওর আবার রাজি অ-রাজি কি? বাঙালির ছেলে বে' করে না আবার কে? পনেরো ষোলো বছরের ছেলের বে' হয়নি—গ্রামে একটা দেখাতে পারিস! মা কি চিরকাল খেটে মরবে—হাঁড়ি গলায় ক'রে থাকবে?"

"সেটা আমরা বুঝি—আজকাল ওরা যে সব বলে—নিজে না রোজগার কোরে—"

মা মৃদু হাস্য-সংমিশ্রণে বলিলেন,—"ও—তাই বুঝি পড়ায় অতো আটা! তাড়াতাড়িটে দেখে বুঝতে পারছিস না? খুব করবে,—আগে অতো পড়তো না তো! স্বঘরের একটি সুন্দরী মেয়ে পেলেই আমি দেবো।

—"পাড়ার চাটুয্যেদের ছেলের ব্যাপারটা দেখচো তো! আগে নিরুদ্দেশ,—তার পর কুলশীল জানা নেই, বাপ-মাকে ডিঙিয়ে পেরাগে নিজের পছন্দসই এক সতেরো বচরের সুন্দরী বে' ক'রে, এখন কি কাণ্ড চলচে। ছেলে তাকে নিয়ে তেজ্যপুত্তুর হতেও রাজি! আগে বে' হলে কি এই সব ঘটে!—না, ও আর দেরি করা নয়, দিনো!"

মা যে ঘটনাটির উল্লেখ করিলেন তার একটু সংক্ষিপ্তসার শুনিয়া রাখা আবশ্যক। চাটুয্যে মশাইকে আমরা ভাগ্যবলে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় পাই। তিনি মেলামেশায় ও কথোপকথনে খুবই কৃপণ ছিলেন। অন্যায়ের যম—মেজাজে রুদ্র। ফেরানো চুলে, আমরা তাঁহাকে শতহস্ত এড়াইয়া চলিতাম,—মদনভস্মের ব্যবধানের বাহিরে। পাড়ার মেয়েরা সন্তর্পণে সে পথে পা ফেলিত। মলের শব্দ স্তব্ধ; পায়ে আলতা, কাচের চুড়ি, কাচপোকার টিপ, কলহাস্য—সশঙ্কে ও সংগোপনে আত্মরক্ষা করিত। এমনি তাঁহার একটা নীরব রুক্ষ প্রভাব ছিল। Terror না হইলেও পাড়ার Panic বলা চলে,—অবশ্য আমাদের পাড়ার।

অথচ তিনি ছিলেন সেকালের ভালো ইংরাজি-শিক্ষিত। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের—জুনিয়ার পাস করা ছাত্র। কিন্তু চালচলন বা সেকেলে সংস্কারে একটুও ঘা পড়ে নাই। দোল-দুর্গোৎসব, সন্ধ্যা-আহ্নিক, সবই বজায় ছিল, কেবল টাকের দৌরাত্মে টিকি টেঁকিতে পায় নাই' খালি পা; ন'হাতি থান আর গামছাই ছিল তার গ্রাম্য পরিধেয়। গরুর জন্য বিচালি মাথায় করিয়া আনিতে দেখিতাম। আবার আগারান্তে Paradise Lost পাঠও করিতেন। পেন্‌সন্ আনিতে যাইবার দিন কেবল চটির খোঁজ পড়িত।

এহেন তেজস্বী পুরুষের পুত্র রসময় ছিলেন যেমন বাবু, তেমনি সুকণ্ঠ এবং

লেখাপড়া তেমন না এগুলেও intelligent ছেলে,—ধারে কাটে। কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ মাত্রায় পাইয়াছিলেন তেজস্বিতা।

তিনি তখন বয়সে তেইশ। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, বৈমাত্রেয়—ভালো চাকুরি করিতেন; তাঁরি সুপারিসে রসময়ের কাজ হয়। বেতন পাইয়াই ছয়টি কামিজ বানান। তাহাতে বড় বউঠাকরুণ নাকি কড়ি-মিশ্রিত কোমল পর্দায় বিদ্রূপ-হাস্তে বলেন —"তবু যদি নিজের যুগ্যতায় চাকরি হোতো "

পরদিন রসময়কে আর দেশে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কামিজ ও বেতনের বক্রি টাকা কয়টি বউঠাকরুণের ঘরে দেখা দিয়াছিল।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী হইয়াছিলেন,—আমাদের পূর্ব-পরিচিত গোবিন্দ। রসময়ের জন্ম পাড়ার লোক ক্ষুব্ধ হইলেও গোবিন্দর মা-ভগ্নার সন্ধ্যাহ্নিকের মত দু'বেলা নিত্য-নিয়মিত বিপরীত-বিলাপ—"আমার সোনার-চাঁদ একদিন সদরালা হবে, তা সবাই জানে কিনা, তাই এতো হিংসে! বিশ্বের-জাহাজ কেনো হয়েছিলি রে বাবা"...ইত্যাদি—সকলকে শুব্ধ করিয়া দিয়াছিল ছয়মাস এই সাজা সহ্য করিবার পর, গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনে পাড়ায় আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোবিন্দ সংবাদ দিল,—রসময় প্রয়াগে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরি করিতেছে। বাড়ি ফিরিবার প্রস্তাব-পত্রের উত্তরে রসময় লিখিল,—"কিছুদিনের মধ্যে একশত টাকা বেতনের আশা ও সুযোগ আছে, তাহার পর আসিয়া দেখা দিয়া যাইবে।"

বৎসর ঘুরিয়া গেল, বেতনও আশানুরূপ হইল, রসময় ফিরিল না।

সমাজে বিবাহের বাঁধা-ধরা পথ থাকিলেও, প্রণয়ের সে বালাই নাই, সে বিধিনিষেধের আপেক্ষা রাখে না। রসময় যুবা ও যোগ্য এবং স্বাধীন প্রকৃতিরও। সে সেখানে একটি বিদুষী সপ্তদশী সুন্দরীকে ভালোবাসিয়া ও তাঁর ভালোবাসা পাইয়া বিবাহ করিয়া বসে। তাহার মা ছিলেন শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা। বিদেশে স্বামী বিয়োগান্তে অসহায়া বিধবা একটি কন্যা লইয়া বিপন্না হন। মেয়ে

পড়াইয়া নির্বাহ করিতে থাকেন ও নিজের কন্যাটিকে শিক্ষায়শিল্পে গুণবতী করিয়া তোলেন।

রসময়ের পাত্রী-নির্বাচন সর্বাংশে সুষ্ঠু ও সুখের হইলেও এবং গোপনে হইলেও, অল্পদিনেই সে সংবাদ গ্রামে প্রবেশ লাভ করে। গ্রাম গর্জিয়া ওঠে! এ মিলন সমাজ কোন মতেই অনুমোদন করিল না। একটি শ্বশুরের গৌরীর পুঁটলি ঠিক করিয়া নানা কৌশলে রসময়কে গ্রামে আনান হইল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থা—সমাজ-পতিদের ধমক ও সপ্ত পুরুষের জাহান্নম-যাত্রার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, বাড়ির ও আত্মীয়দের অনুরোধ অনুনয়, মায়ের অশ্রু, কুলগুরুর মন্ত্র ও স্মার্ততত্ত্ব সবই ব্যর্থ হইল। চাটুয্যে মশায়ের উপর শেষ-প্রশ্ন হইল,—সমাজ চান, না একঘরে হয়ে থাকতে চান?

এইবার তেজস্বী চাটুয্যে মশায়ের অগ্নিপরীক্ষা। সকলে রুদ্ধশ্বাসে উদগ্রীব।

ধীর অটল ভাবে চাটুয্যে মশাই বলিলেন—"এর মধ্যে ভাববার কথা কিছুই দেখতে পাই না, সামান্য একটু অনুতাপের বিষয় এই যে, রসময় আমার পুত্র। সে আমাকে না জানিয়ে বিষয়টা সহজ ক'রে দিয়েছে। আমি তার ইচ্ছায় সম্মতি দিতাম কি না, সে কথা এখন প্রকাশ করবার মত নির্বুদ্ধিতা আমি রাখি না। তবে তার সেটা জানা উচিত ছিল। তা সে করেনি,—সুতরাং সেই আমাকে ত্যাগ করেছে,—আমি তাকে ত্যাগ করলুম বলার এখন আর কোনো মূল্য নেই। আমি যে-সমাজের মধ্যে ষাট বছর কাটিয়েছি, বাকি কয়টা দিন তাকেই স্বীকার ক'রে থাকতে হবে। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—রসময় সুখী হোক—মানুষ হোক। তাতে বোধ করি সমাজ বাধা দেবেন না।"

তিনি নীরব হলেন।

বাহিরে সমাজপতিদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়লো,—"মানুষ একেই বলে!" আর অন্দরে রসময়ের মা আছড়ে পড়লেন।

চক্ষে ঘৃণার হাসি টেনে রসময়—সমাজকে সেলাম ঠুকে...'গুড বাই' বলে' বেরিয়ে গেলো। বাপকে প্রণাম করতে ভোলেনি।

কেহ বলিলেন—'মতিচ্ছন্ন', কেহ—'পরে পস্তাতে হবে', কেহ—'কুপুত্র আর কাকে বলে'—ইত্যাদি।

মায়ের-জাত চক্ষু মুছিলেন, তাঁদের হৃদয় হায় হায় ক'রে উঠলো।

যাবার পথে একজন সহপাঠীকে রসময় বলিয়া গেল—"এসা দিন নেহি রহেগা, বিশ বচরে সব গোঁড়াকেই বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া বনতে হবে,—অন্ধ সমাজের আজ সে নাড়ীজ্ঞান নেই! However I am proud of having such a father. His every word carried dignity."

এত বড় ব্যাপারটা এ-ভাবে এক ফুৎকারে মিটিবে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। সহানুভূতিশীল সরল প্রকৃতির কর্তারা চাটুয্যে মশার দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইলেন। গোঁড়া মাতব্বরেরা ক্ষুব্ধ হইলেন,—এত বড় জিনিসটা এত সহজে ফিনিস্ হওয়ায়,—সুদীর্ঘ ঘোঁট ও দলাদলী উপভোগের সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া। আর ইতরে জনা,—ভোজাভাবে।

ঘটনাটি ছেলের মায়েদের মধ্যে একটা শঙ্কা ও দুর্ভাবনার সঞ্চার করে।

আমার মা তাই ভাযের কাছে এই ঘটনাটিরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

অবশ্য গোবিন্দর মায়ের ধারণা অন্যরূপ ছিল।—"রসময় গোবিন্দকে আশা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, পরে তাহারি প্রাপ্য চাকরিটি আত্মসাৎ করিয়া বাছাকে শুধু হাতে ফেরৎ দেয়, এটি তারই সাজা,—যেহেতু ভগবান আছেন।"

গোবিন্দর শত প্রতিবাদেও তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটে নাই।

১৮

এখন হায়ার-ক্লাস্ স্টুডেন্ট্ হয়েছি। ক্ষেত্র নাপিতের খাতির রাখিতে হয়,—সখন ঘনিষ্ঠতা। তাহাকেই মাথাটা দিয়া রাখিয়াছি,—তাহার কাঁচিই আমার মরণ-বাঁচনের কাটি। পাষণ্ডকে পারিবার জো নাই,—চুলে হাত দিয়াই বলে,—"আজ ক'আনার মত ছাঁটবো মেজ বাবু!"

তখনকার দিনে দোল-দুর্গোৎসবে নাপিত পাইত পাঁচ সিকে আর আট গণ্ডা পয়সার একখানা ধুতি,—পাঁচ থেকে সাত হাতি। নগদ-ছাঁটাই এক পয়সাই ছিল যথেষ্ট। ভদ্র লোকের বাড়ি বার্ষিক ব্যবস্থাই বাঁধা ছিল।

'Row's Hints' হাতে করিবার পর—কার্তিকী-কেতার জন্য এক্স্‌ট্রা (আরো) দু' পয়সা স্বইচ্ছায় অর্থাৎ গরজে দিতাম, প্লস্ খোসামোদ। এক মাস না যাইতে নাপিত বাচ্চা সেটাকে এক আনায় দাঁড় করাইল, যেহেতু—"এটা মাথার কাজ মেজ বাবু—মাথা খেলাতে হয় কতো! আর আপনার বলতে-কইতেও সুবিধে,—আমার নিতেও সুখ।"—সে অন্যায় কথা কইতো না। পোস্ট-কার্ডও তখন এক পয়সা ছিল। এখন ভুলটা ধরা পড়েছে। সে বলবার কইবার ও নেবার সুখের দিকে ক্রমেই এগুচ্ছে।

আজ বলে—"ক'আনার মতো ছাঁটবো!" বলিত, আবার দু'চার হাত কাঁচি চালাইবার পর! পেছুবার পথ থাকিত না।

যাক্, আর কথা বাড়াইয়া ফল নাই। ফল কথা—এই বেটাই চুরিটা শেখালে প্রথম। বাড়িতে এক পয়সা মাত্র পাইতাম।

দেখিয়া মা বলিতেন—"একি চুল ছাটা হ'ল? ক্ষেত্তোর হতভাগা সব ভুলে গেছে। এ যে হাঁড়ি-চাঁচার মতো দেখাচ্চে! কখন কে 'দেখতে' এসে পড়বে" —অর্থাৎ 'পাত্র' দেখতে।

পেসাদিও দেখে ওই কথাই রিপিট্ করলেন, অধিকন্তু—"ক্ষেত্তোরকে কাল ডেকে দেবো, বেশ চৌরোস ক'রে নিও। ও হতভাগা আর চোখে দেখতে পায় না।"

মনে মনে হাসিলাম,—সেকেলে স্ত্রীলোক এর ভ্যালু (মূল্য) আর কি ক'রে বুঝবেন!

* * *

সে দিন ইস্কুলে গিয়াই ছুটি হইয়া গেল,—সেকেণ্ড মাস্টারের মা মরিয়াছেন। মহোল্লাসে বাহির হইয়া পড়া গেল। ছুটি—উপভোগের জিনিস।

অমৃতলাল বলিল—"চলো কানাইদের রাজার-বাগানে মাছ ধরতে যাওয়া যাক। শুনেছি ইয়া ইয়া রুই! তার পর খিচুড়ি আর গরম গরম মাছ-ভাজা দিয়ে মাস্টারের মা'র শ্রাদ্ধটা করা যাবে। কি বলো, ছাত্রদের একটা কর্তব্য আছে তো! 'স্মাইল্‌স' (Smiles) 'ডিউটি' (Duty) খুব অনুরাগের সহিত পড়ান, —ভারি খুসি হবেন। উচিত নয়?"

সকলে অনুমোদনটা অবিলম্বেই করিয়া ফেলিল।

ক্ষীরোদ জমিদারদের বাড়ির বড় ছেলে। তাহার সাড়া না পাওয়ায়, বামাচরণ বলিল—"কিহে, তুমি যে বড়ো গম্ভীর হয়ে পড়লে?"

"না হে—আমি একটা Important বিষয় ভাবছিলুম,—মানুষ মরে গেলেই তো ফুরিয়ে যায়,—এক একজন দেখচি শুরু করেও যায়, আমাদের মাস্টারের মা তাদেরই একজন। এ সব ডেথ্ (death)-কে (মৃত্যুকে) কি বলবো হে কানাই, তুমি তো ইংলিসের ইমামবাড়া। Prosperous death কি Pregnant death কি fruitful death, কি বলা যায় বল দিকি?"

"ও-নিয়ে বাজে মাথা ঘামানো কেনো?"

"বাজে নয় বন্ধু—ভবিষ্যৎ ভাবো না তো!"

"কি মাথা-মুণ্ডু বোক্‌চো, চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ক্ষীরোদ বলিল—"এই যে ছুটি পাওয়া গেল, এতে ক'রে প্রমাণ হচ্ছে Master's mother's death (মাস্টারের মায়ের মরা) very hopeful death (ভারি আশাপ্রদ)—আমাদের তো একটি মাস্টার নয়—Nine (নয়টি)। স্নেহশীল পিতা-মাতা এই সব আমাদের মত সুপুত্রদের, গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে একেবারে নবগ্রহের গ্রাসে ঠেলে দিয়েছেন, বুঝ্‌লে—One mother gone, Eight mothers water-living (একটি খস্‌লেন, আটটি জলজ্যান্তো) অর্থাৎ আরো আটটি ছুটি হাতে রইলো! Hopeful death নয়?"

বলিলাম—"ততদিন এই ইস্কুলে ছুটির অপেক্ষায় থাকতে হবে নাকি?"

"আলবাৎ, নড়ায় কে ? এই তো দেখতে দেখতে এগারো বচর কাটিয়ে দিলুম ! কেউ আটকাতে পারলে ?"

ক্ষীরোদ মিথ্যা বলে নাই।

আবার শুরু করিল,—"শাস্ত্র বলচেন মরার চেয়ে সত্য আর নেই ; অতএব তাদের মরতেই হবে এবং এই নজিরে ছুটি পেতেই হবে, plus বাপও তো আছেন ? এ ইস্কুল ছাড়বো—ভাবচো নাকি ? জমিদারের ঘরে এতবড় মুখ্খু জন্মায় না।"

উচ্চহাস্যে রওনা হওয়া গেল।

ক্ষীরোদ ভাযার এই রকমের 'যুক্তি' মধ্যে মধ্যে আসিত। পাঁচ জনের সঙ্গ লাভার্থেই ইস্কুলে আসিত। বলিত—"বহুৎ দেখিয়া জনৈক বিচক্ষণ পূর্বপুরুষ—ঘোষের পো অভিসম্পাত দিয়া গিয়াছেন—'এ বংশে বর্ণপরিচয় পেরুলে কেহ বাঁচিবে না' !"

* * *

মাছ ধরবার সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে করিতে বাড়ির সন্নিকটে আসিয়া পড়া গেল। সময়টা অসময়,—পথ-ঘাট লোক-বিরল।

তে-মাথায় বাঁক-কাঁধে এক বচর পঁচিশ বয়সের উড়ে মালি জিজ্ঞাসা করিল,—"জোমাই বাবুর বাড়ি কঁউটি যাইব ?"

সঙ্গে বেঁটে-খেঁটে—almost-spuare এক আদা-বয়সী ঝি, ক্রোধ-মিশ্রিত হাস্যে, হেলে-হার দোলাইয়া তাহাকে বলিল—"আ মর্ পোড়ারমুকো'—জন্তু কিনা ! জামাই বললে বুঝবে কে ? কথা কইতেও শেখনি ! জামাই আবার কে নয় রে মুক-পোড়া ! পনেরো পেরুলেই জামাই···"

ক্ষীরোদ গম্ভীরভাবে বলিল,—"কাকে খুঁজ্চো গা বাছা ? আহা—ও-বেচারাকে ব'কে কি হবে, ও কি জানে ! মুখ দেখলেই ভালোমানুষ বলে মনে হয় !"

বক্র নয়নে মালির দিকে একবিন্দু গোপন হাসি নিক্ষেপ করিয়া ঝি বলিল—

"ভালো মানুষ! সারা পথ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এসেছে, যেনো খোকা! কেবল বিলাসী আর বিলাসী! মর্—বল্না কি বলবি!"

"বোধ হয় তোমাকে সমীহ করে, তাই তো বললুম, ভালো মানুষ।"

"তা সত্যি বলেচেন বাবু। মিথ্যে বলব না—আমার সব কাজ ওই ক'রে দেয়, ভারি-মোট্ বইতে দেয় না, আমার গামচাখানা পর্যন্ত···ওর নামটা কিন্তু আমি সইতে পারি না—'বলভদ্দর' শুনলে আমার গা জ্বলে যায়, ও আবার কি নাম বাবু—বল-ভদ্দর! হতভাগা—যেন জল-ছত্তোর, মরণ আর কি!"

বিলাসী হাসিয়া অস্থির! আমরাও হাসিলাম। আমাদের হাসি তাহার জল-ছত্তোর বলার ভঙ্গিমার।

ক্ষীরোদ সমঝদার—দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বাদশে বিদ্যালয়-প্রবেশ, অধুনা তথায় স্থিতি-কালও দ্বাদশ উত্তীর্ণ। জমিদার-বংশের ছেলেদের মানুষও হইতে হয় সত্বর। সে বিলাসীর কথা উপভোগ করিতেছিল।

অমৃতলাল ব্যস্ত ও বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তবে আর মাস্টারের মা মরে লাভ! ওরা কাকে খুঁজচে বলে দাও, না হয় খুঁজে নিতে দাও। তত্ত্ব নিয়ে চলেছে দেখছি,—বেশ জমকালো!"

"জমকালো আর কোত্থেকে হবে বাবু, সেদিন কি আর আছে,—ঐ মহেশতলার মশাইরা গো। আগে সাত গাঁয়ের লোক জানতো,—এখন বাড়িখানাই আছে। পেরতাপ্ কতো,—ডাকাতরা সব হাত-ধরা ছিল, এখনো তারা পেন্নাম করতে আসে।"

"এখন কাদের বাড়ি যাবে বলো!"

"ঐ যে গো বাবু—মিকিন্-মিজ্জির দপ্তরের দিনু বাবু, তিনিই তো জামাই বাবু,—আজ দেড় মাস হল তেনার বে হল না!"

আমি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সকলে আমার দিকে চাহিল,—"কি হে?"

চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল সুবলের সেই উপহার পুস্তকখানা। তখন অত খেয়াল করি নাই। মাতুলের দীর্ঘ অনুপস্থিতির এবং ফেরৎ পাওয়া পুষ্ট প্রফুল্ল

আকৃতির কারণটা এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। বিলাসীর কথায় বিভ্রম ঘুচিল, নিঃসন্দেহ হইলাম।

বলিলাম—"কুলিনের বিবাহ কি আর ঢাক বাজাবার অপেক্ষা রাখে! আপিস থেকে সোজাসুজি যাত্রা ক'রে দায় মুক্ত ক'রে এসেছেন;" ইত্যাদি।

অমৃতলাল বলিল—"আচ্ছা, আজ মাছ নিয়ে ফিরে এসে এইখানেই মোচ্ছোব; —মাতুলের সঙ্গেও বোঝাপড়া। তুমি চট্ ওদের বাড়িতে পৌছে দিয়ে এসো,—বুঝলে?"

বিলাসী ক্ষীরোদকে বলিল—"আপনিও আসবেন তো?"

"আসবো বই কি বিলাস।"

সকলে চলিয়া গেল; বিলাসী আর বলভদ্রকে লইয়া আমি বাড়ি ফিরিলাম।

বিলাসী বলভদ্রকে বলিল—"বাবুর কি মিষ্টি কথা—শুনলি পোড়ারমুকো এক-দণ্ডে যেন আপনার,—'আসবো বই কি বিলাস'!"

১৭

মা ছিলেন অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির, সকলকেই—এমন কি বাড়ির ঝিকেও ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের উচ্চকণ্ঠ কেহ কখনো শুনে নাই। সকলের কথায় সায় দিয়া, সকলের মন রাখিয়া সংসার করিতেন। তাই পাড়ার এবং গ্রামের যাঁরা তাঁকে জানিতেন তাঁহাদের কাছে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। কথায় কথায় সকলে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির ছোট-গিন্নীর উদাহরণ দিতেন। ফল কথা, তিনি জীবনে,—কাজে কি কথায় কাহাকেও আঘাত বা ক্ষুণ্ণ করেন নাই,—করিতে পারিতেনও না। অন্যায় সহিতে ও নীরবে হজম করিতে, অমনটি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটা মন্দ কিছু তাঁহাকে ভাল বলিয়া বুঝাইয়া দিতে যে-কেহ পারিত; অন্ততঃ বিরোধ এড়াইবার জন্যও সহজেই মানিয়া লইতেন।

মামা এই যে এতবড় সাংসারিক ও সামাজিক ব্যাপারটি গোপনে সারিয়াছেন,

—তাঁর দিদিকে পর্যন্ত জানিতে দেন নাই, ইহার আকস্মিক প্রথম প্রকাশ,—বিস্ময়, অভিমান ও ক্রোধ-সংযোগে বোমার মতোই আওয়াজ দেওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। আবার কুটুম-বাড়ির লোকদের সমক্ষে সে দৃশ্য যে কিরূপ কদর্য ও নূতন জামায়ের মানহানিকর তাহা লেখায় প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না।

যদিও মায়ের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু পাড়ার মেয়েদের—'রোধিবে কে!' জগতের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ রাখেন না।

নিজে আমি বড়ই লজ্জা আর সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম, তাই বিলাসীকে বলিলাম—"দেখ ঝি, তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি,—এ বিবাহের কথা এখানে কেউ জানে না, বাড়িতেও না। দিনবাবু বড় পরোপকারী মানুষ, কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করবার জন্যেই গোপনে বিবাহ ক'রে এসেছেন। এখন এই তত্ত্ব দেখলে আর তোমাদের মুখে বিয়ের কথা শুনলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে, পাড়ার লোকে নানা কথা কবে। তাতে তোমরা কিছু মনে কোর না।"

বিলাসিনী হাসিমুখে বলিল,—"আমরা তা জানি বাবু। তাইতো জামাইবাবু বারণ ক'রে এসেছিলেন—'তত্ত্ব-তাবাস না করা হয়, আমি এলে আমার হাতে নগদ টাকা দিও।' তা তাঁকে দেওয়াও হয়েছে। পিসিমা বললেন,—'সে কি কথা, বে' কি কখনো লুকিয়ে রাখতে আছে,—মেয়েটার ভালো তো দেখতে হবে, তোরা তত্ত্ব নিয়ে যা।' খুব চৌকোস্ মেয়ে মানুষ, সবাই বুদ্ধি নিতে আসে। —গরু-বাচুরের সাদ্দি আছে—বেড়ায় মাথা গলায়। তাঁর জন্যেই খোঁয়াড় চল্‌চে! তিনিই পাঠিয়ে দিলেন।—

পাড়ার লোকের কথায় কান দিলে বিলিসীকে আর গাঁয়ে থাকতে হ'ত না,—সে ঢের কথা বাবু, এই পোড়া রূপটাই…"

ঢের-কথা আর শোনা হইল না,—যা' শুনিলাম তাহাই যথেষ্ট। বার-বাড়িতে আসিয়া পড়িলাম।

দু'মিনিটের জন্য তাহাদের দাঁড় করাইয়া, বাড়ির মধ্যে ঢুকিলাম। মাকে

সংক্ষেপে সকল কথা জানাইয়া দিয়া বলিলাম—"কুটুম-বাড়ি থেকে এসেছে মা, আমাদের যেন…"

"বাড়ির ভেতর ডেকে নি'য়ায়,—বাইরে কেনো ?" মা ধীর ভাবে এই কয়টি কথা বলিলেন। চাহিয়া দেখি—মা চক্ষু মুছিতেছেন !

আমি সভয়ে তাহাদের উপস্থিত করিয়া দিলাম।

মা অগ্রসর হইয়া—"এস মা এসো,—দিনো যেমন ছেলেমানুষ, সে লজ্জায় আমাদের কাছে বলতে পারেনি,—ও বরাবরই ওই রকম মা। তাতে হয়েছে কি ? সারাদিন গেছে—আহা, মুখ শুকিয়ে গেছে সব !"

তাহারা অপ্রত্যাশিত আবাহন পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে মাকে প্রনাম করিল।

"এখন তো ঘরে এসেছে - ও সব দেখব'খন ; তোমরা আগে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'ও তো। এই পাশেই পুকুর।—"

—বউমা কেমন আছেন,—বাড়িতে কে কে আছেন, ইত্যাদি সংবাদ লইতে লইতে মা তাহাদের পুকুর-ঘাট দেখাইয়া ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার নারায়ণী-সেনার দলে দলে প্রবেশ,—ছোট, বড়, মাঝারি !

মায়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁকে মিনতির অবকাশ না দিয়া, পাঞ্চজন্য, পৌণ্ড্র প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। একেবারে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার !

"লুকিয়ে লুকিয়ে ভায়ের বিয়ে,—এ আবার কবে শিখলি ছোট-গিন্নি !"

"খুব মেয়ে যা হোক—কাক-পক্ষীতে টের পেলে না !"

"জোড়াবাগানের অমন সুন্দরী বোয়ের অপরাধটা কি শুনি,—তার কপালটা পোড়ানো হল কেনো ?"

"আর গরীবের ছেলেকে ভালোমানুষ পেয়ে তার গলায়ই বা এ বিশ মোন মৈনাক ঝোলান কেনো ?—তালুক-মুলুক লিখে দিয়েছে বুঝি ?"

ইত্যাদি ইত্যাদি চোক' চোক' বাণ বরিষণে—মা একেবারে কেঁচো, শেষ কেঁদে ফেললেন।

পট পরিবর্তন।

পেসাদি বললেন—"দিনো মামাও তো খোকাটি নন, লেখাপড়াও তো কম করেননি! তাঁরই বা কি আক্কেল! শুধু ছোট-গিন্নিকে দুষলে হবে কেনো?"
মামার লেখাপড়া-সম্বন্ধে মেয়ে-মহলে খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। যেহেতু 'ভোকেবলারি' ছিল তাঁর পেয়ারের বই এবং মেয়েদের পেলেই 'পমিগ্রেনেড্', 'সিনেমন্', 'জিঞ্জার', 'রাইনাসারস্', 'নেবারহুড্', 'এসাফোটিডা', 'ব্রাইড্‌গ্রুম্' প্রভৃতির ধুম পড়িয়া যাইত,—মানে বলিতে বলিতেন। তাহারা বিদ্যার আওয়াজেই আশ্চর্য হইয়া যাইত। তখন মানে বলিয়া দিতেন।
"হুঁ হু, এক উমোচরণ মিত্তির ছাড়া এ তল্লাটে আর কারুর সাদ্দি নেই যে বলে।"
সকলে তাহা স্বীকার করিত।
মঙ্গলা মাসি বলিলেন—"ছেলেটাকে এত ক'বে মানুষ ক'রে শেষ…"
হাওয়া আবার ফেরে দেখিয়া শিবানী বলিল—"নিজেদের কন্যাদায় উদ্ধার করবেন সব পরের ছেলের মাথা খেয়ে,—বেয়াক্কিলে মিন্‌সেগুলোর লজ্জাও করে না! নিরপরাধিনী বউটোর চ'খের জল পড়বে, তাতে তাদেব ভালো হবে মনে করেছ?"
মা এইবার কিছু বলিতে যাইতেছিলেন; পেসাদি সে অবকাশ না দিয়া বলিলেন—
"এঁরা তেজ্য-পুত্তুরই করুন আর যাই করুন,—পুরুষ বলি রসময়কে। আর সব পুরুষই একজাত, ভেড়ার দল। আসুক আজ দিনোমামা! বাবুব জামায় মাথাঘষার গন্ধ পেয়ে তখুনি আমার সন্দ যে হয়নি তা নয়। সট্রে-পট্রে মিছে কথাগুলো শোনালে!"

মাস্টারের মা মরে আমার কোন লাভই হল না! মিছেই মোলো!
মায়ের অস্বস্তির সীমা ছিল না—কুটুম-বাড়ির লোকেরা পুকুরেই রহিল কি সরিয়া পড়িল এই চিন্তাই তাঁহাকে সমধিক পীড়া দিতেছিল। অথচ এ অবস্থায় কথা কহিয়া অপরাধ বাড়াইবার সাহসও তাঁহার ছিল না।

আমি তাহাদের সদর-বাড়ির চণ্ডিমণ্ডপে বসাইয়া, ভাঁড়ার হইতে মুড়ি-গুড় আর কলা যাহা পাইলাম, —দিয়া আসিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল লইয়া যাইবার সময় 'দশবাই-চণ্ডি'র চক্ষু এড়াইতে পারিলাম না।

"কি র্যা—জল কার জন্যে ?"

একজন বলিলেন—"তুমি যে ন্যাকা হলে দিদি,—কার জন্যে আবার !"

"ওঃ আদর যত্ন ! রাগ করবে না তো ? মিছরি ভিজিয়ে দিতে হয় রে—মিছরি ভিজিয়ে দিতে হয়,—কুটুম-বাড়ি থেকে এসেছে !"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। মা একদম কাঠ !

ক্রমে বেলা অবসান। ভাগ্যে আজ শনিবার ছিল,—কুটিওয়ালা আসিয়া পৌঁছিল।

মাতুল ঘাটেই খবর পান,—তত্ত্ব আসিয়াছে। আন্দবাবু সবই জানিতেন,—মামার অবস্থা বুঝিয়া তিনি অভয় দিয়া বলিলেন—"চলো আমিও যাচ্চি।"

লোকের কন্যাদায় উদ্ধারে তিনি প্রজাপতি ছিলেন ;—এর চেয়ে বড় ধর্ম তাঁর কাছে ছিল না।

মাতুলের এক পদ মাত্র ভিটেয় পড়িতেই উলুধ্বনি ও পাঞ্চজন্যাদি-নিনাদে পাড়া কম্পমান ! মাতুল ন যযৌ অবস্থায় একদম্ পিল্‌পে—Fixture !

"কি হয়েছে—এসো" বলিয়াই আন্দবাবু অগ্রসর।

বাচস্পতি পাড়া—আমাদের গ্রামের হেড্-কোয়ার্টার। আন্দবাবু সেই হেড্-কোয়ার্টারের লোক, নয়া-প্রবীণ। সন্ধ্যা-আহ্নিকে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, মহাষ্টমী বা গ্রহণাদিতে তন্ময়-জপী। এই সব নানা কারণে স্ত্রীলোকেরা সমীহ করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া সব একদম চুপ।

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"শুভ কার্যে এ সব তো দরকার-ই, তোমরা থামলে কেনো,—বিশেষ এটা আনন্দের কাজ, মঙ্গল-ধ্বনি তো আবশ্যকই।—বড় সায়েবের একান্ত ইচ্ছা ছিল দিনকতক গোপন রাখা, তিনিই এ বিবাহ দিলেন কিনা,—দিনোকে যে ছেলের মতো ভালো বাসেন। মেম সায়েবের

তারি ইচ্ছা হিঁন্দুদের বিয়ে দেখেন,—দেখে কী খুসি! তাঁদের একটা বড়-রকম কিছু ইচ্ছা আছে, তাই তার আগে প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। তা না তো দিনো কি এমনি ছেলে—নিজের দিদিকে পর্যন্ত জানায় না! বেচারা আমার কাছে রোজ দুখ্খু করে। কিন্তু কি করবে, সায়েবের কথা। তোমরা তো বুঝতেই পারো।—

—"যাক্, এ তরফ্ থেকে তো হয় নি, সামলে নেওয়া যাবে,—ও তরফের মেয়েদের বুদ্ধির দোষেই জানাজানি হয়ে গেল। তা হোক্, এ তরফে আর বেশি গোলমালে কাজ নেই, সায়েব বোধ হয় বধূমাতাকে দেবার জন্যে বিলেত থেকে কিছু আনাবেন। আর দিনোরও কি কিছু না করবেন,—ওরা মনিবের জাত, দিতে ওরাই জানে।"

এর চেয়ে বড় দাওয়াই বিশমার্কও দিতে পারতেন না!

আন্দবাবু যেন অগ্নিকুণ্ডে বরুণ বাণ ছাড়লেন! অবলারা তখন এ-ওর মুখ চান।—

প্রৌঢ়া বর্ষীয়সী পাড-গিন্নিরা তখন ঘোমটার মধ্যে ফিকে আওয়াজ ছাড়লেন,—

"তাই তো বলি,—আমাদের ছোট-গিন্নি তো সে মানুষ নয়! আজ বিশ বচর দেখচি, জানলে আর"… ..

"অ্যাতো—তা জানবো কি ক'রে" .

"হবে না, শিবু আচায্যির কথা!"

"একাদশ বেস্পতি একেবারে ভেঙে পড়েছে। কেষ্টচন্দ্রের বে'ও সায়েবে দেয়নি"…

সোনার চক্ষে দেখা--একেই বলে"…

"গরীবের বাছা সার্থক কলম ধরেছিল বটে! আর আমাদের এ'রা আজ সতেরো বচর ছাপাখানার তেল-কালি মাক্‌চেন! খার সেদ্দো ক'রে ক'রে মলুম,—নডা ছিঁড়ে যায়—কালি ওঠে না! আবার তোম্বি কতো!"

"ছোট-গিন্নি তত্ত্ব দেখাবিনি? একাই খাবি বুঝি।"

আন্দবাবু বলিলেন—চলো, আমিও দেখে যাই।”

এতক্ষণে মার যেন ফাঁড়া কাটলো।

Bridegroom-এর (বরের পাত্তা নাই, তিনি সেই ফাঁকে নিঃশব্দে নিজের রুম (ঘর) লইয়াছেন।

২০

মামার ইংরাজি শিক্ষা-সমন্ধে মেয়েমহলে খুব একটা বড় ধারণা ছিল। তাই তাঁর আবহাওয়ায় মানুষ করিয়া লইবার জন্য,—আব্দার অনুনয় বিনয়-সহ, পেঁচো, পচা, ভূতো প্রভৃতি মাতৃ-গর্বের ভাবী কেরানিদের মামার হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। তাহাতে সকাল সন্ধ্যা—আশ্রম-পীড়ার অন্ত ছিল না।—সুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা বলা চলে না।

তামাক সাজিবার ভার তাহারাই লইয়াছিল, একখানা কলাপাত আবশ্যক হইলে গাছ পর্যন্ত হাজির করিয়া দিত,—অবশ্য আমাদেরই বাগানের! বাগানে বানরের উপদ্রব কমিল—নরের উপদ্রব বাড়িয়া গেল। তারা মামার কাছে ‘ফ্রুটলেস্’ কথার মানে শেখে, আর বাগানটিকে তার উদাহরণ বানায়!

প্রাতরুত্থানটা মামার বদ অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। ‘বদ’ বলিবার কারণ—তিনি তাঁর ছাত্রদের মুখে-মুখে ইংরাজি শিক্ষা দিতেন; একদিন শুনিলাম পচাকে বলিতেছেন—‘Early-riser’ মানে ‘পেট্রোগা’। অর্থাৎ পেট্-রোগারা প্রাতরুত্থানপটু। শুনিয়া মনে মনে একটা গর্ব অনুভবও করিয়াছিলাম—যেহেতু ও বদনামটি বরাবরই বাঁচাইয়া চলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বাঁচাইয়া চলিতে পারিব বলিয়া সাহসও রাখি।

বিবাহের ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, নিদ্রাভঙ্গ হইলেও মাতুল আজ শয্যাত্যাগ-বিমুখ। পড়িয়া পড়িয়া প্রশ্নোত্তর-চিন্তমগ্ন ছিলেন,—মেয়েমহলে কি বলিবেন, সমবয়সী শয়তানদের সামলাইবেন কি করিয়া ইত্যাদি দুশ্চিন্তার অসোয়াস্তি তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

এইরূপ সঙ্কট সময়ে, যথানিয়মে, মাতুলের ছাত্রদ্বয় পেঁচো আর ভূতো আসিয়া হাঁকিল—"উঠেছেন কি মাস্টার মশাই ?"

উত্তর না দিয়া উপায় নাই ;—চিৎকারে এখনি লোক জড়ো করিয়া ফেলিবে। বলিলেন—"আজ তো রোববার রে,—যাঃ, তোদের আজ ছুটি।"

"ধোপাকে তো washerman (ওযাশারম্যান্) বলে,—না মাস্টার মশাই ? ভূতো বলছে waterman (ওযাটারম্যান্)"।

মাতুল শিহরিয়া দুর্গা দুর্গা করিলেন এবং সশব্দে ও সবেগে খিল খুলিয়া—"বেরো এখান থেকে" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মূর্তি দেখিয়া তাহারা ছুট দিল।

দিনটা যে শুভ নয় – সে সম্বন্ধে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। মনটা খারাপ হইয়া গেল।

দিদি সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন ? কাবণ গত রাত্রে আহারেব সময়, তাঁরি মুখে আন্দবাবুর উপস্থিত বুদ্ধিব উদ্গাবগুলির আভাস, তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বর্মাবৃত করিয়া দিয়াছিল। এত অল্পদিনে তাঁর ভ্রাতা যে সায়েব ও মেম-সায়েবেব এতটা প্রিয় ও আদরের বস্তু হইযা পডিয়াছে এবং অচিরকার মধ্যে দিনো যে কি ও কত বড় হইবে,—এই সুমধুব আশাব সুমিষ্ট কল্পনা, যুগপৎ তাঁহাব চক্ষে আনন্দ ও অশ্রু এবং গর্বের অভিব্যক্তি ফুটিযে চলেছিল। বাপ যে এ সব দেখে গেলেন না, সে বেদনাও তাঁকে মুহুর্মুহু পীড়া দিচ্ছিলো। কথার মধ্যে মাত্র বলেছিলেন—"আমাদের স্বঘর তো ?"

মাতুল এতক্ষণে বল পাইয়া—সজোরে ও সগর্বে মাথা নাড়িয়া সায় দেন—'ফুলের মুকুটী'।

মা তাহাতে বলেন—"তা জানি, ওরা ভুল করবার জাত নয়, আমাদের ভাগ্যেই সাত সমুদ্দুর ভেঙে এসেছে। যাক্, এ সব কথা সকলকে শোনাবার দরকার নেই" ; ইত্যাদি।

শয্যা গ্রহণের পূর্বে মা তুলসী-তলায় কিছু রাখিয়া প্রগাঢ় প্রণাম করিয়া আসেন।

আমি তখন একমনে 'ভিকার অফ্ ওয়েকফিল্ড্' পড়িতেছিলাম ; বলিলেন—
"এখনো পড়চিস্—শুয়ে পড়্"...

সুতরাং দিদি-সম্বন্ধে মাতুল নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাড়ার মেয়েদের ফুরসৎ নেই, তাঁদের আর্ভিাব আহারান্তে। মুস্কিল—'মাই-ডিয়ার'দের জন্যে, তায় আজ আবার রবিবার! আন্দবাবুর অস্ত্রই একমাত্র ভরসা।

আটটা না বাজিতেই Three cheers Hip Hip Hurray দিতে দিতে অষ্টবজ্র হাজির। ভীমের অঙ্গ হিম!

কেউ বললেন–'প্রাতঃপ্রণাম!"

কেউ বললেন—'Good morning my Lord!'

কেউ বললেন—'কি বাবা—ডুবে ডুবে water dirnk! ভেবেছ শিব's father won't know!"

একজন বললেন—'কি লাটু, একদম্ silent 'h' যে! A big Ram-goat-এর হুকুমটা দিয়ে ফ্যালো!'

গোবিন্দ বললেন—'Not—a, a couple please—শুভকর্মে একটা 'কি? তাঁর কল্যাণের জন্যেও চাই না?'

মাতুল বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া তাদের কেবল 'থাম থাম' করিতেছিলেন।

আমি কিছুদিন থেকে বুদ্ধির জোরে প্রায় দশ বচর এগিয়ে চলাটা এক প্রকার মানিয়ে নিতে পেরেছিলুম,—অবশ্য সকলের সম্মান যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া। আমার ভাগ্যে তাই সুযোগ মত এই সাধুসঙ্গ সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

সত্বর বাড়ির মধ্যে গিয়া মায়ের নিকট হইতে এক থাল তত্ত্বের সামগ্রী আনিয়া দিয়া বলিলাম—"আগে মিষ্টি-মুখ করুন তো, তার পরের ব্যবস্থা বড় ঘরের—কেক্ কটলেট্ চপ্। সে ওই rotten রাম-গোটের চপ নয়—।"

"কি রকম, কি রকম?"

"সে শুনবেন'খন, আন্দবাবু এখনো সব খুলে বলেননি। এ নিয়ে এখন নিজেরা

কিছু ক'রে কাঁচিয়ে দেবেন না। এ ঘটনাটা আপিসের সাহেব-মেমের সখ-মেটাতে তাঁদেব আগ্রহে ঘটেছে। যা করবার তা তাঁরাই করবেন, তাঁরাই ভার নিয়েছেন,—ব্যস্ত হবেন না। বোধ হয় ব্রাইড্‌কে present করবার জন্যে বিলেত থেকে একটা কিছু আসছে—তারি অপেক্ষা। এই মাসের মধ্যেই Gala garden party নিন না…

সকলে সবিস্ময়ে শুনিতেছিলেন,—কৈলাসবাবু বলিলেন—"বলো কি—সত্যি নাকি ?…

খগেনবাবু বলিলেন,—"আমি ওই রকম শুনলুম বটে, ব্যাপারটা বুঝলুম না তা হলে দেখছি সত্যি…

সকলের স্তম্ভিত ভাব। আগ্রহ উৎসাহের হাওয়া সহসা যেন অন্তর্মুখী হইয়া পড়িল।

একজন মামার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দাও বাবা পাযেব ধূলোটা দাও, এক 'ভোকেব্‌লারি ভজে' জমিদারী and সুকুমারী capture! এযে দেখছি নব-কেষ্টোপান্তির পত্তন! দাও বাবা তোমার মাদুলিগুলো একবার পোড়া-কপালটায় ঘোষে।"

একজন বলিলেন—"না ভাই তামাশা নয়—ও আমি খুব বিশ্বাস করি,—আমাদের দেশটা ওই মাদুলির জোরেই বেঁচে আছে। দেখচো না, একজনও মরে না যে ভেকেন্সি হয়।—পিটিসন্‌খানা আজ তিন বছর পকেটে পোচ্‌ছে! আমাদেরই এই ছোট্ট গ্রামখানা ঝেঁটুলে পাক্কা আড়াই মোন মাদুলি মিলবে; —চাকরির দফা গয়া। যাদের কোনো পুরুষে চাকরির দরকার নেই, সেই সব বড় ঘরের ক্ষীবেলাখেগো বাচ্চাদের হাতেও পাঁচ-সাতটা! কেনো বলো দিকি ?

এতক্ষণে মাতুল উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"থাম্ থাম্, মুখ্‌খুর মত আর বক্‌তে হবে না;—চাকরির জন্যে কেউ মাদুলি ধারণ করে কি না! জানা নেই শোনা নেই…

"পণ্ডিতের কথাই শোনা যাক,—কেনো ধারণ করে please ? তোমার ও-গুলোই বা কেনো ?"

মাতুল পূর্ব ভাবেই বলিলেন—"এটা ভূতের আর এটা সাপের,—কারো সাদ্দি নেই যে কাছে ঘ্যাষে ·

শশিবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"ওটা না থাকলেও ভূত ঘেঁষতো না, এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, যেহেতু জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না···

তারাপদবাবু বলিলেন,—"দিনো তবে তো দু'দুটো মক্ষম রোগের রোজা হয়ে বসে আছে! শাঁসালো মক্কেল মিললেই মিলিওনিয়ার! ও-তো মাদুলি নয়—হাতে জগৎশেঠ বাঁধা—

'লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ'—

খুব যত্নে রেখো বাবা! কে দিলে বন্ধু ?"

মামাকে নীরব দেখিয়া,—খগেনবাবু বলিলেন,—"নির্ভয়ে বল বাবা—কোনো চিন্তা নেই! ভূতে তো পেয়েই আছে since···এবং সাপে খাবে এমন ভাগ্যও নয়, আর ওই কটা-চোখো অন্ধদেরনজরে পড়বার নসীব ও আমাদের নয়—তারা ওই মালদোয়ে মূর্তিই পছন্দ করে। যতো হাজারিলাল দেখবে প্রায় সবই হিপোপোটেমস্ মডেল। তোমার কোনো চিন্তা নেই মাতুল,—বলে ফ্যালো···

মাতুল বলিলেন,—"কল্লিনী-মাসির নাম কে না জানে,···

কৈলাসবাবু বলিলেন—

"যে না জানে—মূঢ় সে, শত ধিক তারে।"

শশিবাবু বলিলেন—"আঃ শোনই না, বাধা দিও না।"

মাতুল আর বলিলেন না।

কৈলাসবাবু বলিলেন,—"আমি সত্যি কথাই বলেছি,—জানি যে। কথাটা হচ্ছে—দিনো মায়ের এক ছেলে।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন—"এবং কুলীন ও বহু কুলীন-কন্যার সর্বনাশ করতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ; কল্যাণী-মাসি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক, দয়াবতী, . অন্ততঃ

হৃতভাগিনীদের একাদশীটে বাঁচাবাব জন্যে তাঁর সামর্থমত যতটুকু পেরেছেন—করেছেন। অতএব এই সব অকল্যাণ থাকতে—কল্যাণী মাসিদের থাকাও বাঞ্ছনীয়···

চুনিবাবু চুপ করিয়া শুনিতে ছিলেন, বলিলেন,—"তুমি তো বেশ 'বাঞ্ছনীয়' করলে, এদিকে মাতুলি-মার্কা মাণিকে দেশ ছেয়ে গেল যে! আমাদের বিচুলির ব্যবসাই কবতে হবে দেখছি,—চাকরি আর জুটবে না। দিনো, দেনা বাবা একটা মাতুলি-মাসি জুটিয়ে। এদেশে ও ছাড়া উপায নেই,—ভারতচন্দ্রের ইঙ্গিতটে বুঝতে পারিনি। বসে বসে খাচ্ছি, বাড়ি ঢুকতে লজ্জা কবে"

একজন সাহস দিলেন—"লজ্জা কি রে, বড় বড় উদাহবণ রয়েছি।"

সকলেই হাসিলেন,—কষ্টেব হাসি।

পূর্বেই বলিয়াছি—চাকুবিই তখন ভদ্র যুবকদের একমাত্র আশা আকাঙ্ক্ষা ও সম্মানের বস্তুতে দাঁড়াইয়াছিল। ইংরাজি পড়িলেই—অন্য সকল উপায় পশ্চাতে পডিয়া যাইত, অমর্যাদাব কোটায গিয়া পডিত। দোকান, ব্যবসা, এমন কি জমিদারী-সেরেস্তায় বাংলা লেখাপডার আযেব কাজগুলিতেও অরুচি আসিয়া গিয়াছিল। সায়েবেব চাকুরির মোহ দুষ্ট-গ্রহেব মত, পূর্বেব জীবনোপায়গুলি একে একে গ্রাস করিযা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিব পথরোধ কবিতেছিল। অবশ্য তাব পশ্চাতে ছিল—মহিলাদেব আন্তবিক sanction (সম্মতি)।

জলযোগ শেষ হইয়াছিল,—তাডাতাডি পান আনিযা দিয়া মাতুলকে বলিলাম—"মা ডাকচেন।" তিনি উঠিলেন।

শশিবাবু বলিলেন—"আসল কথাই বাকি রয়ে গেল,—আচ্ছা, এখন আমবাও উঠি,—পবে হবে।"

খগেনবাবু বলিলেন,—এই সে-দিন এলো—a village ghost. (পাড়াগেঁয়ে ভূত),—হাত পাকালে, চাকবি বাগালে—শেষ সায়েব প্লস্ মেমসায়েব ভোলালে And ঐ চেহারায়! নাঃ আছে কিছু ··

বলিলাম—"আমি বলেছি বলবেন না, ওঁর কোমরে 'বিজয়-মুদ্রা' রয়েছে···"

গোবিন্দবাবু বলিলেন,—"There you are,—শুনলে?—তা না তো ও-ভূত পার হয়!"

কৈলাসবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বেটা রাকুসির দেশের রাজ-পুত্তুর নয় তো?"

চুণিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা থাক,—তোমার ও চাঁদ-পারা চেহারায়ও হবে না খগেন, এলবার্ট-কট্ চুলেও কাজ দেবে না,—মাদুলি-মাসি ঢুঁড়তে হয়েছে ভাই"···

বিস্ময় ও আঘাতপ্রাপ্ত গর্বসহ সকলে চলিয়া গেলেন।

মাতুল অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"পাপ বিদেয় হয়েছে,—তামাক সাজ।" আমার বুদ্ধির প্রশংসাও পাইলাম।

বলিলাম,—"ব্যাপারটা আমিও যে বুঝতে পারছি না।"

বলিলেন—"কিছুই না,—কুলীনের কর্তব্য কুলীনের কুল-রক্ষা করা, তাই করা হয়েছে। তাকে নিয়ে ঘর করতে হবে না তো,—এই কন্‌ডিসন্। বরদাবাবু ধরলেন"···

শুনিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, বলিলাম—"কুল-রক্ষাটা কার করা হল,—মেয়ের বাপের? আর মেয়েটার সর্বনাশ! যখন ঘর করতে হবে না, তখন বরদাবাবু তো নিজেই একাজ করতে পারতেন। আর—'ঘর করতে হবে না' এ-কথা কে বলেছে, মেয়েটি?"

মাতুল সহাস্যে বলিলেন,—"কিচ্ছু বুঝিস না,—মেয়েটি কেনো বলবে,—তার বাপ···

"বিবাহটা তো তার বাপের সঙ্গে নয়, তিনি বলবার কে? একটি মেয়ের জীবনটা আপনি জেনে শুনে নষ্ট করতে যান কোন্ অধিকারে?"

বলিলেন—"থাম্ থাম্, কুলীনের মর্যাদা তো বুঝিস না, তারা যে একটা ফুল ফেলে দেয় এই মেয়েদের ভাগ্যি!"

এ সম্বন্ধে বেশি কথা কহিবার মত বয়স তখন নয়,—তবুও বর্তমান মামিদ্বয়ের

অবস্থা ভাবিয়া আমার অন্তরটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, প্রাণ বিদ্রোহীর মত বলিল—"ওই যে বলিলেন—'মেয়েদের ভাগ্যি,' সেটা কি নতুন-মামি বললেন, না আপনারা বলেন?"

বলিলেন—"কুলীনে পোড়লো রে,—সেটা কি কম ভাগ্যের কথা।"

"যাকে নিয়ে ঘর করা হবে না, তার 'ভাগ্যি'র কথা তো বুঝলুম না মামা! তার চেয়ে তারা জলে পড়লে যে 'ভাগ্যি'র মানে বোঝা যায়···

উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—"থাম্ থাম্ - জ্যাঠামী করতে হবে না! আগে হিঁদুর শাস্তোরগুলো পড়। পেসাদিকে জিজ্ঞেস করিস,—তারাও জানে।"

সত্যই জানি না, সুতরাং কথা বাড়াইয়া ফল নাই। আমাদের সহরতলী অঞ্চলে ওই-জাতীয় জীবের সংখ্যা বিরল হইয়া আসায় দেখিবার সুযোগও ঘটে নাই। কেবল বৃদ্ধদের মধ্যে—মাত্র দুই একজন তখনো আদর্শ-রক্ষকরূপে বর্তমান ছিলেন, তবে তাঁরা দুই পরিবার লইয়া ঘর করিতেন ও নির্বিকার ভাবে বাড়িতেই বস্তি-জীবনের আস্বাদ উপভোগও করিতেন। ফলে ও-প্রথাটির বাড়বৃদ্ধি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মফস্বলের সুদূর পল্লীতেই করুণাময় কুলরক্ষকদের সাড়া পাইতাম।

মাতুল প্রসাদাতই এই নূতন লাভটি ঘটিল।

২১

বৈকালে হাইকোর্ট বসিল,—পাড়ার মেয়েরা একে একে দেখা দিলেন। বড়-ঘরের ঘোষ-কন্যা—বিধবা বর্ষিয়সী, রামায়ণ মহাভারত-পড়া থাকো-পিসির মীমাংসা, সকল বিষয়েই ছিল চরম ও পরম। বেশি কথার মানুষ নন, গ্রামে শিল্পীশ্রেষ্ঠা। ফুলশয্যার তত্ত্বে সকলকেই তাঁর দ্বারস্থ হইতে হইত,—তিনিও উপস্থিত হইলেন। সোনার সরু গোটহার গলায়, পরিধানে রেলির থান, সভ্যা ভব্যা।—"কি লো ছোট-গিন্নী—ব্যাপার কি?"

মা—প্রমাদ গণিলেন। সত্বর সপ্ বিছাইয়া দিয়া সকলকে বসিতে বলিলেন,

সঙ্গে সঙ্গে পানের-সাজ পেস্ করিয়া দিয়া, অকাজে এ-ঘর ও-ঘর করিতে লাগিলেন।

এই নারী-পঞ্চায়েৎ মধ্যে দু-একজন তাঁকে ডাক দেওয়ায়, থাকো-পিসি বলিলেন,—"ও বেচারি কি জানে, ওর এতে কতটা কষ্ট হয়েচে তা আমিই বুঝছি। নিজের মেয়ে নেই, জোড়া-বাগানের মামিকে কি রকম আদরে-যত্নে রেখেছিল, তা তো সব দেখেছিস। তার কথাও বলি,—বাপের বাড়ি যেতে অত কাঁদতে কাকেও দেখিনি।—আহা মন নারায়ণ, কপাল পুড়বে কিনা! রূপে, গুণে, কাজে-কর্মে, লেখাপড়ায়—অমন বউ ক'টা দেখতে পাওয়া যায়? দিনো কেনো এমন কাজ করলে? সে তো তেমন ছেলে নয়।"

সকলেই মামির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষজাতি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য নিন্দা হইতে বঞ্চিত হইলেন না।

পুরুষ, বিশেষ স্বামী যে স্ত্রীজাতির দেবতা—তাঁর ইচ্ছাই আইন,—তাহা নির্বিচারে ও নীরবে পালন করাই স্ত্রীজাতির কেবলই কর্তব্য নয়—পরম সৌভাগ্যের পরিচয়, তাঁর অসীম আধিপত্য স্বীকার করিয়া লওয়াই ধর্ম ও স্বর্গের অর্গল উন্মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, ইহাই শুনিতাম ও দেখিতাম। কিন্তু এই ঘটনা আজ তাঁহাদের এমন একটি বিশিষ্ট স্থানে আঘাত করিয়াছে, যেটা সম-অনুভূতিতে সাড়া দেয় ও সমবেদনা আনে।

তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি স্থান যে আছে, যাহা পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠে, তাহাদের ব্যবহারে ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহা জানিবার আমার সুযোগই ঘটে নাই। সহজবুদ্ধিসম্বলে তাঁহাদের স্বপক্ষে তর্কই করিয়াছি, তিরস্কৃতই হইয়াছি। পাশের ঘরে বসিয়া স্কটের 'ট্যালিসম্যানে' ধ্যানস্থ ছিলাম। তাঁহাদের ব্যথা-বিন্যাস ও অসহায় অবস্থার নিষ্ফল নিশ্বাস, আমার ধ্যান ভাঙিয়া কখন যে তাঁহাদের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। তাঁহাদেয় মর্মেরও যে ভাষা আছে, মর্ম যে কথা কয়,—তাহা সেই প্রথম শুনিলাম এবং তাঁহাদের অসহায়তার সহিত সেই আমার সত্যিকার সাক্ষাৎ।

মামা মেয়েদের কাছে ছোটোখাটো 'হীরো' হইয়া দাঁড়াইতে ছিলেন, আজ একেবারে 'নীরো'য় নামিবার উপক্রম দেখিয়া পেসাদি বলিলেন —

"শুনেছি এর মধ্যে নাকি অনেক-কিছু আছে। মামার বয়েস কি বলো! দু'তিন বচরে লেখাপড়ায় অতো এগিয়ে গিয়েছে বলেই তো আর বয়েস বাড়েনি। সায়েবরা মাথায় ক'রে রেখেছে,—তাদের কথা এড়ানোও তো ওই ছেলের পক্ষে সহজ নয় ; সত্যি কথাও তো বলতে হবে ?"

রমাদি বলিলেন,—"একথা আর-কেউ না বুঝুক,—আমি তো না বলতে পারব না। কথা যখন উঠলো – আজ তবে বলি। জানই তো আমার ভাই কালী সিমলের পাহাড়ে বড়লাটের ডান হাত। খাবার পরবার সময় নেই —'কালী আর কালী'। খেতে বসবে —তাও একসঙ্গে। সবাই জানে—কালী নিরিমিষ খায়—ঘি দুধ কাঁচকলা ভাতে আর ডাল ভাতে হলেই তার হোলো। এক টেবিলে বসতে হয়—লাট-গিন্নির জেদ। সব জানে যে, শুকুবার তো জো নেই—'বেরৎকাষ্টে দোষ নেই' বলে, আর হাসে। তা কালীর জন্যে কাবুলী-বামুন রাখিয়ে দিয়েছে। আবার মেমসাহেব কি আমুদে, শুনে হেসে হেসে মরি,—সে কাঁচকলা ভাতে খাবেই, লাটকেও খাওয়াবে! তা নিজের হাতে কোনোদিন ছোঁয় না, চামচে ক'রে আলগোছে তুলে তুলে নেয়। তা না তো আর এতো বড় হয়! ওরা যাকে ভালবাসে, যার সঙ্গে হেসে কথা কয়, তার কত বড় ভাগ্যি—সে কি ওদের কথা না রেখে থাকতে পারে বোন—তার কি নিজের বলে আর কিছু থাকে ? দিনোর আমি দোষ দিই না ··

থাকো-পিসি ছিলেন ঘোষ-কন্যা ও জমিদার-বংশযুক্তা। তিনি বলিলেন — "তোমরা ও সব কি বলচো, এর মধ্যে—সায়েব মেমসায়েব আসতেই পারে না, তাদের জড়াও কেনো ? যারা নিজেরা দু' বে' করে না, তারা একাজে থাকবে কেনো ? ও সব বাজে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমাদের কুলীনদের যেমন কাণ্ড আছে—দিনো কিছু টাকা পেয়ে বে' ক'রে এসে থাকবে•••

পেসাদি বলিলেন,—"আন্দবাবুকে বলতে শুনলুম যে—

উত্তেজিতা থাকো-পিসি বলিলেন—"তাহ'লে তিনি এর মধ্যে আছেন, আর তাঁরি আপন বা পরিচিত কারুর মেয়ের আর আমাদের নিরপরাধিনী মামির সর্বনাশটি করেচেন। আর একেই তাঁরা বলেন—লোকের উপকার করা! যাদের কোনো গুণ নেই—ভয় করি তাদেরি বেশি—নাম কেনবার সাধ যে তাদেরও আছে। উনি কুলরক্ষার কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—

থাকো-পিসির কথায় প্রতিবাদের অবকাশ ছিল না,—

সকলে নীরব। আন্দবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—জাপক, গঙ্গাস্নানান্তে দেব-ভাষার দৌরাত্ম্যে পল্লী-পথ মুখর করিয়া ফেরেন। লোকের কুলরক্ষায় সাহায্য করা তাঁর কাছে মহা পুণ্যকর্ম। তাঁর প্রতি থাকো-পিসির এরূপ তীব্র কটাক্ষ!

পেসাদি সভয়ে বলিলেন—"বরদাবাবুর মত না নিয়ে তিনি কিন্তু কিছু করেন না শুনেছি…

থাকো-পিসি জলিয়াই ছিলেন—বলিলেন,—"দেখ্ পেসা,—সায়েবের বড় চাকরি করলেই লোকে বড় হয় না। বিষ্টু ভুঁই মুটে ছিল, এখন অনেক টাকা করেছে,—জমিদারদের টাকা ধার দেয়, শাল গায় দেয়, কিন্তু সমাজের সে কে? সমাজ যাকে মাথায় ক'রে নেয়—বড় করে, সেই বড় হয়। সে অমনি হয় না,—অনেক গুণের দরকার। তিনি আট শো টাকা মাইনে পান তাতে অপরের কি? তাই বোধ হয় এই দিকে ঝুঁকেছেন…সমাজে কর্তামীর যে কদর আছে…

শিবানী বালবিধবা, আমারি সম-বয়সী। সে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া শুনিতেছিল। পিসি তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—"ওর পানে চাইতে পারিস তো চেয়ে দেখ, আমি পারি না। ওঁদেরই কীর্তির নমুনো,—জ্যান্তোকে কি ক'রে মেরে রাখতে হয় ছাখ্। ও তখন দশ বচরের মেয়েটি, জাত গেলো বলে মা বাপ আত্মীয় পর সকলেই মহা চিন্তিত। গঙ্গার ঘাটে ওর বাপ আমাকে শোনালে—পিসি এতদিনে নারায়ণ মুখ তুলে চেয়েছেন—শিবানীর বর মিলেছে—জমিজমা বাড়িঘর

পুকুর, সায়েবের চাকরি—ষাট টাকা মাইনে। মস্ত কুলীন। এখন তুমি রাজি হলেই হয়,—নগদ সাড়ে তিনশো না হলে হবে না, আর ওর মায়ের গয়না দিলেই হয়ে যায়।"—হোলোও তাই…

শিবানী নিঃশব্দে আসর ছাড়িয়া আমার ঘরে উপস্থিত,—সিক্ত চক্ষুপল্লব,—মুখে হাসির প্রয়াস। "একখানা বই দেবে দাদা?" কান আমার থাকো-পিসির কথাই শুনিতেছিল,—প্রাণটা কিন্তু আমার অবজ্ঞাতেই নিজের কাজ সারিয়া ফেলিল,—"কোনো কিছুই তো তোমাকে জীবনটা ফিরে দেবে না বোন।"—বলিলাম "ওই আলমারী থেকে—যা পছন্দ হয় নিতে পারো"—

থাকো-পিসি তখন বলিতেছেন,—"ষাট-বাষট্টি বচরের পাত্র দেখে, সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেলো। তখন যদি হাতে বিষ থাকতো—আমি বোধ হয় শিবানীকে তা জোর ক'রে খাইয়ে দিতুম। সর্বনাশ দেখতে দাঁড়ালুম না, তখুনি বাড়ি ফিরে যাই। রাগে, দুঃখে অসহায়ার মত কাঁদলুম।—আমি টাকা না দিলে, এ সর্বনাশ হয় না,—হাতে কামড়াতে লাগলুম। বচর ফিরলো না—মেয়েটার কপাল পুড়লো! সে আগুন জ্বালবার কর্তাও ছিলেন—ওঁরাই। বাড়ি আমার কাছে বাঁধা—এক-একবার মনে হয়…কিন্তু মেয়েটার যে দাঁড়াবার আর ঠাঁই নেই", বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া আমার মায়ের কাছে চলিয়া গেলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাও তাঁহার অনুসরণ করিল। বোধ হয় উত্তেজনাটা দমন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

সভা নীরব, স্তম্ভিত। মাতুলের কথা চাপা পাড়য়াই গিয়াছিল।—সকলে সমান বুদ্ধি ধরেন না, তাহা আশাও করা যায় না।

হেমা-দি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া মাতুলকে আনিয়া সভাস্থ করিলেন। এতক্ষণে শিবানী আমার ঘর ছাড়িয়া গিয়া সভায় যোগ দিল।

—থাকো-পিসি আসিলেন না। বলিলেন—"যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না,—তার আলোচনায় আর কোন ফল নেই; বরং নতুন মামিকে এখানে আনতে বলো—দিনোর দিদির ইচ্ছাও তাই।"

মাতুল আমাকে ধমক দিয়া আর মেয়েদের 'ভাগ্যি' দেখাইয়া সারিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের ফুল-বেঞ্চে তাঁহাকে 'ঝড়নাড়া' করিয়া দিল। শেষ সায়েব ও মেমসায়েবের নাম—'রাম' নামের কাজ করিল। কিন্তু নূতন মামিকে আনিবার কথায় কিছুতেই যখন মামা রাজি হইলেন না, তখন হেমা-দি পেসাদিকে মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিলেন—"কেমন লো—কি বলেছিলুম? তা না তো সায়েব-মেমের এত মাথাব্যথা? আমরা এতো খুকী নই,—ভূষণো থেকেও আসিনি। মেমসায়েব যৌতুক দেবেন!" বলিয়া বক্র হাসি হাসায়, —সকলে নির্বাক—কৌতূহলাক্রান্ত,—ব্যাপার কি!

পেসাদি—এদিক ওদিক দেখিয়া সচিন্ত গাম্ভীর্যে মাতুলকে বলিলেন—"ঠিক কথা কয়ো মামা—খৃষ্টানের মেয়ে তো নয়? এ হাসি-তামাশার কথা নয়, তাহ'লে না এনে ভালই করেছ"...

এ কি কথা! সকলের মুখ মুহূর্তে বিশুষ্ক। অকস্মাৎ যেন বজ্রপাত হইয়া গেল! মাতুল কথাটাকে হাসিয়া বিদায় দিতে গেলেন, কিন্তু সে বিদ্যুৎ না চমকিতেই চারিদিকের ঘনঘটা,—কালবৈশাখীর গুরু-গর্জনে তাঁহার মুখেই বিলুপ্ত হইয়া নিমেষে তাঁহাকে মেঘাবৃত করিয়া দিল। কে কাহার কথা শোনে, চতুর্দিকে দশ মহাবিদ্যার প্রকাশ!

আজকাল পর্দায় অভিব্যক্তি দেখিয়া—অভিনেত্রীদের গুণগানে দেশ মুখর। তাঁহাদের নাম নয় দশ বৎসরের বালকদের মুখেও শুনিতে পাই,—কী উৎসাহ উত্তেজনায় তাহারা উচ্ছ্বসিত! বালকেরা নিজেদের ভাণ্ডারে লক্ষ্য রাখে না, —পল্লী ও পল্লীসমাজের প্রভাব যে কোথায় তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ বোধ হয় ঘটে নাই। সেখানেও রথী সারথি,—সুভদ্রা রুক্মিণী থাকেন—যাঁহাদের ওটা সহজ সম্পদ। তাঁহাদের চোখ মুখ ও অঙ্গভঙ্গীর কাছে ব্রহ্মাস্ত্র বিবশ, পাশুপত পরাস্ত। কবি—সতর্কভাবে 'ভবানী ভ্রূকুটি-ভঙ্গীর' কথাটুকু উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

মাতুলকে বাতুল বানাইয়া দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

থাকো-পিসি মা'র কাছেই ছিলেন। সকলে তাঁহার নিকট গিয়া সগর্বে নিজে-নিজের অনুমানের সার্থকতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বর্ণনান্তে, মামার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্যবস্থাও দিলেন—মামা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। মাকেও আশ্বাস দিলেন,—"তুমি কি করবে, তোমার দোষ কি, তবে মামার পাতে এখন কাকেও খেতে দিও না," ইত্যাদি।

থাকো-পিসি তাচ্ছিল্যের হাসির সহিত বলিলেন,—"কি সব ছেলেমানুষী করা হচ্ছে,—যা নয় তাই। ছোটো-গিন্নি—ও-সব কানে তুলো না। আমি ভাবছি বড়-মামির জন্যে, তার সেই সুন্দর হাসিটুকু এজন্মের মত নিবে গেলো।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে,—"এখন চললুম ছোট-গিন্নি" বলেই চলিয়া গেলেন।

হেমা-দি ফোঁশ্ করিয়া উঠিলেন—"টাকার দেমাক,—আর কেউ বুদ্ধি ধরে না! ঘোষের মেয়ের মুড়ুলি ভালো লাগে না। ওরা মনে মনে তো চায়ই,—আমাদের সমাজ, আমাদের জাত-জন্মো উচ্ছন্নো যাক—সব এক হয়ে যাক। না ছোটো-গিন্নি, সব ঠিক-ঠাক খবর নিয়ে, ব্যবস্থা মতো কাজ করা চাই। তোমাকেই সাবধান হতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন,—"তা মামা দিন কতক বারাসতে গিযেই থাকুক না, সে সমাজ জায়গা, দু'দিনে সব কথা বেরিয়ে আসবে। এ সব কি ঢাকা থাকে?"

পেসা-দি অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"এই সে দিন রাসবেহারী, জানা নেই, শোনা নেই, বলা নেই কওয়া নেই—এক গুরুমা'র মেয়েকে বিয়ে ক'রে তেজ্যপুত্তুর হোলো, আবার এ কি! ছি ছি···

মা একেবারে কাট্।

একটা ফাঁকা আওয়াজ, এমন দ্রুত ধূম উদ্গিরণ করিল যে শীতের সন্ধ্যাকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া পল্লীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সকলেই এই উপভোগ্য অবলম্বনটি পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহারের পন্থা উদ্ভাবনে সহজেই মন দিলেন। সমাজ-হিতার্থে এরূপ অযাচিত কর্তব্য-নিষ্ঠায় চিরদিনই গ্রামবাসীরা অভ্যস্ত,—নচেৎ সমাজ যে থাকে না।

মামা ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া—সহজেই মানুষ হইবার পথ করিয়া লইল, এটাও কাহারো কাহারো অস্ফুট অসুখের কারণ থাকায়, তাঁহাদের এই কষ্ট স্বীকারের উদারতা সুলভই ছিল। এই মহানুভবেরাই পল্লী-সমাজের প্রাণ ও প্রভাবকে সজীব রাখিতেন। এখন বিরল হইয়া আসিলেও, এক একটি তলায়-পড়া বীজ, তাঁহাদের বংশরক্ষা করিয়া অসিতেছে।

২২

কয়েক মাস গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জোড়াবাগানের মামি একবার আসিয়াছিলেন। তাঁর সেই পূর্বের আনন্দ-উজ্জ্বল হাস্য-মধুর স্ফূর্তি, সে রহস্য-প্রীতি আর নাই। অভ্যাস-গত হাসি, অধর আশ্রয় করিয়া থাকিলেও, সে যেন বেদনার আলপনা; তার প্রতি-রেখায় তার অন্তরের ব্যথা লেখা থাকিত। ক্রমে রোগ দেখা দিল,—সাধ্বী চলিয়া গেলেন।—ফুল ফোটে—ঝরিয়া যায়, ইনি ফুটিবার মুখে যেন আঘাতে ঝরিয়া গেলেন।

প্রাণটা উদাস হইয়া গেল। ইচ্ছা করিয়া নহে, চেষ্টা করিয়াও নহে, কিছুদিন অন্তরটা কবির সেই—

"যেই ফুল ফুটেছিল গৃহ তরু শাখে,
কেন রে পবনা তুই উড়াইলি তাকে।"—

অবলম্বনে শান্তি পাইত। তরল তরুণ হৃদয়ের সে দুঃখ সে বেদনা কে বুঝিবে! পাড়ার মেয়েরা দুঃখ করিল, মামিকে ভাগ্যবতী বলিয়া compliment-ও দিল। মামা নির্বিকার,—'বথ্‌তার' স্ত্রী মরে! নূতন বিবাহের কারণ সম্বন্ধে আন্দবাবুর সাময়িক ওকালতি ছাড়া কথাটার মধ্যে সত্য ছিল না, সুতরাং তাহা প্রকাশে বিলম্বও ঘটে নাই। প্রায়শ্চিত্তের পরোয়ানার ব্যর্থতা, অনেককেই ব্যথা দিয়া রদ হইয়া গেল।—"যা রটে তার কিছুটা সত্য বটে", ইত্যাদি ঋষি-বাক্যও কাজ দিল না।

জোড়াবাগানের মামির বিয়োগটা পৌষের পূর্বে ঘটায়—মাতুলের লোকসানই হইয়াছিল। পৌষের তত্ত্বে প্রতিবৎসর গায়ের কাপড় পাওয়া এতদিন বন্ধ হয় নাই—এইবার হইল। "বাপের উপকার ক'রে গেলেন";—এইভাবের একটা অভব্য গুঞ্জনও পাইলাম। আমার নিকট অত্যন্ত অভব্য ঠেকিলেও, উহা ছিল কুলীনদের অভ্যস্ত ধাবা—eternal claim। শহরতলীর আবহাওয়ায় মামার বহু পরিবর্তন ঘটিলেও, মর্যাদার সংস্কার মরে নাই।

নতুন মামিকে আনিবার জন্য মা যতবার চেষ্টা পাইয়াছেন, ততবারই মামা বাধা দিয়া বলিয়াছেন;—"কুলীনের যোগ্য মর্যাদা না দিলে তা হতেই পারে না। শহরের দক্ষিণানিল শহরতলীর তরুণদের নব নব চেতনা, দ্রুত জাগ্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সংস্পর্শে মামাও সেই সুরে যোগ দিতেন—কেশে, বেশে, বৈঠকে,—তবুও তাঁর কৌলীন্য গর্ব সাড়া না দিয়া পারিত না।

এই সময় বাড়িতে একটি সামাজিক কাজ উপলক্ষে—বারাসত হইতে দিদিমা আসিলেন। মা নূতন মামিকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। মাতুল অটল,—দিদিমা ততোধিক।

মাকে ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ দেখিয়া মামাকে বলিলাম,—"মামিকে তো আপনি আনচেন না, তাতে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার তো কোনো কারণ নেই মামা; তিনি যখন বারাসতের বাড়িতে যাবেন, তখন মর্যাদা নেবেন! এখানে তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কয়েক দিনের জন্য আসবেন মাত্র।"

বোঝানো কঠিন। দেখি, সে ক্ষেত্রে—তিনি ও দিদিমা এখানে থাকিবেন না! তাঁহাদের পশ্চাতে স্থানীয় কয়েকটি কুলীনের উৎসাহ ও বাহবাও বর্তমান, যথা—

—"এই তো খাঁটি কুলীনের কাজ, তুমি কালাচাঁদের ছেলে—কুলীন-রত্ন,—জাত সাপ!" ইত্যাদি—

আমাদের দুর্ভাগ্যে জন্মেঞ্জয় এই সব জাত-সাপগুলির নাগাল পান নাই।

ভদ্রতা, যুক্তি, তর্ক,—নিষ্ফল। শেষ নিজের বাড়িতেই সিঁদ দিয়া, নিজে গিয়া—মর্যাদা-সহ মামিকে আনিতে হইল!

বেচারী চোরের মত উপস্থিত হইলেন। স্বীকার করি—জোড়াবাগানের মামীর মত তাঁর রূপের জৌলুস ছিল না। শ্যামবর্ণ, একটু ঢ্যাঙা, বয়স পনেরো বা উত্তীর্ণ, নাক, মুখ, চোখ, চুল—ভালই।

মা আদর করিয়া লইলেন, দিদিমা সেদিক মাড়াইলেন না। উপস্থিত নারী-সেনা, কাজ-কর্ম ফেলিয়া আসিয়া, তাঁর সর্বাঙ্গে অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তুলনা-মূলক সমালোচনায় কেহ কাহারো নিকট পরাস্ত হইতে চান না। রূপ যে এত সূক্ষ্ম রেখার উপর নির্ভর করে,—তাহা নিদেশের ভাষাও যে এত আছে, তাহা আজ জানিলাম। এক একজন আসেন, আর নব নব ব্যাখ্যা শোনান।

মামার কর্ম-ফল মামিই ভোগ করিতে লাগিলেন। কর্ম-বাড়ি—কথা কহিবার উপায় নাই, এখনি অনর্থ ঘটিবে!

মা বলিলেন,—"দেরি হয়ে যাবে যে মা,—তোমাদেরি তো ভরসা। এর পর কথা কয়ো,—ও বেচারির···

আর বলিতে হইল না, বা মা'র সাহসে কুলাইল না। একজন বলিয়া উঠিলেন—"ওকে কি বলছি, ওকে বলব কেনো? তবে, সত্যি কথা কইতে হবে তো, সে—কি বউই ছিলো···"

মা বলিলেন,—আগে আলাপ হোক, তখন···

মা স্বভাবতই সশঙ্ক, তায় আজ কর্মবাড়ী, আর কথা যোগাইল না। থাকো-পিসি আসিয়া পড়িলেন,—"তোরা এখনো এই করছিস,—বেলা বেড়ে যাচ্ছে যে। উদিকে কোটা-মাছ বোধ হল যেন কমতে শুরু হয়েছে। বামন-বাড়ির কাণ্ড, আর দেরি করলে কি একখানাও থাকবে?"

সত্যভাষিণীরা রান্নার দিকে ছুটিলেন। হেমা, থাকো-পিসির দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে বলিতে গেলেন,—"বামনদের খোঁটা যেন

দিতেই হবে। ছেলেপুলের জন্যে দু'খানা যদি নেয়ই—তারা ওঁর মত মুড্‌লি করতে তো আসে না—কাজ করে।"

পিসি তখন মাকে বলিলেন,—"ওঠো দিকি,—মামিকে হাত-মুখ ধুইয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে, আগে কিছু মিষ্টি হাতে দাও। তারপর আমি নিয়ে গিয়ে পান সাজতে বসাই।" মামির দিকে ফিরে বললেন—"মেয়েদের অমন কত কথা হয়,—কাজে-কর্মে সকলকে আপনার ক'রে নিতে কতক্ষণ? তবে না বুঝবো—বুদ্ধিমতী, গুণেই সবাই বশ—"

মা মামির হাত ধরিয়া যেন নির্জীব নেকড়ার-পুতুল তুলিয়া লইয়া চলিলেন। আমি এদিক ওদিক করিতে লাগিলাম,—সেটা নিজের অপরাধের ছটফটানি ছাড়া আর কিছুই নয়। মামিকে না আনিলেই ভালো করিতাম।

জোড়াবাগানের মামির জন্য নারীজাতির সহানুভূতি—শোভন ও স্বাভাবিক। তাহাতে হৃদয়কে পাই, অর্থও পাই। ব্যথাব বিষয় হইলেও—উপভোগ্য। কিন্তু এই নিরপরাধিনীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুব ও রূঢ় ব্যবগারের সার্থকতা যে কোথায় তাহা বুঝিলাম না। একটি অপরিচিতা নবাগতা বধূকে পাইয়া, তাহারি সম্মুখে তাহাকে এরূপ নির্মমভাবে অন্তর্ঘাতী বাক্যে বিদ্ধ করিতে নারীজাতিব যে কেন বাধিল না,—এই কথাই আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। লজ্জায় ও ব্যথায় মামির সহিত সাক্ষাতের সাহস পর্যন্ত বহিল না।

এটা যেন কিছুই নয়,—অতি স্বাভাবিক, এই ধারণাই স্ত্রীপুরুষ মধ্যে তখন বদ্ধমূল। স্ত্রীজাতিরও যে সুখ-দুঃখ আছে, অন্ততঃ স্বস্তির দাবীটাও আছে, বহুদিনের অভ্যাসে তাহা তাঁহাবা নিজেবাই ভুলিয়াছিলেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা—বাক্যে কি কার্যে প্রকাশের উপায় ছিল না। স্ত্রী স্বামীকে দুঃখ কষ্ট জানাইতে, কোনো দিনই সাহস পাইতেন না; কারণ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামী প্রাতেই তাহা প্রকাশ করিবেন ও বলিবেন—শুনেছ, তোমাদের ব'য়ের দু'বেলা দশজনের বাসন মাজতে কষ্ট হয়!

স্বামীর এই বাহাদুরিটা, বাড়ির ও পাড়ার পাঁচজনের যেমন উপভোগ্য হইত ও

প্রশংসা পাইত, বধূর লজ্জা-লাঞ্ছনাও তেমনি তীব্র ও স্থায়ী চর্চার বিষয়ে দাঁড়াইত,—যেহেতু বিষয়টা ছিল স্বাভাবিক ও অশ্রুতপূর্ব!

অবশ্য বৃদ্ধ কর্তাদের অবর্তমানে, পরবর্তী প্রৌঢ় বা প্রবীণকে পত্নীর সহিত প্রকাশ্যে রহস্য ও হাস্যালাপ-মুখর দেখিয়াছি বটে;—কিন্তু পত্নীর সাধ-আহ্লাদ তখন পুত্র-কন্যার বিবাহে বা নাতীর অন্নপ্রাশনে গিয়া পৌছিয়াছে। যৌবন—নিভৃতে নীরবে তার দিন কাটাইয়া বিদায় লইয়াছে।

সেদিনের সামাজিক সংস্কার যতই বিসদৃশ হউক—তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীর আসন কোনো দিনই অস্বীকৃত হইতে শুনি নাই,—গৃহিণীর মতামতের মূল্য ছিল।

চাকুরিতে আমরা যেমন ধীরে ধীরে—জমি-জমা, স্বাধীন-বৃত্তি এমন কি মানুষের ও দেশের অনেকখানি খোয়াইতেছিলাম, মেয়েরা চাকুরিকে সম্মান দিয়া, তাহারই সাহায্যে অজ্ঞাতে বা পরোক্ষে নিজেদের শৃঙ্খল শিথিল করিয়া লইতেছিলেন। যাঁরা চাকুরি করিতে বা চাকুরি লইয়া বিদেশে যাইতেন, কিছুদিনে তাঁদের অনেকেই স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইতে আরম্ভ করেন। পল্লী-সমাজের বাহিরে ক্রমেই তাঁহাদের সংস্কার ও সঙ্কোচের দাসত্ব ঘুচিতে থাকে, তাঁরা অনেকাংশে মুক্তির আস্বাদ পাইতে থাকেন। চাকুরিকে সম্মান দেওয়া তাঁদের ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় নাই। বোধ হয় এইখানেই তাঁদের মুক্তি আস্বাদের প্রথম সূত্রপাত।

বারাসত ছাড়িয়া দিদিমা এতদিন এখানে থাকেন না,—এবার আছেন। আমার মনোভাব বুঝিয়া মা সহাস মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"তোর মামি এখানে থাকতে উনি যাবেন না।"

"কেনো?"

"অতো আমি জানি না, সে সব কথায় কাজ কি? খবরদার ও-সব চর্চা কোর না।"

দিদিমা ছিলেন মা'র সৎ-মা। মা তাঁকে যমের মত ভয় করতেন। তাই মামিকে প্রকাশ্যে ইচ্ছামত আদর যত্ন দেখাইতেন না,—নিজের কাছে লইয়া শুইতেন মাত্র। আমি মামির স্বপক্ষে কিছু বলিতে গেলে, মা ইসারায় নিষেধ করিতেন। মামি সবই বুঝিতেন,—তিনি সর্বক্ষণ কোনো না কোনো কাজ লইয়া থাকিতেন। তবে আঘাত ও অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য মা তাঁকে রান্নাঘরের কোনো কাজ দিতেন না, জানিতেন—দিদিমা 'ছোটোলোকে'র মেয়ের ছোঁয়া গ্রহণ করিবেন না,—যেহেতু পোষড়ার তত্ত্ব আসে নাই। মামা যে সে বাবদ নগদ কিঞ্চিৎ লইয়াছেন, সেটা তাঁর গণনার মধ্যেই নয়,—স্বতন্ত্র তত্ত্ব আসাও নাকি উচিৎ বা ভদ্রোচিত ছিল।

২৩

তখন 'কলি' যে আসিয়া পৌছিযাছেন এবং তাঁব কার্য আরম্ভ করিয়া দিযাছেন, সে সম্বন্ধে গ্রামে প্রবীণদের সন্দেহ ছিল না। কারণ মা-গঙ্গার জল কমিতে আরম্ভ হইয়াছে,—ঘাটে আর পূর্বের মত জল থাকে না, ভাঁটার সময় তিনি সোপান ছাড়িয়া গর্ভস্থ হন! কুটিওলাবাবুদের জুতা হাতে করিয়া, কাদা-পায়ে বাড়ি ফিরিতে হয়। বিলিতি-ভাগীরথকে ভাগীরথীর ভাগ-বাঁটরা আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের স্থানে স্থানে তাঁর কতকটা চালান দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন, সে সংবাদ পল্লীতে পৌছায় নাই। সেখানে কলিব প্রভাবই সুস্পষ্ট দাঁড়াইতেছিল। শাস্ত্র, ভগবান ও অদৃষ্ট— এই তিনটি ব্রহ্মাস্ত্র, দেশটাকে বহু দ্বন্দ্ব ও দুর্ভাবনা হইতে রক্ষা করিত। মাতুল সেদিন যথারীতি জুতা হস্তে বাড়ি ফিরিলেন ও সজোরে জুতা জোড়াটি চণ্ডিমণ্ডপে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াই রুদ্র-চিৎকারে,—"দিদি শীগ্‌গির ভাত বাড়ো" বলিয়াই, পা ধুইতে পুকুরে নামিলেন! এরূপ ঘটনা নূতন নহে, তবে আওয়াজটা আজ যেন বেসুরো বাজিল। সকলেই ভাবিলেন—সীতাহরণের রিহার্সেল জোর চলিয়াছে, মামা রাবণ, তাই এত তাড়া।

আহারে বসিয়া,—ভাত ডাল, ঝোল অম্বল সকলেই আজ একযোগে মামার উদরে দ্রুত 'মার্চ' করিয়া চলিল।

বলিলাম—"করচেন কি? যাত্রার রাবণকে তো আর আহারের পরিচয় দিতে হবে না"...

মামা পাতে কিছু ফেলিতেন না—শত-অন্নও না, ইহাই ছিল তাঁর সনাতন নিয়ম! আমার কথার উত্তর না দিয়া, সেই না-ফেলার কাজেই ব্যস্ত রহিলেন। শেষ জলের ঘটি নিঃশেষ করিয়া বলিলেন,—প্রকাণ্ড তেঁতুলে বিছেয় কাঁমড়েছে রে, পা দেখছিসনা—উঃ, কী ভয়ঙ্কর জ্বলছে!" বলিয়া অধীর ভাবে মাথা চালিতে চালিতে উঠিলেন। এতক্ষণ তিনি বোধ হয় আহারের দ্রুততার সাহায্যে, গ্রাসে গ্রাসে যাতনা হ্রাসের উপায় খুঁজিতে ছিলেন বা সেটাকে জব্দ করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

"উঃ, মাথা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে,—দিদি শীগ্‌গির দু'টো পান"...

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া মা'র হাত পা আসিতেছিল না, আমি পান আনিতে ছুটিলাম। মা কেবল বলিলেন—"এত যন্ত্রণার ওপর ভাতটা না খেলেই হোতো "

"যুঝতে হবে তো দিদি" বলিতে বলিতে ছুটিয়া একদম ছাদের উপর গিয়া উঠিলেন এবং যুঝিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন!

দিদিমা দালানের এক প্রান্তে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন অর্থাৎ মালা তাঁর ভয়ে চরকির মত ঘুরিতেছিল—কান ও মন ছিল অন্যত্রে। আমি পান লইয়া দ্রুত যাইবার মুখে তিনি হঠাৎ হাউইয়ের মত বেগে উঠিয়াই হাতের এক থাবায় তাহার সদ্‌গতি করিয়া সচিৎকারে বলিযা উঠিলেন—"আবার ওর হাতের পান!—ওই অলুক্ষুণে বউ আমার দিনোকে না মেরে যাবে? আজ বিছেয় কামড়েছে, কাল সাপে না খায় তো কি বলেছি—তা দেখে নিস্ লিখে রাখ্..."

আর বলিতে পারিলেন না, রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন,—যেন

জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ! মামা তখন full speed ধরিয়াছে,—যেন , য পলায়তি স……, পাঁচ সাতটা একযোগে সরিতেছে !

ছাদে মামার মুখে যুঝন-সঙ্গীত ও পায়ে রুদ্র তাল চলিয়াছে ; নিচে দিদিমার দীপক !

মা'র বাকরোধ, মামির অবস্থা দেখিবার লোক নাই—দেখিলেও সবটা বুঝিবার সামর্থ্যও কারো নাই।

আমি দিদিমাকে অভয় দিবার জন্য যেন জনান্তিকে বলিলাম—"মামার হাতে যে মাদুলী আছে"…

দিদিমা সপ্তমে বলিলেন—"ডাকিনীর কাছে আবার মাদুলী, ওরা গুণগান্ জানে কতো ! দিনোর সঙ্গে দেখা হলে কি আর ছেলে ফিরে পাবো"—

যাক্—রাতটা এই ভাবেই কাটিল। একা মামার আহারেই সকলের আহার শেষ ! মামি যে বেঁচে আছেন—সেরূপ কোনো চিহ্নই দেখিলাম না। মা একান্তে বলিলেন,—"তোর দিদিমা আজ যে কথা উচ্চারণ করেছেন, এর পর তোর মামিকে আর এখানে রাখা উচিত হবে না, তাকে জ্যান্তে মেরে রেখে আর কাজ নেই।" আমারো মন তাহাই বলিতে ছিল।

মামি যে মরার মত বিছানায় পড়িয়াছিলেন,—সে দিকে চাহিয়াও তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তিনি সাশ্রুনেত্রে উঠিয়া আসিয়া অতি দীনার ন্যায় বলিলেন, —"আমাকে তুমি বাড়ি পাঠিয়ে দাও, সকালে আমার মুখ যেন কেউ না দেখে। এ কষ্টটুকু তুমি ছাড়া আর কে করবে। আমি তোমাদের যত্ন কোনো দিন ভুলতে পারব না—সেই টুকুই আমার সুখ বলে থাকবে। মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিও,—তোমার মা'র সংবাদ যেন আমি পাই"…

তার পর সে কি নীরব পাষাণদ্রবী কান্না ! সে করুণ ছবি ভাষায় ফোটে না। আমিও চোখের জল রোধ করিতে পারি নাই।—সান্ত্বনা দিবার কিছুই ছিল না, তবু মূঢ়ের মত কি যে বলিয়াছিলাম আজ তাহা মনে নাই। স্মরণ থাকিলে লজ্জাই পাইতাম।

ছাদে গিয়া দেখি মামা যুঝিতেছেন, মা তাঁর পায়ে কিঁসের প্রলেপ দিতেছেন ; দিদিমা অবিরাম বকিয়া চলিয়াছেন,—সে সব নীতিকথা আমার শুনিবার অবস্থা নয় এবং কাহারো প্রীতিকর নয়। এ-মামির বংশটা যে খাঁটি ছোটো-লোকের বংশ, তাহারি অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ।

রাত্রেই গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম,—মা অন্যান্য ব্যবস্থা সারিয়া রাখেন। প্রভাত না হইতেই মা ও মামির চক্ষের জলের মধ্যে রওনা হইয়া পড়িলাম। লজ্জায় ও দুঃখে নীরবেই অর্ধপথ অতিবাহিত হইল। আমার অবস্থা বুঝিয়া মামিই কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"এতে নতুন কি আছে, তুমি দুঃখিত হচ্ছ কেনো? বউয়েদের প্রায় সব ঘরেই এ-সব শুনতে আর সইতে হয়,—তিন চার ছেলের মায়েদেরও", ইত্যাদি।

বাড়ি যত সন্নিকট হইতে লাগিল, মামি আর বধূ রহিলেন না,—মুক্তির আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায় তাঁর চোখে মুখে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর সহজ ও জড়তামুক্ত হইল। বলিলেন—"তোমাকে না-খেয়ে যেতে দেব না কিন্তু।" বলিলাম—"সেখানকার অবস্থা তো জানো মামি, মামা কেমন থাকেন, তাঁর সেবা, ব্যবস্থা—সবই তো আমার ভার। মা দেখলেও দিদিমা আমাকে ক্ষমা করবেন না। যেদিন হয় এসে খেয়ে যাব,—আজ নয়।"

মামি বুঝিলেন, বোধ হয় একটা নিশ্বাসও পড়িল। গাড়ি আসিয়া পড়ায়,—ব্যস্ত ভাবে বলিলেন—"সেখানকার কোনো কথা এখানে কাকেও বোলনা যেন,—যা বলবার আমিই বলবো—ভয় নেই" বলেই হাসির আভায় তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

গাড়ি থা'মল,—মামি নামিলেন, আমাকেও নামিতে হইল। বাপ মা ভাই ভগ্নী ও প্রতিবেশিনীদের মধ্যে মামি হাসিমুখে বিজয়িনীর মত উপস্থিত হইলেন এবং সেই সুরেই পরিচয় ও প্রশংসা আরম্ভ করিলেন,—যেন কত আদর-যত্নে কয়দিন কাটাইয়াছেন। শুনিয়া সকলেই খুসি হইলেন এবং মামির ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। আমি সেই অনুপাতেই লজ্জাভোগ করিলাম।

আহা‌র্দির জন্য পীড়ন হইতে মামিই আমাকে রক্ষা করিলেন। জলযোগান্তে সেই গাড়িতেই ফিরিলাম। মামি অবসর মত দৃঢ়ভাবেই আমাকে জানাইয়া দিলেন,—"তুমি কিছু ভেব না"—অর্থাৎ তাঁর মুখ থেকে কোন কথাই বেরুবে না। নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম,—এঁরা জন্ম-মাতা! মামি আমাকে অভয় দিলেন প্রবীণার মত। সে আশ্বাসে সন্দেহের স্থান নাই। সমাজ ও সংসারের সংস্কার এঁদের বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতাকে সহজেই প্রগতি দেয়। বাড়ির ঝি সঙ্গেই ছিল, বলিল—"মামি কত বুদ্ধি ধরে দেখলে মেজবাবু? মেয়েরা শ্বশুর-বাড়ির নিন্দে সইতে পারে না—সেইটেই যে তার আপন ঘর। আহা ঘর করতে পায়,—তবে না!"—ওই কথাটাই ভাবিতে ছিলাম। মানুষ মানুষই—ইতর-শ্রেণীর মধ্য হইতে সহানুভূতির সাড়া আসিয়া ভদ্রের অভদ্রতা সুস্পষ্ট করিয়া দিল।

বাড় ফিরিয়া দেখি—দিদিমা মোড় ফিরিয়াছেন।—"না বলা না কওয়া, না দিন না ক্ষণ, তুই যে বড় বাড়ির বউকে বিদেয় ক'রে এলি"!

এ আবার কি? বলিলাম—"নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, এক হপ্তা বলে এনেছিলুম—তিন হপ্তা হয়ে গেছে, তাই—

"তাদের জোর নাকি, এক হপ্তা আবার কি? আমরা যদি আর না পাঠাই—তার বাপের সাধ্যি আছে" ইত্যাদি।

"তা ঠিক, তবে এটা তো ঠিক, বউ আনা হয়নি দিদিমা।"

কে শোনে, আবার সেই দিন-ক্ষণের কথা, ভালো-মন্দের কথা।

"দিন দেখে তো আনাও হয়নি দিদিমা। কাল তুমি যা বললে সে কথাও তো মিছে নয়, অসম্ভবও নয়।—পাড়াগায়ে তো সাপের অভাব নেই, কাজ কি বিপদ ঘরে পুষে…"

"ওঃ, আমার ছেলের মঙ্গল আমি দেখব না—আমার ওপর ঠেশ দিয়ে কথা…"

যাঁরা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁরাও দিদিমার দিন-ক্ষণের কথা সমর্থন করিলেন।

"মামির জন্যে শুভদিন দেখবার যে আবশ্যক আছে, সেটা আমার মনেই হয়নি,—ভুল হয়েছে···"

"তোমার ভুল হতে পারে—তা বলে ছোট-গিন্নির তা হওয়া"···

"তিনি অনেক নিষেধ করেছিলেন, আমি তা রক্ষা করতে পারিনি" বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

শুনিতে পাইলাম দিদিমা বলিতেছেন—আমাকে অপমান করবার জন্যে এটা করা হল—আমিই যেন দুষী। আর সে বউয়ের মুখ দেখি তো"···

মামা বহির্বাটিতে নিজের ঘরে শয্যা লইয়াছেন,—পা ও পেট দুই সমান ফুলিয়া—একশো দুই জ্বর। বৃদ্ধ মধু ডাক্তার মহাশয় ছিলেন,—গ্রামের অবৈতনিক চিকিৎসক। সখের যাত্রার নেশা তাঁহার পেশার শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় ছিল।—সুচিকিৎসক হইলেও প্রায় নিরন্ন। গ্রামে রোগাভাব ছিল না, কিন্তু অনেকেই তাঁর যাত্রার দলের লোক—সুতরাং ভিজিট ও ঔষধের মূল্য-মুক্ত! বিত্থাথা বালক সুশ্রী হইলে ভবিষ্যতের আশার বস্তু ও উদীয়মান অভিনেতৃ রূপে তাঁর নজরে থাকিত। সে সব বাড়ির লোকেরাও বিনা ব্যয়ে তাঁর সাহায্য পাইত! নিজে ছিলেন সুকবি, নিজেই নাটক রচনা করিতেন। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে ডাক পড়িলেও মধু ডাক্তার হাজির, আবশ্যকস্থলে সারারাত রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত। এমন সদাশয়, সহৃদয়, সুরসিক লোক এখন দুর্লভ।

সঙ্গীত রচনা করিতেনও সুন্দর। এখন মনে নাই, দু'এক লাইন মনে পড়ে, সামান্য পরিচয় রূপে তাহা দিতেছি—

প্রবোধে আমারি মন আরো প্রবোধ মানে না,
কথায় কি নিবারে সতী—পতি-বিচ্ছেদ যাতনা।
বাড়বানল উজলে—শীতল না হয় সিন্ধু জলে,
দহিলে বন দাবানলে,—জল-সিঞ্চনে নেবে না।

* * *

(২) মেঘ ভয়ে দিনপতি, রোধে কি আপন গতি,
নিরখি তারকা ভাতি—শশী কি শঙ্কিত হবে।

বঙ্গবিশ্রুত দুর্গাচরণ ডাক্তার ছিলেন তাঁহার বন্ধু, মধু ডাক্তারের উপর তাঁর বিশ্বাসও ছিল প্রগাঢ়—তাঁর ব্যবস্থা কখনো বদলান নাই। ডাক না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে মধুর সঙ্গ করিতে আসিতেন। মধু কিন্তু চিরদিনই মধু বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—উপার্জনে উৎসাহ ছিল না, উপকারেই তাঁর দিন কাটিত। দেখি, তিনি মাতুলের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আছেন। পেটের ও পায়ের অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন—"তোমার প্রয়াস দেখে প্রশংসা করতেই হয়, কিন্তু তোমাকে তো রাবণ হতে হবে না, রাবণ সাজতে হবে, এত ফোলবার দরকার নেই। ওষুধ দিচ্ছি—ও সব চুপসে যাবে—তাতে দুঃখিত হয়ো না। ভয় নেই—রাবণ বিছের কামড়ে মরে নি।"

মামা বলিলেন—"বড় খিদে।"

বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার বলিলেন—"সত্যকে আশ্রয় করলে জয় সুনিশ্চিত, অভিনয়ের কথা ভুলে যেতে হয়,—তদ্-ভাব তবে আসে, মামার সিদ্ধি সন্নিকট, নিজেকে রাবণে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন, নচেৎ পেটে তিন দিনের মাল মজুদ থাকতে, ক্ষুধার তাড়না আসতো না। এগুলো তোমাদের শেখবার জিনিস। যাক—অতটা কাজ নেই মামা, ওগুলো হজম হয়ে যাক—দুটো দিন জল-বার্লি চলুক, তারপর এক-আদটুক্‌রো পাঁউরুটি খেও।"

গোবিন্দবাবু বললেন,—"তা হলে আজই একজন duplicate ঠিক করুন ডাক্তার মশাই, ও ব্যবস্থায় ও-তো আর বাঁচবে না;—সম্প্রতি আবার বিবাহ করেছে···

ডাক্তারবাবু বললেন,—"তবে আবার ভয় করচো কেনো? সেইটেই তো ডাক্তারদের হাত-যশের কারণ, ওষুধে আর ক'টা বাঁচে। এদেশের লোকের পরমায়ু এত কেনো? দু'চার ডজন বিবাহ করেন,—কোনো না কোনো সাধ্বীর 'এওতের' জোরে তাদের টেনে রাখে। প্রথা মন্দ নয় হে···

খগেনবাবু উপস্থিত ছিলেন না, ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন,- শীগ্‌গির শীগ্‌গির সারিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, আমাদের রামছাগলটা ফসকায়—

ডাক্তারবাবু বলিলেন—'সীতা-হরণের' পালা, মৃগ তো মিলবেই, মুখ বদলে ফেলো।"

ইত্যাদির পর ডাক্তারবাবু উঠিলেন।

মামিকে রাখিয়া আসায়, সর্পাঘাত বাঁচিলেও দিদিমার দংশনে আমি এবং পরোক্ষে মা জর্জরিত। তাহাতে পাড়ার মেয়েদের সহানুভূতি দিদিমাকে বিষ যোগাইল কম নয়। মামা জ্বরমুক্ত হইবার পূর্বেই দিদিমা বারাসত চলিয়া গেলেন, এবং বলয়াও গেলেন—"তাঁকে তাড়াবার জন্যেই এটা করা হয়েছে।" তার এ অনুমান যে অকাট্য সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ রহিল না—পাড়ার মেয়েরা সকলেই নীরবে সমর্থন করিলেন।

মাতুল তেরো দিন যুঝিবার পর উঠিলেন। তাঁহারি জন্য বা যে কারণেই হউক, ঠিক সেই সময় রায়-কোম্পানীর ব্রহ্ম-পাক পাঁউরুটি-বিস্কুট জন্ম লইয়াছে ও পল্লীপ্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে। ফেরিওয়ালাদের মূর্তি ও ডাক—যমের ডাকের মতই ভীতির সঞ্চার করিতেছে।

একদিন প্রলম্ব-যজ্ঞোপবীত-প্রধান এক কঙ্কাল-মূর্তি সাড়ে তিন টাকার এক বিল উপস্থিত করিল। ব্যাপার কি? শুনিলাম—এবং বুঝিলাম, এ-কয়দিন তাহাকে কষ্ট করিয়া গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিতে হয় নাই,—এক চ্যাঙারি মাল নিত্যই মামার গর্ভে দিয়াছে বা গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় মাতুল বলিলেন,—"ওতে আর কি থাকে,—তা না তো কি ডাক্তারবাবু খেতে বলেন!"

রায় কোম্পানীর 'ভাগ্যে'র জোরে মামা সত্বরই আরোগ্য লাভ করিলেন।

শুনিলাম, দিদিমা বারাসত যাত্রার পূর্বে মামাকে দুইটি আদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং আরোগ্য লাভান্তে তাহা যেন সত্বর প্রতিপালিত হয় সে সম্বন্ধে কড়া হুকুমও দিয়াছেন। প্রথম নম্বর,—তারকেশ্বরে যাইয়া মাথার চুল দেওয়া চাই-ই। দ্বিতীয়—মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণে শরীর শুদ্ধ করা!

মামাকে যখন প্রথম পাই, তখন তাঁহার চুল ছিল স্কন্ধ-বিস্তৃত,—সেকালের পাইক বা ঢুলিদের মত। অনেক কাট্‌-ছাঁটের পর তাঁহাকে ভব্য করা হয়। এখন মনে হয়, মানুষ কতটুকুই বা বোঝে, তিনি যে আমাদের সত্য-বোধের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেটা বুঝিতেই পারি নাই। এখন দেখি দেশে সেইটাই সাদরে গৃহীত হইতেছে। নবগ্রহ—পর্যায়ক্রমে তার কাজ সারিয়া চলে।

তখন বাবরির বাহার ছিল দিল্লী লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে, এখন সেখানে দশ আনা-ছ' আনা হানা দিয়াছে,—টিকি অণুবীক্ষণের অধীন। সায়েব-মেমেরা কবে নেড়া হবে জানি না, তবে আশা করিতে বাধা নাই,—"আসিবে সে দিন আসিবে।" আসিলেও বাঙলার কাছে কাহারও বাহাদুরির আশা নাই,—আমাদের 'নেড়া-নেড়ি'র ঐতিহ্য প্রায় পাঁচশো বছর ahead (এগিয়ে আছে), যাক,—মামার ঝোঁকটা কিন্তু বাববির দিকেই ছিল বরাবর। তাঁর সৌন্দর্য-বোধকে মধ্যে মধ্যে কেবল জোর করিয়া ক্ষুণ্ণ করা হইত। এখন সেটা অপরাধ বলিয়াই মনে হয়।

এবারও তিনি অলক্ষ্যে আমাদের প্রচলিত মাপের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন,—সুতরাং তারকেশ্বরে চুল দিতে যাওয়াটা, সহজেই সকলের সমর্থন পাইল। কিন্তু বিপদ হইল আমার,—তিনি আমাকে সঙ্গে চান। চাওয়াটার কারণও ছিল,—দ্রুত লায়েক হইযা পড়ায, বিনা দরখাস্তেই আমাকে তিনি প্রায় প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারির পদটি দিয়া ফেলিযাছিলেন।

'Hope' বলিয়া ইংরাজি সাপ্তাহিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয়ের উৎসাহ-উদ্‌যোগে অল্পদিন হইল তখন তারকেশ্বর লাইন খুলিয়াছে। হাঁটাপথে প্রাণ হাতে করিয়া কইকালার মাঠ পার হইতে হয় না। সেটি ছিল যমের

এলাকা। বিশেষ ভাবে দলপুষ্ট না হইয়া সে পথে চলা আর স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা একই কথা ছিল। দু'একজন থাকিলে দিনমানেই ঠ্যাঙাড়ে নরহন্তাদের কাছে নিস্তার ছিল না। এখন সে চিন্তা না থাকায় অনায়াসেহ উভয়ে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম।

মানুষের চিন্তা তো এক নহে—বহু এবং বিবিধ। মামা বলিলেন,—"ত্থাখ, কালির দোকানে খুব সুন্দর থাড়িমুসুর ডাল এসেছে—চট্ পাঁচ-পো নিয়ে নে। কি জানি বিদেশ, পাওয়া যাবে কিনা, ও অনিশ্চিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর আধ-পো পুরোনো তেঁতুল; হ্যাঁ—গরম মশলাটাও—বুঝলি। চাল ঘি পাওয়াই যাবে। সেটা এলোকেশী-বেগুণের দেশ রে,—তোফা ভাজা যাবে" —ইত্যাদি।

বিরক্ত ভাবেই বলিলাম—"একটা শুভ সঙ্কল্প নিয়ে যাত্রার সময়, ও-সব অযাত্রার বালাই কেনো? ওর তো আর আকাল পড়েনি,—ও-সব সর্বত্রই পাওয়া যায়……

সবিস্ময়ে বলিলেন,—"থাবার জিনিস—অযাত্রা কিরে! মাটির দেবতাও না খেয়ে থাকেন না—ভোগ দিতে হয়,—ফাঁসির আগেও খেতে দেয়; পেট যে সবার বড় দেবতা। কোথাও যাসনি তো, জানিস না,—ট্রেনে চাপলেই ক্ষুধার উদ্রেক—ধরা কথা। হাওয়া রে হাওয়া,—হাওযার গুণ। দেশ-বিদেশের হাওয়া লাগতে লাগতে যায় কিনা—হু হু শব্দে খিদেও বেড়ে যায়। এক্‌খুনি টের পাবি,—বদ্দিবাটি না পেরুতেই খিদেয় চোকে-কানে দেখতে পাবিনি। ছট্‌ফট্ করতে হবে।"

বৈগুবাটি স্টেশন তো পৌছিব এক ঘণ্টার মধ্যেই, তাহাতে যে এত বড় আশঙ্কার কারণ আছে তাহা পূর্বে শুনি নাই। তদ্ভিন্ন মামাকে তো কলিকাতা ভিন্ন, ট্রেনে অন্য কোথাও যাইতে দেখি নাই। এ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলেন কবে? তবে কি আমাদের অজ্ঞাতে, পশ্চিমাঞ্চলে কাহারো কুলরক্ষা করিয়াছেন? কিছুই অসম্ভব নয়।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে—খাড়িমুস্থর ডাল ও গরম মশলা লইতেই হইল,—তেঁতুল বাদ দিলাম।

সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল। বালী স্টেশনে তরমুজ দেখিয়া মামা বলিলেন—"বালির তরমুজ প্রসিদ্ধ রে—দুটো নিয়ে রাখা ভালো—পথের সম্বল। তেষ্টা তো পেয়েই রয়েছে,—যেখানে সেখানে জল খাওয়া ভালো নয়?" একজন যাত্রী বলিলেন—"তারকেশ্বরে যাচ্ছেন তো, সেখানে যথেষ্ট পাবেন, এখান থেকে বইবেন কেনো, কতক্ষণেরই বা পথ"...

মামা একটু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন—"বইতে হবে কেনো মশাই?" আমাকে বলিলেন—"ছুরি সঙ্গে আছে তো?"

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল—তরমুজের গোল মিটিয়া গেল। মামা কিন্তু চটিয়াই রহিলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকাব পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এই যে তেষ্টা পেলে,—এখন?"

বলিলাম—"একটা পান খান না"...

চড়া সুরেই বলিলেন,—"তরমুজ আর পান?" কিছু প্রত্যাখ্যানের অভ্যাস নাই. শেষ বলিলেন—"দে।"

একটু সরস হইয়া বলিলেন,—"গ্যাখ্—একপো ঘি দিলেই তোফা হবে—হবে না?"

—"কিসে?"

"খিচুড়িতে,—আবার কিসে! খাড়িমুস্থর নেওয়া হ'ল আর কেনো? এক পাকেই ফতে। রাস্তার অমন ব্যবস্থা আর নেই। দেখিস কি চিজ্ বানাই! পৌছেই—কাট এনে উনুন ধরিয়ে ফেলবি,—আর ওই এলোকেশী-বেগুন—আধসের।—সব মনে পড়ছে না: হ্যাঁ—চারটে ওলা এনে চট্ ভিজিয়ে দিবি,

—পাঁচ মিনিটেই সরবৎ। ওইটেই ওখানকার মাহাত্ম্য। সেটা টেনেই কাজে লাগা আর কি। এক ঘণ্টায় নাবিয়ে দেব,—তোর কিচ্ছু কষ্ট হবে না।”…

যেন বন-ভোজনে চলিয়াছি এবং আমিই ক্ষুধায় কাতর!

মধ্যে মধ্যে এলোকেশী-বেগুণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন,—“বেশ কালো কুচ্‌কুচে দেখে নেওয়া চাই—আর বোঁটা নরম, বুঝলি?”

যে কাজে চলিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র নাই! অন্যান্য যাত্রীরা অবাক! তাঁহারা শুনিতেছিলেন, সকলের মুখেই হাসির আভাস সুস্পষ্ট।

তরমুজ-প্রসঙ্গে অপ্রতিভ যাত্রীটি সামনের বেঞ্চিতেই ছিলেন, বলিলেন—

“এলোকেশী-বেগুণের নাম তো কখনো শুনিনি মশাই—”

মাতুল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নিবাস?” এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন—“চাটগাঁ বুঝি?”

আমি ভীত হইলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শান্ত প্রকৃতির লোক, হাসিমুখেই বলিলেন—“না—কলাবাড়ি জয়নগর।”

“ওঃ, কলাবাড়ি! তাই…”

“আমরা তো মশাই ‘মুক্তকেশী’ই বলি…

“আপনি সবই বলতে পারেন—যা ইচ্ছা বলতে পারেন—‘কামরাঙা’ও বলতে পারেন, ‘বৈশম্পায়ন’ও বলতে পারেন”…

সর্বনাশ—মামার আজ হ’ল কি! এ যে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বলক্ষণ! মামাকে তো পূর্বে কখনো এরূপ রূঢ়ভাবব্যঞ্জক সরস শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই! এর জন্ম বোধ হয় সেই পরিত্যক্ত তরমুজের গর্ভে। দুঃখ বা রোষের প্রকাশ-ভঙ্গী কখনো কখনো বক্তার অজ্ঞাতে রস-সৃষ্টি করিয়া বসে। এও তাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মামার কথাটা বোধ হয় উপভোগই করিয়া থাকিবেন,—হাসিমুখে চক্ষু বুজিয়া নীরব হইলেন। ফাঁড়া কাটিল।

ব্যাপারটা ভুলিতে পারি নাই। এতকাল পরে এই সেদিন কলিকাতার কোনো এক সাধারণ রঙ্গালয়ের কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আসিয়া একজন

অভিনেতা দুঃখে ক্ষোভে রোষে অভিযোগ জানাইবার সময় বলিলেন—"আমাদের আর পোছে কে,—আমরা তো 'কেলেল্লা'র দল মশাই, যা যখন বলতে বলেন তাই বলি। এখন 'হীরেনালে'র যুগ—তাঁদেরই আদর,—যা যোগায় তাঁরা ঝাঁ ক'রে বলতে পারেন,—'বনমালী'কে 'ধনেখালী' বললেও করতালি পান। যেহেতু—হাতখানা দর্শকের দিকে সোজা এগিয়ে গেছে—আঙুল তাঁদের লক্ষ্য ক'রে চোখ গালতে প্রস্তুত; তখন কি বলা হ'ল তা শোনে কে। ঘরের পয়সা দিয়ে অন্ধ হতে তো কেউ আসেনি,—দে' বাবা করতালি,—চোখ তো বাঁচুক। আমাদের জন্মটা কিন্তু হাত-জোড় করেই গেল মশাই;—" ইত্যাদি।

ক্রমে বুঝিলাম—'কেলেল্লা'র অর্থ—'কালী'ও বলতে হয়, 'আল্লা'ও বলতে হয়,—যখন যা বলান অর্থাৎ 'কালী' ও আল্লা'র সংমিশ্রণে 'কেলেল্লা' শব্দের জন্ম; 'হীরেনাল' অর্থে red hero বা প্রিয়পাত্র। এ সব—রোষ ও অভিমানের সরস দান।

তাই সেদিনও মামার সেই বহুদিনের 'বৈশম্পায়ন'কে মনে পড়িয়াছিল।

যাক্,—ভদ্রলোকটি চক্ষু বুজিযাই রহিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম,—ভদ্রলোকটি তো ঠিকই বলিয়াছেন, মামা 'এলোকেশী-বেগুন' পাইলেন কোথায়? 'মুক্তকেশী'ই তো প্রচলিত।

সহসা দশ বারো বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন বঙ্গ-বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতে পড়ি। তারকেশ্বরের মোহান্ত, নিকটস্থ গ্রামের একটি কুলবধূর উপর অত্যাচার করে। বধূটির নাম ছিল এলোকেশী,—স্বামীর নাম নবীন। নবীন তখন অন্যত্র গিয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিয়া পত্নীর মুখে ঘটনা শ্রবণান্তে বুঝিলেন, স্ত্রী নিরপরাধিনী। প্রবলের ষড়যন্ত্র ও শক্তি অসহায়া তরুণীর এই দুর্দশা ঘটাইযাছে। তাঁহার অভিযোগ শুনিবার বা স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবার লোক মিলিল না। তিনি সেই রাত্রেই স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার সকল চেষ্টাই পান, কিন্তু প্রবল অত্যাচারীর নিষেধ থাকায় একটি প্রাণীও তাঁহাকে

সাহায্য করিতে সাহস পাইল না। স্ত্রীকে অন্যত্র লইয়া যাইবার কোন উপায় না পাইয়া নবীন জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্ত অবস্থায় শেষ স্ত্রীকে হত্যা করিয়া, স্বয়ং থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করেন।

এই ঘটনা লইয়া তখন দেশব্যাপী আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহাতে দেশের সর্বসাধারণের, এমন কি তখনকার মেম-সায়েবদের পর্যন্ত সহানুভূতি, নবীনের প্রতি সমধিক প্রকাশ পায় এবং সেই অনুপাতেই মোহান্তের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আক্রোশ জাগে। বিচার শেষ হতে বহুদিন লয়,—শেষ—মোহান্তের জেল ও নবীনের দ্বীপান্তর ঘটে।

সে সময়,—কি বৈঠকে, কি পথে-ঘাটে-হাটে, স্ত্রীপুরুষ মধ্যে—'মোহান্ত-এলোকেশী' বা 'নবীন-এলোকেশী' ছাড়া প্রসঙ্গই ছিল না। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এই আলোচনায় পূর্ণ। বটতলা প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন পুস্তিকা-প্রকাশ তৎপর—ছড়ার ছড়াছড়ি। হাটে পথে স্টেশনে তার সহস্র সহস্র গ্রাহক, সুতরাং সহজেই তাহা সুদূর পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িত। অল্প দিনেই 'নবীন-এলোকেশী' প্রবচনে দাঁড়াইয়া যায়,—'এলোকেশী চুড়ি', 'এলোকেশী শাড়ি', চিত্রাদি, দেখা দেয়। এমন বাড়ি ছিল না যেখানে তাহারা প্রবেশ করে নাই। ভিক্ষুকেরা মোহান্তের কীর্তি গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিত,—বঙ্গ-কুলাঙ্গনারা পয়সা দিয়া সাগ্রহে তাহা শুনিতেন।

—দেশে একটা উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য কিছু ঘটিলে, এখন যে পথে ঘাটে স্টেশনে, সে সম্বন্ধে এক পয়সার ছড়া-পুস্তিকা সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয়, তাহার জন্ম ও আবির্ভাব, বিশেষ ভাবে সেই 'মোহান্ত-এলোকেশীর' ঘটনা হইতেই।

ফল কথা—এতটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য বাংলার সর্বস্তরে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

মামার 'এলোকেশী বেগুণ' সম্ভবতঃ তারকেশ্বরের সেই স্বনামধন্যা এলোকেশীর প্রভাব প্রসূত বলিয়াই মনে হয়।

গরমের দিন, তায় ট্রেনের বৈচিত্র্যহীন গতির একঘেয়ে সুরে আরোহীদের নিদ্রাকর্ষণ করিতেছিল। হেনকালে প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া মামা সজোরে "ঘ্যাচাং" শব্দে এমন একটি প্রলয়-হাঁচি হাঁচিলেন,—সকলে শশব্যস্তে শিহরিয়া চাহিলেন। আমাদের পূর্বপরিচিত প্রৌঢ়, সামনা-সামনিই ছিলেন,—নিশ্চয়ই গাঢ় নিদ্রায়। তিনি 'কলিসন্' হইল ভাবিয়া তারস্বরে 'মধুসূদন মধুসূদন' বলিয়া—না চাহিয়াই দিশাহারা ভাবে সম্মুখস্থ মাতুলকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মামা বারুদ। আরোহীদের হাস্য—ভদ্রলোক লজ্জিত। বলিলেন—"মাপ করবেন মশাই—আমার সত্যই মনে হ'ল ইঞ্জিন চুরমার হয়ে গেল"—

মামা সে কথার জবাবে কেবল বলিলেন,—"মানুষ তেষ্টায় মরছে,—লোকের ঘুমও আসে!"—নিদ্রাটাই যেন ঘটনাটার কারণ।

বুঝিলাম—তরমুজের তাপ বা মনোস্তাপ এখনো মামার মাথায় তুঙ্গী।

এইরূপে ভালোয়-ভালোয় তারকেশ্বর স্টেশনে পৌঁছান গেল।

"কিছু যেন গাড়িতে ফেলে আসিসনি" এই বলিয়া মামা নামিয়া পড়িলেন। পিতলের ছোট একটি ঘড়ায় পূজার জন্য গঙ্গাজল ছিল। সেটি একদম শূন্যই পাইলাম,—বোধ হয় তরমুজ না লওয়ার সাজা হিসাবে সব জলটুকু মামা কখন উদরস্থ করিয়াছেন।

নামিয়া দেখি- মামা তাঁর দেশস্থ এক পরিচিত বৃদ্ধকে পাইয়া মহাহ্লাদে বাক্যালাপে ব্যস্ত। আমাকে বলিলেন—"ভট্‌চায্যি মশাইকে প্রণাম কর।"

তিনি কাজ সারিয়া ফিরতি-ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেশের কথা আর শেষ হয় না। জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রে কি সংযম ক'রে থাকবে?—জলটল খেয়ে থাকতেও পার।"

মামা বলিলেন,—আজ্ঞে না, ওই এক পাকে যা হয়, খিচুড়ি নাবিয়ে নেব'খন। আর এলোকেশী-বেগুণ তো আছেই"...

ব্রাহ্মণ বাধা দিয়া বলিলেন,—"না বাবা, শুভকাজে এসে প্রথমেই খিচুড়িটে পাকিয়ো না দিনে, ওটা ভালো নয়, বরং লুচি ভেজে খেও। একটা রাত বইতো নয়,—বুঝলে ?"

মামা আর কথা না বাড়াইয়া—"বেশ, আগে বাসাটা তো দেখি" বলিয়াই দ্রুত পা বাড়াইলেন ;—আমি অনুসরণ করিলাম। বুঝিলাম, ভট্‌চায্যি মশাই বজ্র হানিলেন। বাংলায় একটা নিষেধ বাক্য আছে—বিপদের সময় 'মামা ভাগ্নে একত্রে থাকিতে নাই, একত্রে নৌ-যাত্রা করিতে নাই। সে-কালে ট্রেন অবশ্য ছিল না। দেখা যাক্—কি হয়।

মামা অগ্রসর হইয়াই বিকৃত ভঙ্গিতে বলিলেন,—"বেটা পণ্ডিত, এখানেও পণ্ডিতি ফলানো। লক্ষ্মীপূজো থেকে দুগ্‌গো পূজোয় সকলের আগে খিচুড়ি ভোগ,—আর খিচুড়ি পাকিও না! শুনিছি কুম্ভমেলায় দিন আড়াইশো মোণ খিচুড়ি নাবে ;—এক একটি মূর্তি কেমন, তাবা তীর্থ করতে আসে না! রামকে বেজা ময়রা বুঝি চোদ্দ বচর লুচি ভেজে খাইয়েছিল। যতো আক্‌কাটা বুদ্ধি!"

আমার দিকে ফিরিয়া সেই সুরেই বলিলেন—"মুসুরডালগুলো গাড়িতেই রইল না তো ?"

"আজ্ঞে না—এই যে।"

"ভালো ক'রে গেরো দিয়েছিস তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ওসব পরের-মুণ্ডে লুচী-খেগোদের কথায় কান দিসনি। সর্বদোষ হরে ঘৃত—আধসের ঘি ছাড়লেই নির্দোষ,—বুঝলি ? সে যা হবে—হুঁ হুঁ!—পয়সা আছে তো ?"

"আছে"...

"বাস্"—

যাত্রীদের বাসা সব গায়ে-গায়ে—একটানা। ঘরের সামনের দাওয়া

লম্বা চলিয়া গিয়াছে। সেইখানেই মাতুর বা সতরঞ্চি পাতিয়া সকলের জটলা,—রন্ধন, আহার, শয়ন সবই;—গরমে ঘর বে-কাম, বধূ-বধের অন্ধকূপ।

মাতুল—কাট, হাঁড়ি, পাতা, ঘি, চিনি, এলাকেশী-বেগুণ, আলু প্রভৃতির ফর্দ্দ দিলেন।—"দেরি করিসনি—চট্ আনা চাই।—চারটে ওলা আনতে ভুলিসনি—বেশ বড় দেখে। ঠকায় না যেন, আর জিলিপি-টিলিপি যা পাস। তুই যে খাইয়ে—আধসের নিলেই চলে যাবে!"

জানি—ফর্দ্দ ক্রমেই বাড়িবে,—আমি আর দাঁড়াইলাম না।

দোকান, বাজার সবই নিকটে।

আমি অত্যন্ত দুর্বল চিত্ত, ভট্টচায্যি মশার কথাটা আমার মনে খিচুড়ি-সম্বন্ধে ইতস্তত ভাব আনিয়াছিল।—সত্যই তো মঙ্গল কার্যের সূচনায়—খিচুড়ি কেনো? —মন সায় দেয় না। ওলা,—চারিটার স্থলে ছযটা লইলাম—মামার গলা ও মন দুই ভিজাইতে, এবং তিন-পো জিলিপি। পরে পাঁচ-পো গরম লুচি ও গোটা-ছয়েক (এলোকেশী) বেগুণ-ভাজা সহ লবণ ও লঙ্কা। পরে বাবা তারকনাথকে স্মরণ করিতে করিতে ফিরিলাম।

দূর হইতে দেখি—একই মাতুরে মামা ও সেই কলাবাড়ির ভদ্রলোকটি। হাস্যালাপ ও গুড়ুক চলিতেছে,—একদম অন্তরঙ্গ! সম্মুখে বাবা তিলভাণ্ডেশ্বরের বংশধর বা মেজো-মার্কা তাকিযার মত প্রকাণ্ড একটি তরমুজ। আমি উপস্থিত হইতেই মাতুল সহাস্যে আরম্ভ করিলেন—

"আগে এঁকে নমস্কার কর। আমাদের জয়নগরের অম্বিক মুখুয্যে মশাই—বিষ্ণুরাম ঠাকুরের সন্তান, মস্ত বড় কুলীন। পঞ্চাশ টাকা মর্যাদার কম কোথাও পা ধোন না। ওঁর দুই পিসি চিরকুমারী রয়ে গেছেন,—সমান ঘর পান না। হ্যাঁ—একে বলে কুলীন,—দেখে নে। আর এই তরমুজ গ্যাখ্—পাক্কা একুশ সের। ওঁরা পণ্ডিত লোক—ওঁদের পেটের ভেতর কি আমরা পৌঁছুতে পারি! বালির সে তরমুজ এর নাতীর নাতী—এর কাছে আঁশ ফল—আঁশ ফল। সে

কি তরমুজ! এখানে এসেই এনে হাজির করেছেন। অত বড় কুলীন—সে ক্ষুদে জিনিস ওঁর মনে ধরবে কেনো!…"

শুনে, প্রণামাস্তে আমি অবাক! মামার এমন 'রেটরিক' ফুটলো কি ক'রে! অম্বিকবাবুর কুলমর্যাদা আমার শ্রদ্ধা একটুও বাড়ালো না।

বলিলাম,—বিদেশে কামারই বা খুঁজি কোথায়, খাঁড়াই বা দেবে কে,—ওর বলিদান তো চাকুতে চলবে না।…

অম্বিকবাবু সহাস্তে বলিলেন—"বাবাজি একটা কথা বলেছেন বটে।—এখানে বঁটির জোরই বেশি; তোমাদের স্মরণ হবে না বাবাজি, এলোকেশীকে বঁটি দিয়েই কাটা হয়েছিল।" বলিয়া—হা হা করিয়া হাসিলেন।

এই বীভৎস ইঙ্গিতটা আমার সর্বশরীরে ধিক্কার আনিয়া দিল। বলিলাম,—"ওর ব্যবস্থা তবে আপনারাই করুন।"

ওলা ভিজাইবার জন্য আমাকে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া মামা বলিলেন,—"ওলা আর ভিজুতে হবে না, উনি এনে ভিজিয়ে দিয়েছেন। ও সব কাল কাজে লাগবে,—খিচুড়িও কালই করা যাবে, আজ জল আর ফল, বিশ-ত্রিশ খানা লুচি ভাজিয়ে নিলেই হবে, কি বলিস? তরমুজটা তো তুলতে হবে? তার ওপর খিচুড়ি পেটে পড়লে মধু ডাক্তার পাব কোথায়?„

এত সুবুদ্ধিই বা মামার এল কি ক'রে? ভাষাও সরস…

জলযোগে আর ফলযোগে অমৃতযোগের কাজ করিল। কিন্তু মশকের ব্যতীপাৎ যোগে—সব রসটুকু তারাই শোষণ করিতে আরম্ভ করিল—শয্যায় থাকা অসম্ভব।

মুখুয্যে মশাই ও মাতুলের সে দিকে দৃকপাৎ নাই,—কুল, কুলীন ও তাঁহাদের অতীত কীর্তিকলাপে উভয়ে মশগুল্,—উৎসাহের সীমা নাই। দেখি—মামাকেও 'বাবাজী' বলিয়া সম্বোধন চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠও আছে। আমার উল্লেখও পাই। মশার উৎপাৎ ও এঁদের উৎসাহ আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া দিল।—উঠিয়া পড়িলাম। চাঁদনী-রাত—বাবার মন্দির-সম্মুখে বহু স্ত্রী পুরুষ 'হত্যা'

দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তাঁদের কি নিষ্ঠা কি একাগ্রতা!

যে উদ্দেশ্যে আসা—যাত্রা করিয়া পর্যন্ত সে চর্চা একবারও শুনি নাই। প্রভাতে আমাকে একান্তে পাইয়া মাতুল বলিলেন—"মস্ত লোক, বনেদী ঘর, পে'ল্লেয়ে কুলীন, বুঝলি?"

বলিলাম,—"তাতো বুঝলুম, কিন্তু যে জন্যে আসা তার কি?"

"সে আর শক্তটা কি,—নাপতেকে দু'পয়সা দিয়ে নেড়া হওয়া বই তো নয়"—

কথাগুলি একজনের কানে যাওয়ায়, লোকটি আশ্চর্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সে কি মশাই! বাবাকে চুল দিতে এসেছেন তো!—এ কি বাড়িব নাপিত পেয়েছেন?—সরকাবেব ছাপ্ না থাকলে মাথায় সে হাতই দেবে না।"

মামা বলিলেন—"জোর নাকি?—তুমি এখানকার আমলাদের মধ্যে বুঝি?"

"আজ্ঞে না, আমিও চুল দিতে এসেছি;—কাল থেকে খোঁজ খবব নিচ্ছি,—কমসে-কম পাঁচসিকে দিতে হবে শুনছি।—আমরা গরীব মানুষ—দূর থেকে আসতেই তিন টাকার ওপব পড়েছে মশাই—

"ছাপ মারবার মালিকটা কে বলতো?"

"আজ্ঞে—মহন্ত প্রভুর দাওয়ানজী"—

"ও', আমরা মেকিনন্ মেকেঞ্জির লোক, অমন ঢের দাওয়ানজী দেখেছি। কাগজ পেয়েছে না চোর পেয়েছে,—ছাপ মারবে কি! 'কস্টম্ হাউস' নাকি! এক আনার এক পয়সা বেশি দিও না—"

"আজ্ঞে তা হলে তো বেঁচে যাই। আপনি যখন যাবেন কর্তা?—দাওয়ানজী আটটার পর গদিতে বসবেন,···আমরা তা হলে অপেক্ষা করবো।"—লোকটি আশ্বস্ত মনে চলে গেল।

বললাম—"এ আপনি কি বললেন, এখানকার যদি ওই নিয়ম হয়···

"আরে না না, ছেলেমানুষ বুঝিস না। 'আমাদের' 'আমাদের' করছিল, কান দিসনি বুঝি? নিশ্চয় লোকটার দু'তিন পরিবার, তারাও সঙ্গে আছে—তারাও নেড়া হবে। মেয়েমানুষদের চিনিস না তো - বড়টি নেড়া হলে ছোটরা ছাড়বে? তা কি কেউ ছাড়ে? পুণ্যি কম্ম যে—তাই অত চেয়েছে।"

"মেয়েমানুষে নেড়া হয় নাকি?"

"হয় না?—হুঁ, কিচ্ছু জানিস না,—পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখেছিস! শোন্—আমাদের বাঙলা দেশের মত দেশ কোথাও নেই—এত কুলীন, এত পণ্ডিত কোথাও জন্মায় না,—মুকুয্যে মশাইকে জিগেস্ ক'রে দেখিস। কাল তবে শুনলি কি? 'নব দা কুল লক্ষণম্'। নবদা আর লক্ষণ ছিলেন আদি কুলীন, —শাস্ত্রে রয়েছে, চালাকি করবার যো নেই,···

মুখুয্যে মশাযের সংসর্গে মামার কৌলীন্য অসম্ভব রকম ফুটিয়া উঠিযাছে দেখিয়া ভীত হইলাম। বলিলাম—"মেয়েদের নেড়া হবার মধ্যে কৌলীন্যের কথা এলো কেনো?"

"আসবে না? আমাদের বাঙলা দেশই নেড়া-নেড়ী দেখিযেছে, সকলের আগে। এমনটি আজ পর্যন্ত কোথাও হয়নি। চীনের মত হিঁদুর দেশ তো আর নেই, তারা মাথার তিন ভাগ কামায়, কিন্তু টিকি রাখে সবার সেরা।—দেখিসনি বেন্টিং স্ট্রীটে? দক্ষিণ দেশের লোকের মাথাও তিন ভাগ সাফ, কিন্তু সধবা মেয়েদের মাথা মুড়ুতে আর কেউ পারেনি।—সে আলবৎ বাঙলা দেশ। হবে না?—শাস্ত্র মেনে চলতে হবে তো,—কলিতে সব একাকার হবার কথা। হবে কি ক'রে? মাথাই হচ্ছে উত্তমাঙ্গ—সেইখান থেকেই তো ধরবে।—আবার শঙ্করাচার্যের দণ্ডীপরেও তাই।—মাথা খেয়েছে!—সব পয়সা নাপিতের ঘরেই যাবে দেখছি!"

মামার মুখে এ সব তত্ত্বকথা তো কোন দিন শুনি নাই। বক্তৃতার সুরে রসের আভাসও পাইতেছি। যাক—তাঁর অবান্তর চিন্তা থামাইয়া বলিলাম, "চলুন যে কাজের জন্যে আসা হয়েছে, তা সারা যাক, অনেক বেলা হয়ে যাবে।"

"ওঃ—হ্যাঁ—আচ্ছা, চট্ খিচুড়িটে চড়িয়ে দিয়ে কাজ সেরে ফেলা,—আগের কাজ আগে,—মুকুয্যে মশাইও খাবেন। তীর্থস্থানে অমন কুলীন পাওয়া যাবে না। জয়নগর গিয়ে তখন সুদে-আসলে সোধ তুলে নেওয়া যাবে রে,— ভদ্রলোক কাল থেকে বলছেন, কি বলিস ? খাতির-যত্ন দেখিস···

এ সব আবার কি কথা! সারারাত নিদ্রা নাই, যে কাজে আসা তার কোন চেষ্টাই নাই, অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতেছিল, বলিলাম—"আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, এখানকার কাজ হয়ে গেলেই সোজা বাড়ি যাব—জয়নগর পালিয়ে যাচ্ছে না"···

"আচ্ছা, ওকথা এখন থাক, পেটে খিচুড়ি পড়লে শরীর চাঙ্গা হযে যাবে,—দেখে নিস,—সে আমার খুব দেখা আছে"···বলিতে বলিতে বাসায় গেলেন।

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়াই রহিলাম। গত রাত্রে একটা সন্দেহ মনে একবার উদয় হইয়াছিল, এখন সেটা চিন্তায় দাঁড়াইল। তরমুজের তোয়াজ আর রাত্রব্যাপী কৌলীন্যের মহলা, মামার কর্তব্য-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিল না তো!

সহসা—"এই যে বাবাজি" শুনিযা ফিরিতেই দেখি সহাস-মূর্তি মুখুয্যে মশাই।— "তোমাদের দেখলেও বল পাই, সাক্ষাৎ কুল-মূর্তি। এ জিনিস কি নষ্ট হবার ? সমাজের রাজ-মুকুট। বনে জঙ্গলে থাকলেও এর মূল্য কমে না বাবাজি— তোমরা খাঁটি সোনা। তোমার মামা একদম রত্ন,—রত্ন। কাল রাতটা কি সুখেই কেটেছে—সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, মিত্রসঙ্গ—আত্মীয়সঙ্গ, সবই বলা চলে। চল বাবাজি—তোমাদের জয়নগর না নিয়ে ছাড়ছি না,—সকলে কি খুসিই হবে।···

বলিলাম—"মাপ করবেন, আমার শরীর আদৌ ভাল বোধ হচ্ছে না,—ও সব পরে হবে। এখানে যে জন্যে আসা, তা না হওয়া পর্যন্ত মনও সুস্থির নয়"···

"বটেই তো—বটেই তো, সেটা তো সর্বাগ্রে, তা না ক'রে কি,···ঠিক কথাই বলেছ বাবাজি। দেখি—তিনি গেলেন কোথায়"—

দুই পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিযা বলিলেন—"হ্যাঁ—বাবাজি,—তোমার মামা

স্বরুভঙ্গ না? ওঃ দুর্লভ বস্তু,—শ্রেষ্ঠ 'থাক্'! আমাদের স্বঘর যেমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে, ওঁদের পুণ্য-সঞ্চয়ের পথও তেমনি প্রশস্ত দাঁড়াচ্ছে।"

বলিলাম,—"ওসব সম্বন্ধে বা ওঁর সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জানা নেই, আপনি বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে সবই শুনতে পাবেন"—

"ওঃ, তিনি তো আমাদের"…বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম—আমার সন্দেহ অলীক নয়।

গদিতে উপস্থিত হইয়া দেখি আমাদের মত আরো কয়েকজন মাথা মুড়ুতে এসেছেন। মোহন্তমহারাজের প্রতিনিধি বা দাওয়ানজি, এক পাত্র—সম্ভবতঃ তরল গঙ্গামৃত্তিকা ও একটি বেগুনের বোঁটার মত 'ছাপ-যন্ত্র' লইয়া উপবিষ্ট। মুণ্ডনের নির্দিষ্ট মূল্য জমা দিয়া কপালে তাঁহার শ্রীহস্ত প্রদত্ত ছাপ বা ছাড় লইতে হয়, অন্যথা নাপিতে ছুঁইবে না। চুলের ঠিকেদার (contractor) বা তাঁর লোকও হাজির—পাছে কোন লোক, বাড়িতে বা অন্যত্রে নেড়া করা চুল, গোপনে এই ছাপ-শুদ্ধ, পবিত্র চুলের গাদায় চালান দেয়। ঠিকেদার আবার টিকির বিরোধী,—'মাছি—মার্কার' অধিক টিকি রাখিবার উপায় নাই—পাছে মালে কম হয়। কারবার মন্দ নয়! প্রচলিত 'মস্তক মুণ্ডন' কথাটি ধর্মক্ষেত্রেই সদর্থ লাভ করিয়াছে।

গরীবের অক্ষমতা ও কাতর অনুনয়-বিনয়ে দাওয়ানজির দয়া-মায়া নাই দেখিয়া, মেকিনন্-মেকেঞ্জি মার-মুখী হইয়া উঠিলেন। বলেন—"আমার চুল বিক্রি ক'রে বেটারা পয়সা রোজগার করবে, আর আমি চুলও দেব—পয়সাও দেব! এত মুখ্খু আমি নই;—দেবতার নাম ক'রে জুচ্চুরি! মন্দিরে ঢুকবো—পয়সা দাও, ঘণ্টায় হাত দিলে পয়সা চাই, পূজোর একটা আকন্দ ফুল নেব—পয়সা দাও,—দেখ্‌ছি আদালতের বাবা!"

বহু কষ্টে তাঁকে ঠাণ্ডা করি।—"খিচুড়ির দফা গয়া হয়ে যাচ্ছে যে" বলায় বিশেষ

ফল পাইলাম। এখানে মোহান্তের ও তস্য আমলাদের প্রভাব অসীম, দাওয়ানজিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সাত সিকেয় রফা করিলাম।

পরে অতৃপ্তি ও অসোয়াস্তির মধ্যে মুণ্ডন ও স্নান পূজাদি সারিয়া—তৃপ্তি ও সোয়াস্তির মধ্যে খিচুড়ি ভোগ সারা হইল! এতক্ষণে মামা সোৎসাহে বলিলেন —"কেমন উৎরেছে বল্, যার শেষ ভালো তার সব ভালো!"

২৫

মামা ফিরিলেন, কিন্তু প্রসাদ কণামাত্রও ফিরিল না। ট্রেনে অম্বিকবাবুর সহিত পরস্পরে বংশাবলী ও বংশমর্যাদা-বিষয়ক যে সব গভীর আলোচনা চলিল তাহা যেমন বিরক্তিকর তেমনি লজ্জাকর ছিল। সুতরাং সারা পথই আমাকে সেই সব দুষ্পাচ্য বস্তু চক্ষু বুজিয়া নীরবে গিলিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের বংশ-গৌরবের আস্ফালন টুকিয়া রাখিতে পারিলে বাংলাদেশ একখানি সুবৃহৎ 'কুলীন-বংশাবলী' পাইত।—আমি না টুকিলেও মাতুল টোকার কাজটি ভোলেন নাই,—প্রসাদগুলি টুকিতে টুকিতে নিঃশেষ করিয়াছিলেন।

মা রাগও করিলেন দুঃখও করিলেন, কারণ ভদ্রতা রক্ষা হইল না,—পাড়ার কাহাকেও বিন্দুমাত্র প্রসাদ দিতে পারিলেন না।

এদিকে মামাও ভদ্রতা-রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ, যেহেতু জয়নগর যাওয়া খুবই উচিত ছিল, অতবড় কুলীনকে ক্ষুণ্ণ করা হইল!

তিনি প্রত্যহই আমাকে জপাইতে লাগিলেন,—"জয়নগর যাওয়া চাই-ই— ভদ্রলোক খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন,—হবারই কথা। গেলেই—কাপড়, চাদর, পাথেয়, সম্মান—বাঁধা রয়েছে,—কত বড় ঘর! বারবাড়িতে ঘুশোচিংড়ির মত দুশো পাঁটা চরছে,—কতো খাবি?"

চিরদিনই দেখিলাম—পশুর মধ্যে পাঁটাটি আমাদের আবাল-বৃদ্ধের কি প্রিয় খাদ্য, ও কত বড় প্রলোভনের বস্তু! অথচ মুখে শাকসব্জি, থোড়বড়ির সুখ্যাতি ধরে না।

পূর্বেই বলিয়াছি—মামার প্রতি পাড়ার মেয়েদের অসীম বিশ্বাস।—চরিত্রে, বিদ্যায়, বশ্যতায়, ধর্মে তিনি খাঁটি মানুষ। কন্যাদায় উদ্ধারে তাঁর দুর্বলতাটাও, অনেকের নিকট পরোপকারের পর্যায়ে পড়িয়া গুণের মধ্যেই স্থান পাইত। ক্ষণিকের জন্য সেটা তাহাদের বিচলিত করিলেও, দু'চার দিন পরে সে ভাব আর থাকিত না। যেহেতু দরকার পড়িলেই মামাকে তাহাদের চাই,—ফিতে, চিরুণী, চিনের আলতা প্রভৃতি হইতে, ব্রতাদির উপকরণ, সকল আদেশ-আবদারই মামা সহিতেন। এগুলি ছিল তাঁর উপরি কাজ ও নিত্য কর্ম।

তখনকার দিনে, ছোট বড় সকল কাজেই 'ব্রাহ্মণ-বলা' বা ব্রাহ্মণ খাওয়ান ছিল অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে। একটিকে বলিলেও মামারই ছিল তা প্রাপ্য,—মাসের মধ্যে এমন পাঁচদিন। পর্ব, তিথি, দিন ধরিয়া, 'ফল দেওয়া'ও ছিল নিয়ম। মামাকে পাইলে—তাহা আর অপাত্রে পড়িত না। 'ফল দেওয়া' কথাটা ও প্রথাটা আজিও কোথাও কোথাও শিক্ষা-বিরল পল্লীতে জীবিত থাকিতে পারে।

মামা সকল প্রকার ভয়ে ভীতু ছিলেন,—ভূতের ভয়েও;—নির্ভীক ছিলেন কেবল বিবাহে।

মামার সমবয়সিদের মধ্যে খগেনবাবু ও নরসিংহবাবু ছিলেন—গ্রামে নব নব ফ্যাশান আমদানির আদি পুরুষ। কিছুদিন হইল এল্‌বার্ট-ফ্যাসান কেশ-কর্তন প্রবর্তন করিয়া তাঁ'রা যুবকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াও ছিলেন।

মামার মাতৃ-আজ্ঞা পালনরূপ ভক্তির প্রাবল্যে আমার চুলগুলিও আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। উভয়কেই নেড়া মাথায় পুণ্যের প্রলেপ লইয়া সেই এল্‌বার্ট-ফ্যাশানের মধ্যে গ্রামে ফিরিবার সময় যেন মশানে চলিয়াছি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্ষণিকের উত্তেজনায় অনেক কাজই করা যায়,—পরিণাম চিন্তা থাকে

না। অম্বিকবাবুর কৌলীন্যে মামা সারা পথ মুগ্ধ থাকিলেও, আমার মনে সুখ ছিল না।

দেবতা অন্তর্যামী এবং দূরদর্শীও। গত তিন চার দিন মধ্যে গ্রামে এমন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়া রাখিয়াছেন,—যাহাতে বুঝিলাম তিনি করুণাময়ও।

কবে কোন্ সূত্রে কাহার যে ভাগ্যোদয় হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তখন গ্রামে মাত্র দু'ঘর নাপিতের বাস ছিল। ক্ষেত্র নাপিত ছিল লোচন নাপিতের ছেলে,—বলিত 'পুত্র'। কারণ বয়সে লোচনের পদবৃদ্ধি হইয়া সে দাঁড়াইয়াছিল গ্রামের Surgeon General (সার্জেন জেনারেল)। অস্ত্রোপচার বা অপারেশন্ লইয়া ও আট আনা পারিশ্রমিক লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। পুত্র ক্ষেত্রনাথ ছিল কেশিসূদন—আমাদের মাথার মালিক।

লোচনের চণ্ডিমণ্ডপে পাঠশাল ছিল। আমাদের বিদ্যারম্ভ সেইখানেই হয় এবং বর্ধমানের এক গুরুমহাশয় বেত্র সাহায্যে আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করেন। এই সব সমাবেশে ক্ষেত্রনাথ ভদ্র-ঘেঁশা হইয়া পড়ে, এবং মধুডাক্তার মহাশয়ের সখের যাত্রার দলে সীতা ও সরমার গোঁফ্ কামাইয়া ক্রমে বেমালুম দলে ঢুকিয়াও পড়ে। তাহার কথাবার্তা সরস ছিল, গলাও সুমিষ্ট ছিল এবং গলাটা বজায় রাখিবার জন্য গাঁজাটা ধরিয়াও ছিল।

আর ছিল জগন্নাথ বা জগা নাপিত—সুচতুর ও ধূর্ত। সে সকলের কাছেই বলিত—কলকেতার লোক কদর বোঝে, আমার কি পাড়াগাঁয়ে পোষায়, 'পে' করবে কে? হাতের সাফাই বুঝবে কে? লাটসায়েব যাদের সঙ্গে দেখা করেন, তাদের মাথা না কামালে সুখ নেই। না আছে এখানে বিদ্যাসাগর, না তারক প্রামাণিক। সকলেই জানে এখনো জগন্নাথের নামে তাঁর চোখে জল আসে। অমন সমঝদার পাবো কোথায়? চুল ছাঁটলেই গরদের জোড়। রাসমণি এখানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা না করলে কে আসতো? ভেবেছিলুম—এইখানেই

বাস করবেন,—তাতেই ভুল হল। কাঁচি চালিয়ে সুখ কলকেতায়, কাঁচি-বিদ্যে তারাই বোঝে ; ইত্যাদি।

জগন্নাথের কথা বড় মিথ্যা নয়। চুলকাটার ফ্যাশান-শিল্পের সমঝদার যত ছিলেন বিদ্যেসাগর মশাই, তারক প্রামাণিকও ছিলেন ততোধিক! তবে পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী হিন্দু প্রামাণিক মহাশয়ের চক্ষে জগন্নাথ দেবের নামে যে ভাবাশ্রু দেখা দিত একথা সকলেই জানে। তদ্ভিন্ন—কাঁচি চালিয়ে সুখ না থাকিলে কলিকাতার পথে-ঘাটে তাহা এত চলেই বা কেনো।

এতটা সত্যপ্রিয়তা সত্ত্বেও জগন্নাথের রথ এ গ্রামে চলিবার মত প্রশস্ত পথ পাইতেছিল না।

ক্ষেত্র নাপিতের পত্নী মেটেবুরুজে তাহার পিত্রালয়ে পীড়িত ছিল। আমাদের তারকেশ্বর যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে ক্ষেত্রনাথ তাহাকে দেখিতে যায় এবং ফিরিতে বিলম্বও করে। তাহার কারণ ছিল,—শ্যালক নবাব সরকারে কাজ করিত, তাহার সহিত ক্ষেত্রনাথ নবাবের চিড়িয়াখানা প্রভৃতি সৌখিন ঐশ্বর্যাদি দেখিতে যাইত ; বিশেষ করিয়া নবাব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ আমীর-ওমরাওদের কেশ-কর্তন পারিপাট্যের প্রতিই তাহার সমধিক লক্ষ্য থাকিত।

তাহার অনুপস্থিতি মধ্যে আমাদের পরিচিত স্বনামধন্য দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁর নাপিতের আবশ্যক হওয়ায় অগত্যা জগন্নাথই call পায় এবং কার্যান্তে দু'টাকা বকৃসিসও পায়। তাহার পর জগন্নাথ সর্বত্রই বলিয়া বেড়াইতে থাকে—"এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ;—ওই আমার মামুলী ছাঁটের ফি (fee)—কলকেতায় সে কথা কে না জানে। ওঁরা আমার করণীয় ঘর যে গো,—ওঁরা কি ভুল করেন ? দু'টাকার কম কবে আর কার মাথায় হাত দিয়েছি···

পত্নী-বিয়োগান্ত ক্ষেত্রনাথ মেটেবুরুজ হইতে ফিরিয়াছে। মনের অবস্থা খুবই খারাপ—তাই দেবতা-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণে শান্তির চেষ্টা পাইতেছে।—

ঠাকুরদের টোট্‌কা অব্যর্থ,—হিঁদুর ছেলেকে মানতেই হয়;—তার গাঁজার ছিলিমের নম্বর এবং টানের বেগ, নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। কেহ টুকিলে বলে,—দক্ষালয়ে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব ওই উপায়েই সামলে ছিলেন।

ইতিমধ্যে ফ্যাশন-মাস্টার খগেনবাবুর চুল ছাঁটিবার দিন ও লগ্ন উপস্থিত হয়,—তিনি ছিলেন 'সাপ্তাহিকী'। ক্ষেত্রনাথের ডাক পড়িল,—সেই এ কাজ বুঝিত ও করিত। এ সব কাজের মহাপীঠ ছিল আমাদের চণ্ডিমণ্ডপ।

সেটা ছিল রবিবার,—উৎসাহী যুবকেরা সকলেই উপস্থিত। 'সীতা হরণ' অভিনয়ের জন্য ভীষণ চিন্তা-চর্চা চলিতেছে। মামার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে পার্ট দেওয়া হইয়াছে মায়ামৃগের। পার্টটি বোধ হয় খুব লোভনীয়, তাই হরিদত্ত খুবই বিমর্ষ ও ক্ষুণ্ণ। খগেনবাবু তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে ব্যস্ত এবং ক্ষেত্রনাথ তাঁহার এলবার্ট আর্ট রক্ষার্থে একাগ্র।

বেলা নাকি তখন মাত্র নয়টা। পত্নী-বিয়োগ তাপ, তদুপরি জগন্নাথের দু'টাকা scoring ও চোক-চোক বিষ-সম শর নিক্ষেপ,—শোকাতুর ক্ষেত্রনাথের আক্ষেপকে তীব্রতর করিয়া দেওয়ায়, প্রত্যূষ হইতে সে দেবতার উগ্র দাওযাই আট পুরিয়া চালাইয়াছে। খগেনবাবুর মত সমঝদার লোক ডাকায়, সে মনে মনে স্থির করিল—আজ এল্‌বার্টে নবাবী·কাট প্রয়োগ করিযা বাবুদের চমৎকৃত করিয়া দিবে ও জগন্নাথকে অনাথ করিযা মনের কালি মিটাইবে।

খগেনবাবু যখন মায়ামৃগের মীমাংসা লইয়া মশ্‌গুল, শ্রোতারা তন্ময়, ক্ষেত্রনাথ আপন কাজ সারিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গিযাছে। সম্ভবতঃ সকলে দেখুক এবং বাহবাটা সর্বসাধারণের মুখে উচ্চারিত হউক ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

যাত্রার কথায় সকলেই মগ্ন ছিলেন, তাহা শেষ হইলে স্নান-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার পালা আরম্ভ হয়। অনেকেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—সহসা উপবিষ্ট খগেনবাবুর মাথায় দৃষ্টি পড়ায় এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সকলে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—এল্‌বার্টের ওপর এ আবার কোন্ আর্ট চড়ালেন! আমাদের কই বলেননি তো?

কেহ বলিলেন,—ভেতরে ভেতরে যোগ-অভ্যাস করছেন বুঝি? ওকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে,—না?

গোবিন্দবাবু কাশীর ফেরৎ, তিনি বলিলেন—রন্ধ্র অত বড় হয় না রে মুখ্‌খু—অত বড় হয় না। ও হ'ল সহস্রারের সিংহদ্বার। এতদ্বারা ষট্‌চক্রভেদ্‌ চট্‌ হয়ে যায়…

'কি হ্যা?' বলিয়া মাথায় হাত দিতেই স্পর্শনযোগে তাঁহার যে দিব্যদর্শন ঘটিল, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার দেহে-মনে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যে সব ক্যালিডস্‌-কোপিক্ (Kalidoscopic) ব্যাপার ঘটাইল—তাহা কাগজে-কলমে ফোটে না। খগেনবাবুর ব্রহ্মতালুপরি একটি দু' ইঞ্চি পরিমাণ হরতনের টেক্কা ক্ষৌর-শিল্পে রূপায়িত!

নবার্জিত নবাবী ফ্যাশন্‌কে যোগ্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্ষেত্রনাথ এই কাজটি করিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।

নিরুপায় খগেনবাবু স্তব্ধরোষে কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন—"বেটাকে আজ মেরেই ফেলবো…

তারাপদবাবু বলিলেন—"বেচারা পত্নী-বিয়োগ-বিধুর, - মাথার ঠিক নেই…

খগেনবাবু রুষ্ট স্বরেই বলিলেন—"কথা কয়োনা তারাপদ,

ব্যাপারটার গুরুত্ব আগে বোঝো। ইচ্ছে করলে পত্নী আজই সে আনতে পারে —কিন্তু মাথা খুঁড়লেও সাড়ে তিন ইঞ্চি চুল একমাসেও গজাবে না। ততদিন অজ্ঞাতবাস ছাড়া আমার কোন উপায় আছে?"

শশিবাবু বলেন—ক্ষেত্তোর না-হক এমন কাজ কেনো করবে। কারণটা জানা উচিত…

জমিদার পুত্র ক্ষীরোদবাবু বলেন—'ওর কারণ আমি কিছু কিছু বুঝি,—ওর ওপর রাগ করা মিছে। ভেতর থেকে ভোলানাথ যা করিয়েছেন, ও সেই দেবাদেশ মতই কাজ ক'রে থাকবে।'

ক্ষেত্রনাথকে ডাকিবার প্রস্তাবে খগেনবাবু আগুন হইয়া বলিলেন—"তাকে সামনে পেলে আমি কিন্তু খুন করেই ফেলবো।"

তাহাতে প্রস্তাব ড্রপ্ হইয়া যায়, এবং জগন্নাথ বাহাল হয়। তিনি সেই-খানে বসিয়াই জগন্নাথকে দিয়া, মস্তক মুণ্ডনান্তে, টোয়ালের টোপর পরিয়া, বাড়ি যান এবং এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেন।

কুন্তল-কেতন খগেনবাবুর সহসা-সংঘটিত এই মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপারটি যেমন অভাবনীয় ও বিস্ময়কর, তেমনি উল্লেখযোগ্য বলিযা সুযোগ্য মেম্বারেরা সেটিকে স্মরণীয় করেন,—আমাদের চণ্ডিমণ্ডপটিকে 'পল্লী-প্রয়াগ' নামে অবিহিত করিয়া।

বালি স্টেশনে নামিয়া গঙ্গাপার হইবার সময়—মামার মুণ্ডিত বে-ডৌল মস্তকে যতই দৃষ্টি পড়ে—আমার মন ততই ছোট হইযা যায়। শেষ, পারে পৌঁছিয়া—অপরাধীর মত আঘাটায় নামিয়া, সদর রাস্তা বাদ দিয়া, গলি পথে চলিলাম। সহসা কানে ভেজিল গানের সুর ও ক্ষেত্রনাথের গলা; ক্রমেই স্পষ্টতর—

ঘোর কলি দাঁড়ালো এবার—
গেল বিশ্ব ছারে-খার;
অথা-মারা জগা হ'ল
First class barbar!

দেখি শিবুর দোকানে ক্ষেত্রনাথ লোকজড় করিয়া ফেলিয়াছে! আমাদের দেখিয়া—"লাট দরবার থেকে আসচেন, পায়ের ধুলো দিন্। উঃ, অতবড় দেবতা কি আর আছে। রূপোর গড়গড়াটা দেখেছেন তো?—গড়গড়ায় গাঁজা খেতে ওই এক দেবতাই পারেন। থাক্না দেখি আর কে খাবে, (দু'হাত তুলে শূন্যে নমস্কার।)—

"ছিলেন না, পাঁচটা দিনে মহাপ্রলয় হযে গেল মেজবাবু; লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়ায়—এখন পশুপক্ষীতেও পোছে না। তাই না দেবতা দাওয়াই বার

ক'রে সামাল দিয়েছিলেন।—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখাবে" কিনা। বুদ্ধিমানে সেটা বুঝেও নেয়, কাজেও লাগায়। – কি বলেন মেজবাবু?"

পরে কয়দিনের ইতিহাস বলিয়া গেল, এবং দুঃখ করিয়া বলিল—"খগেনবাবু ফ্যাশনের লাট্ হয়ে অমন লকেট্-আর্ট বুঝলেন না এটাই আমাব দুখ্খু!

লোচন পুত্র ক্ষেত্রনাথ—শিক্ষিত না হলেও অশিক্ষিত ছিল না। সর্বসময় ভদ্র-সংশ্রবে থাকায়—সমাজ-সুলভ দল্-চল্ বচন-বিন্যায় বিচক্ষণই ছিল।

শুনিলাম খগেনবাবু একখণ্ড রেশমী গুলবাহার ক্রেপ্ মাথায় বাঁধিয়া বেড়ান।

যাহা হউক ক্ষেত্রনাথকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া নির্ভযে বাড়ি চলিলাম, নেড়া মাথার কথা, না পীড়া দিল না মনে রহিল,—খগেনবাবু নেড়া হইয়া সেটাকে এমন সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া দিলেন।

'মহাজন যেন গত'—সেই তো পথ। সে পথে সকলেই নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে। এই ঘটনায় –ভগবান যে করুণাময়, নিঃসন্দেহে সেটা বুঝিলাম ও তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার করিলাম। কি দুর্ভাবনা হইতেই যে তিনি রক্ষা করিলেন।

২৬

তারকেশ্বর হইতে যে দিন বাড়ি ফিরিলাম, সেই দিন বৈকালে বাড়ির ঝি——রাণীরমাও বারাসত হইতে ফিরিল। পূর্বেই বলিয়াছি—মা তাঁর সৎমাকে অসম্ভব রকম ভয় করিতেন, তাই বোধ হয় মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া তাঁর সংবাদ লইতেন, পাছে 'খোঁজ লয় না' কথা জন্মায়। কিন্তু উহাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যে কোনো দিন সুফল দেয় নাই, তাহা সহজেই বলা যায়।

সৎমার সন্তুষ্টির জন্যই হউক, বা কর্তব্য বলিয়াই হউক,—এবারেও রাণীর মাকে

বারাসত পাঠান হইয়াছিল এবং সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল,—পাঁচ-পো খাঁটি তিলের তেল, শুকচারের মিছরি, আর কিছু মিষ্টান্ন।

দিদিমার ছিল মাথা গরমের ধাত,—সর্বক্ষণই সপ্তমে স্থিতি। উত্তেজিত বক্তৃতাই ছিল তাঁর ভালো থাকিবার বা ঠাণ্ডা থাকিবার একমাত্র উপায়। গরু, বাছুর, ছাগল, বিড়াল, যাহা হয় একটা অবলম্বন করিয়া সারাদিন বেশ সরগরম থাকিতেন ও রাখিতেন। কেহ ব্যাপারটা জানিতে চাহিলে তাঁকে শুনিতে হইত—"এতো আত্মিতে কাজ্ নেই, সব মজা দেখবার মালিক!" কেহ না আসিলে বলিতেন,—"এমন গাঁয়েও মানুষ থাকে—মোলে লোক খোঁজ নেয় না!"—

মনের মত সংসার পাতিয়া সুখী হইবার ও পাঁচ জনকে সুখী করিবার, জল্পিত কল্পিত সাধ ও প্রাণভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে করিয়া, সহসা যৌবনেই যাহাদের সাধের-সৌধ ধূলিসাৎ হইয়াছে ও সম্মুখে সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ উত্তপ্ত মরুর মত ধু ধু করিতেছে,—যাহা সম্বলশূন্য নিরবলম্ব অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে হইবেই, সাধারণতঃ—সেই দুর্ভাগিনিদের দুইটি অবস্থায় পাই।—যৌবনের স্বাভাবিক দীপ্তি নিষ্প্রভ, আনন্দ উৎসাহ অপগত, শান্ত ভীত ম্রিয়মান, সঙ্কল্পহীন দেহভারবাহী,—লক্ষ্যহীন জীবন।—মুখাপেক্ষী বিষাদ-প্রতিমা। লোক-নয়নের দূরে দূরে সরিয়া থাকেন,—মৌন-মূর্তি।

অপরার,—অল্পেই অভিমান,—তিক্ত বিরক্তভাব,—জগৎটা বিষাক্ত,—বিশ্বটা আছে যেন তার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্যই। পূর্বের মুখর উত্তেজনা উল্লাস পরিণত হইয়াছে সশব্দ ঝঙ্কৃত রোষে। অন্যায় দেখিলে তার তীব্রকণ্ঠ সাড়া দিবেই। ভাঙা-চোরা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় সামান্যেই উগ্র বিদ্রোহ করিয়া ওঠে। কাঁচা কাট পুড়িতেছে, জ্বলিতেছে,—নিবিতেছে না। কিছুতেই তৃপ্তি নাই,—অতৃপ্তিই প্রবল, সবই অসহনীয়। দীর্ঘদিনে তাহা মাথা-গরমেই দাঁড়ায়। দিদিমা ছিলেন এই শ্রেণীভুক্তা।

নেড়া-মাথার ছাড়পত্র (Pass Port) সহজে মেলায়, মনে কোথাও আর

খচ্‌খচানি ছিল না। আবার ওই ওজুহাতেই জয়নগর যাওয়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতেও পারিয়াছি। মনটা নিশ্চিন্ত আছে।

মা রাণীরমাকে দালানের উপর ডাকিয়া বারাসতের রিপোর্ট সাগ্রহে শুনিতেছেন। সে বলিতেছে এবং বলার চেয়ে হাসিতেছে বেশি! আমি পাশের ঘরেই ছিলাম,—সচকিত হইয়া উঠিলাম।

মা বলিলেন—"আ মরণ,—অত হেসে মরছিস কেনো?"

রাণীরমা একটু সামলাইয়া বলিল,—"দিদিমা আমাকে হঠাৎ উঠনের মাঝে দেখে যেন জ্বলে গেলেন,—'তোরা কি আমাকে থাকতে দিবিনি? সব জোট্ বেঁধেছিস বুঝি! বলা নেই কওয়া নেই, ঠিক দুক্কুর বেলা, কাল এক মহাপুরুষ আমার চোদ্দো-পুরুষ উদ্ধার করতে এসে বসেছেন! আজ তুই আবার দুম্ ক'রে একটা ধামা মাথায় ক রে এলি! তোদের মতলবটা কি বল দিকি! এটা লোকের বাড়ি না সরাই, না লালাবাবুর সদাব্রত?—ধামায় ওগুলো আবার কি? কতকগুলো আমড়া আর চালদা বুঝি?—তাতো পাঠাবেই! বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকি—মেয়ে আমায় সেখানে বসে সেবা করবেন। খবরদার এখানে নাবাস নি—"

"—শুনে না পারি হাসতে না পারি কথা কইতে। তাতেও রক্ষে নেই, বললেন—'চুপ ক'রে রইলি যে বড়'?"

বললুম—"শুধু হাতে আসব—তাই মা এক ভাঁড় তিলের তেল, কিছু মিছরি আর"···

—"তা দেবেন বইকি, সরষের তেল দিলে যে ভাতে-পোড়ায়, ব্যান্ননে, চাল-কড়াই ভাজায় লোক খেতে পারতো।' সব শত্তুর্‌রে শত্তুর! তোর মা হাত গুণতে শিখেছে বুঝি? তাই দিন বুঝে মিছরির কুঁদো কুমড়োর মেঠাই পাঠান হয়েছে! মার কাজে লাগবে,—না! ও-খোক্কোস ওর একতিল ঘরে থাকতে নড়্‌বে? মেয়ে আমার উপকার করেছেন"···

বললুম—"খোক্কোস আবার কে দিদিমা?"

—"জানিস না, গুরুদেব যে এসে মরেছে! কাল থেকে জ্বলে-পুড়ে মরছি। রাত্তিরে কি পেহাড়ই গেছে! বললে—দুধ থেকে যা হয় তাই একটু খাবো, আর ফল-মূল। চিনি খাবেন না,—ছাঁচি-গুড়। বাঁচলুম, দুই-ই ঘরে ছিল; এক সের দুধের ছানা কাটিয়ে রাখলুম। পরিষ্কার ক'রে এক-থাল সাজিয়ে দিয়ে বললুম—'আমি আর কোথায় কি পাবো, দয়া ক'রে এই ছানা খেয়েই আজ রাত কাটাতে হবে,—সন্দেহ করবেন না—ঘরের গরুর ছানা—এই প্রথম বিয়েন—মাস দুই মাত্তোর বিইয়েছে'।

—"শুনে, মড়া আসন ছেড়ে—'রাম রাম' করতে করতে লাফিয়ে উঠলো। তারপর সে অনেক কথা। শেষ একটা ফুটি আর আধ সের গুড় খেয়ে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন,—'ওসব কথা মুখে আনলেও নরক বাস হয়'—ঘরের গরুর ছানা…শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু! বলতে হয়—'তক্র-পিণ্ড'—

—"শুনলি রাণীরমা,—'পিণ্ডি' না বললে খাবে না! মানুষ তো নয়, গুরু—দেবতা কিনা। আমি কিন্তু অনেক ঠাউরে ঠাউরে দেখেচি—বলতে নেই,—দেখতে ময়শা কলুব মতই ঠ্যাকে"…

এই বলে দিদিমা নাক-কান মলে', নমস্কার ক'রে গম্ভীরভাবে বললেন—'অপরাধ নিওনা ঠাকুর! তুমি যেরূপে দেখা দাও, তাই তো দেখবো।'—বুঝলি রাণীরমা—"মহাপুরুষ,—আজকাল অমন আর কোথাও নেই। ওঁরা নাকি কেন্দ্রাপাড়ার গোঁসাই—শ্রীরামচন্দোব বাংলাদেশ থেকে বাছাই ক'রে নিয়ে গিয়ে বাস করিয়েছিলেন, তাঁর ভক্তদের পরলোকের ব্যবস্থা করবার জন্যে। ওঁদের মেয়েরা পর্যন্ত সিদ্ধপুরুষ।

—"কত্তারা কবে শ্রীক্ষেত্তোর গিয়েছিলেন,—সেই দেখেই তো সব মরেন .."

"উকি কথা দিদিমা?" রাণীরমার হাসি থামে না…

দিদিমা বলেন—"কলিযুগে কি সত্যি সত্যি কেউ মরে? তা হলে তো অনেকের হাড় জুড়ুতো। যমের মত গুরুও হল—আবার সব ফিরেও এলো। এই এলেই দেখতে পাবি।"…উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

"কোথায় গেছেন ?"

—"মিত্তিরদের দীঘিতে নাইতে গেছেন। তাতে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ছিল—ভয়ে কেউ জলে নাবত না। কাল নাইতে গিছলেন; তাঁকে দেখে—কুমীরটে নাকি জল ছেড়ে, মাঠ ভেঙে কোথায় যে গেছে তার পাত্তা নেই। এখন গাঁ সুদ্ধ সব বলছে—হাঁ গুরু বটে!' অনেকে মোন্তোর নেবার জন্যেও ঝুঁকেছে।—এলেই দেখতে পাবি,—এক ঘটি জল ঠিক ক'রে রাখ…"

"কেনো ?

—"কেনো ?—মুখে কথা বেরবে ?—দেখলে—গলা কাট হয়ে যাবে!—এই ছাখ, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—সত্যিকার মহাপুরুষ যে…"

একটু থেমে দিদিমা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন—"ওমা করছি কি,—বিন্দাবনদের বাড়ির কূয়ো থেকে খাবার জল আনতে হবে যে। বুঝলি, পুকুরজল খাননা, বলেন পুকুরে মাছ থাকে, আঁশ-জল খাবো! পোড়ার-মুকোর ভিরকুটি কতো—(উদ্দেশে নমস্কার —আসল কিনা। তোরও কত পুণ্যি ছিল—মড়া থাকতে থাকতে এসে পড়েছিস! আজই কিন্তু চলে যা,—গিয়েই দিনোকে পাঠিয়ে দিবি,—মন্তোর নেবার এমন সুবিধা আর হবে না।

বললুম, --"দেবতা ক'দিন থাকবেন ?"

"অমন অলক্ষুণে কথা কোসনি,—একদিনেই জ্বলে-পুড়ে মরছি। মেয়ে আবার এই সময় আত্মী ক'রে এক কুঁদো মিছরি আর কুমড়োর মেঠাই পাঠিয়েছেন! সব শত্তুর;—ও সব থাকতে নড়বে নাকি ?"

"সে তো ভালো কথা দিদিমা"—

—"ভালো বই কি! আমার লোক-লস্কর কতো! নিত্য পিণ্ডি দেবে কে ? কালই কিন্তু দিনোর আসা চাই। যে রকম খাওয়া—ওদের শরীরে বিশ্বেস নেই—কখন আছে কখন নেই। মড়া বেরুলে বাঁচি!" আবার নমস্কার।

রাণীর মার হাসি থামে না।

মামা আমাকেও টানিতে পারেন ;—কিন্তু এর চেয়ে যে জয়নগর ভালো ! আমি অসুখের ভাণ করিয়া শয্যা লইলাম।

মামা আমার জন্য দুইদিন অপেক্ষা করিয়া শেষ মন-মরা অবস্থায় বারাসত যাত্রা করিলেন। মা বলিযাছিলেন,—"খিদে পেলে থাকতে পার না,—খাওয়াটা সম্বন্ধে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে নিও" ইত্যাদি।

তিনি পৌঁছিবার পূর্বেই দিদিমা গুরুদেবকে রওনা করিয়া দিয়াছিলেন। মামাকে দেখিয়া দাউ দাউ করিযা জ্বলিযা উঠেন।—

"অত বড বোকোস্‌কে মানুষ কতদিন পুষতে পারে—আর দু'দিন থাকলে গরুটো থাকতো না, ক'দিনেই তাব হাড বেরিয়ে গেছে,—শুষে ফেলেছে। কলকেতায় গিয়ে কালই ধরা চাই—মোন্তোর নেওযা চাই। অমন গুরু আব পাবিনি। সবাই বলেছে,—'তা-বড়ো তা-বডো সাত্ত্বিক দেখেছি,—কিন্তু পুকুরে মাছ থাকে ব'লে আমিষ পুকুরজল মুখে না-করতে এই প্রথম দেখলুম! আসল জিনিস যাকে বলে—খাঁটী মহাপুরুষ'। আকার ন্যায়লঙ্কাবের ছেলে 'পশু' বললে,—

—'বরদাবাবুব গুরুর চেযেও বড। গুরুর জোরেই তো তাঁর লাপালাপি'···

মামা জিজ্ঞাসা করেন—"কলকেতায খুঁজবো কোথায,—ঠিকানাটা···"

—"আ আমাব পোড়া কপাল! হাতিবাগান ছাড়া ও আর ঢুকবে কোথায! নাম জানিস তো ?—ওদের নাম যে আমাদের করতে নেই !—মড়া নাম বললে যেন গুড়ুম ক'রে তোপ দাগলে,—কি যেন উড়ুম্বর মিশ্র, তার সঙ্গে আবার পাণিগ্রাহী না কি-একটা আছে।"

মাতৃভক্ত মাতুল ধূল-পাযেই কলিকাতা রওনা হইযা পডিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা উড়ুম্বর নামটি মামার কাছে দমে ভারী ঠেকিল, এবং তাহাকে মুগ্ধও করিল। বরদাবাবুর গুরুভক্তি এবং অপর পক্ষে গুরু-কৃপা, ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল।

'গুরু কৃপা হি কেবলম্' যে, মানুষের উন্নতির একমাত্র উপায় তাহাতে কাহারো সন্দেহ মাত্র ছিল না ; সুতরাং উড়ুম্বর মামার মাথায় হাম্বরের মত কাজ করিতে লাগিল।

তাঁর সতীর্থ সুবল সিনিয়ার হইলেও ব্রাহ্মণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁর লেফ্‌টেনেণ্টের মতই চলিত। এই ছ'ফিট তিন ইঞ্চি—without breadth লোকটি মামার ভক্ত ও বন্ধু ছিল। তারই সাহায্যে সংবাদ পাইলেন—মিশ্র মহাশয় হাতিবাগানের 'খেদা' খালি করিয়া কেন্দ্রাপাড়া যাত্রা করিয়াছেন। শুনিয়া মামা একেবারে বসিয়া পড়িলেন।—নামের মোহ তাঁহার মন হরণ করিয়াছিল ; বিশেষ ন্যায়ালঙ্কার-পুত্র পশু বলিয়াছে—বরদাবাবুর গুরুর চেয়ে বড়",—সেটা শ্রুতিবাক্যের মত সত্য বলিয়াই মামার বিশ্বাস। ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পাইয়াও হারাইলেন !

সুবল সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভাববেন না—এই আষাঢ়ে পিসিমাকে কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থ করিয়ে আনবার জন্যে আমাকে বেরুতেই হবে, চলুন পুরীতেই না হয় সর্বাগ্রে যাওয়া যাবে। আপনার কাজটা আগে সেরে তারপর কাশী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দেবতা···

মাতুল গ্রীবা উচ্চ করিয়া সুবলের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

সুবল বলিয়া চলিল—"ইতিমধ্যে টাকার ব্যবস্থা করা চাই,—দূরের পাল্লা, খরচ আছে। ও কাজে হোমই হচ্ছে বিষম জিনিস···

"সে আমি জানি ;—মিস্-কালো মোষের গব্যঘৃত জোগাড় করতেই"···

"আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ, আপনি জানবেননা তো জানবে কে ? ঠাকুদ্দার কাছে শুনেছি—কেষ্টো-বন্দ্যোর দাক্ষায় ত্রিভুবন ঢুঁড়ে শেষ মহিষাদলে মাত্র তিন ছটাক মিলেছিল। বাকিটুকু নীল-পদ্মের মধু দিয়ে সারতে হয়। ব্যাপারটি তো সোজা নয়—"

মাতুল সচিন্ত-কণ্ঠে বলেন—"তবে ?"

সুবল আশ্বাস দেয়—"ভাববেন না, ও-ভার আমার রইলো। প্রভু নিত্যানন্দের

কৃপায় আমাদের বাড়িতে ও-কাজ বার-মাসই লেগে আছে। কলকেতায় হরিচন্দনের কারবার আমাদের দ্বারাই পুষ্ট। যাক্‌, সে বালাই আপনাদের নেই,—কিন্তু ওর যা নিদারুণ কঠিন কর্তব্য, তা হতে ব্রাহ্মণেরা আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন, সেটা নিজেরাই সহ্য করেন, তাই না আপনারা এত বড়, আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা।

মামা সাগ্রহে বলেন,—"সে আবার কি সুবল? ছেলেবেলা বাবা মারা যাওয়ায় কিছুই জানা হয়নি যে—"

—"বেনেটোলায় বাড়ি, আশে-পাশে দেবতার বাস, তাই কিছু কিছু দেখতে পাই, নইলে আমি আর শাস্তোরের কথা জানবো কি ক'রে। যাঁদের নিষ্ঠা একদম নিখুঁৎ, তাঁরা দীক্ষান্তে নিষিদ্ধ খাদ্য ছোঁবেন না কিনা, তাই দীক্ষার একমাস পূর্ব হতে তাঁরা 'সংযুৎ' (সংযম) আরম্ভ কবেন, আর সেই সব লোভেব জিনিস—যেমন ডিম্ব, কর্কট, মাংস, মেটে, আশ মিটিয়ে দম্‌ভোর পেটে দেন,— যাতে সত্বর তা'তে অরুচি এসে যায়। উদ্দেশ্য মহৎ, যেহেতু রসনা-বিজয়— সাধনার এক অঙ্গ।—

—"তাই বলছিলুম—শ্রীগৌরাঙ্গ যা করেন, সবই ভালোর জন্যে। এই কঠোর কাজটা মিটিয়ে নেবার সময় দিলেন। আমাদের রওনা হ'তে এখনো বিশ-পঁচিশ দিন রয়েছে:—আজ দিনটাও ভাল—রবিবার, হরি স্মরণ ক'বে ছ'কুড়ি ডিম নিয়ে যান···

সুবলের প্রস্তাব মামার খুবই তৃপ্তিকর ও মনের মত হওয়ায, তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করেন—"আর ওটা,—ওই আসলটা?"

সুবল সহাস্যে বলে—"আগে এগুো তারপর তো বাচ্ছা। সেটা কাল থেকে চলবে,—মাকে দর্শন করাও হবে—প্রসাদ আনাও হবে···"

এই Compulsory কর্তব্যের প্রস্তাব মামা সানন্দে স্বীকার করিয়া লন। সুবল ছ'ফিট কয়েক ইঞ্চি লম্বা থাকায়, তাহার বুদ্ধিও যে সেই পরিমাণ উঁচু—সে সম্বন্ধে মামার সন্দেহ মাত্র ছিল না।

পাঁচদিন পরে মামা ফিরিলেন। সর্বশেষ লোকাল্‌প্যাসেঞ্জারে আসায়—রাত তখন প্রায় নয়টা! হাতে একটা ফুলের সাজির উপর সুলভ-সমাচারের আচ্ছাদন।

"এত রাত হল যে?—সাজিতে কি?" প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম,—"এর পর শুনিস,—সে অনেক কথা…"

ভাত বাড়িয়া দিয়া—মা তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মোন্তোর হয়ে গেছে তো…" মামা দু'চার গ্রাস গ্রহণান্তে বলিলেন,—"কারো কিচ্ছু জানা নেই দিদি, ব্রাহ্মণের মোন্তোর কি হলেই হ'ল? এখন একমাস সংযুৎ করতে হবে, তারপর দীক্ষা।"

"একমাস সংযুৎ (সংযম) আবার কি? আমাদের কি মোন্তর হয়নি? আগের দিন রাত্তিরে—ভাতটা মাছটা না খেলেই হ'ল"—

মামা সহাস্যে বলিলেন—"ওই করেই তো দেশটার এই দুর্দশা! শাস্তোর কেউ জানে না,—যে জানে সে বলে না,—এমনি সব কুচুটে, পাছে কারুর ভালো হয়। তা না তো দেশ আজ বরদাবাবুতে ভরে যেতো"—

"কে বললে?"

"কলকেতার লোক ছাড়া আর কে বলবে! তারা তো আর পাড়াগেঁয়ে হিংসুটে নয়! তাদের ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই। তাইনা পথে ঘাটে লক্ষ্মীশ্রী—গলিতে গলিতে ছাড়ানো-পাঁটা ঝুলছে! মোন্তোর নিতে ওরাই জানে। সুবল বললে—তাদের বাড়ি ও-কাজ বারমাসই লেগে আছে। গুরুভক্তির গোড়াই ওখানে। সে ভেতরের কথা সব বলে দিলে।"

মা বলিলেন—"কি করতে হবে?"

"কি আর,—এর পর যা নিষিদ্ধ,—মাংস, ডিম এই সব দু'বেলা দমভোর চালিয়ে ওতে অরুচি ধরিয়ে সাত্ত্বিক প্রকৃতি এনে ফেলতে হবে, যাতে আর ও-সবে লোভ না থাকে"—

"হয়েছে,—আমার আর শুনে কাজ নেই। বাইরে চুলো বানিয়ে, যা করতে হয় নিজেরা করিস।—সুবল—ওরা কি র‍্যা?"

মামা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"ওরা বাজে কথা কইবায় জাত নয়—খাঁটি সোনার বেণে। বামন হলে বোলতো কিনা! এ সব কথা কেউ কারুকে বলে ?"

মা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন।

২৮

বহির্বাটিতে আমাদের অরুচি-ব্রতের আয়োজন প্রবল বেগেই চলিতে লাগিল। আমার প্রিয়বন্ধু বামাচরণ ভায়া সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন,—রন্ধন-কার্যেও সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। সুতরাং ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। ভায়া নিত্য নব নব অরুচির ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতে লাগিয়া গেলেন।—শা-জিরে, শা-মরিচ, জাফরাণ, পলাণ্ডু প্রভৃতি যোগে—অমৃতযোগ দাঁড়াইতে লাগিল।

মামাকে কখনো কোনো কাজে একটি কপর্দক ব্যয় করিতে দেখি নাই, সুবলের সৎসঙ্গে তাঁর এই পরম লাভটি হইযাছিল। কিন্তু সংযুৎ সম্বন্ধে-সহসা তিনি এমন মরিয়া রকম উদার হইযা উঠিযাছিলেন যে বিবাহে প্রাপ্ত আংটী দুইটি অবলীলাক্রমে বন্ধক দিয়া এই কঠোর ব্রত চালাইতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। দুই দিন পূর্বেও সোৎসাহে বলিয়াছেন—"মুখ্‌খুরা মোন্তোরে বিশ্বাস করে না—হুঁঃ! সংযুতেই শরীর ব'নে যায়;—কাল জেটিতে ওজন হয়ে দেখি—সাত সের বেড়েছি,—সালসার বাবা!"

আজ দেখি মামা মাত্র এক-পুঁটুলি মেটুলি হাতে, ক্লান্ত শ্রান্ত বিমর্ষ মুখে উপস্থিত। তাঁহাকে স্ফূর্তিহীন অবস্থায় দেখিয়া বলিলাম—"আজ আপনাকে এমন দেখছি কেনো? অসুখ করেছে নাকি ?"

একটু তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"বেটা সোনার বেণে কিনা! কেবল টাকার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বলে—'খরচের কথা মনে আছে তো ঠাকুর ?—আর বড় জোর দু'হপ্তা পরেই বেরুতে হবে।'—বেটা ব্যবস্থা দিলে,—দিন

আড়াই টাকা ব্যয়ের, এদিকে রোজগার বার আনা! জমবার কথাই তো,—বেটা শুভঙ্কর! আংটীগুলো শিবুর সিন্দুকে জমছে বই কি!”

অমৃতযোগ মাটি হয় দেখিয়া সত্বর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া মামাকে দিলাম। একনিষ্ঠ টানের সঙ্গে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন,—“কই—অরুচির তো কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছিনা রে, রুচিও বেড়ে চলেছে, খোরাকও দেড়ায় দাঁড়িয়েছে,—না?”

সচিন্ত-গাম্ভীর্যে বলিলাম,—“বামাচরণ রাঁধলে অরুচির আশা তো দেখছি না—”

মামা বলিলেন—“আচ্ছা,—অরুচির মানে কি? লোভ না থাকিলেই হ’ল,—লোভটাই তো দোষের—”

বলিলাম,—“আসল কথাই তো তাই,···ওটা রিপু কিনা···”

বলিলেন,—“ঠিক বলেছিস। ও সোনার বেণের কাথায় এসব আধ্যাত্মিক কথা আসবে কেনো।—আমি নিজে দেখিছি * * * বাবু মহাপ্রসাদ মারেন—জামবাটীতে না হয় আদ্‌খোরায়।—তার মানে কি?—লোভ না কাছে ঘেঁষতে পায়। তাৎপর্য বুঝেছিস?” —এই বলিয়া আমার মুখের উপর তাকাইয়া রহিলেন।

বলিলাম,—“খেতে বসে বার বার একটা জিনিস চাওয়া ও খাওয়াকেই তো লোভ বলে,—এই লোভকে জয় করিবার একমাত্র সদুপায়—ভোরপুর বৃহৎ-পাত্র ব্যবহার। যাতে প্রাণ মন তলিয়ে থাকবে,—লোভ মাথা তোলবার অবকাশ পাবে না···”

মামা ‘হ্যাঃ’ বলিয়া সমর্থন করিলেন। পরমুহূর্তেই সংক্ষুব্ধ সুরে বললেন,—“তুই লেখাপড়া ছাড়লি কেনো, অমন···

আমিও বিনয়-বিগলিত বাক্যে বলিলাম,—“সবই অদৃষ্ট মামা,—আপনিও তো কিছু কম···”

—“সায়েবের সঙ্গে যে দেখা করতে দিল না! হুঁ—মন্ত্র নেবার জন্যে, আর

ছটফট্ করছি কেনো? দেখা যাক্,—পুরুষস্য ভাগ্যম্,·· ওঁর তো ওই থেকেই······

ইতিমধ্যে বামাচরণ ভায়া—সেই মেটুলি সুসিদ্ধ করিয়া, বাটিয়া,—অমৃতরস ও নানা মশলা ও জাফরাণ সংযোগে শা-জিরে ভাজা ও দধি সংমিশ্রণে—এমন এক অপূর্ব স্বাদু মেওয়া বানাইয়া আনিলেন যে তাহার একটি মাত্র মুখে দিয়া মামা বলিয়া উঠিলেন, —"চুলোয় যাক চিন্তা, এই এখন চলুক কিছুদিন। লোভ না ঘেঁষতে পায়—একেবারে কতকগুলো দাও দিকি। দমন মানে তো দাবানো, তাকে দাবিয়ে দি।—এর নাম কি হ্যা বামাচরণ?"

"তন্ত্রে বলে—'পণ্টক-সুধা'।"

"তাই না বেটির দশ হাত বেরিয়েছিল!—অকারণ কিছু কি হয়? শাস্ত্র বুঝবে কে,—ওই সুবল?—তিন-শ' যাট্ জন্ম ঘুরে আসুক!—বেটা মনটা একদম খিঁচ্ড়ে দিয়েছে—"

বলিলাম,—"মন খারাপ করবেননা মামা, এ সব যোগের কথা, সুবলবাবু বুঝবেন কি ক'বে? এখন অভ্যাস-যোগ চলেছে যে···"

—"ঠিক ধরেছিস। এই সুযোগে তোরাও এগিয়ে থাক। আধারটি এই রকম বিশুদ্ধ ক'রে রাখলে—মন্ত্র চট্ ক'বে ধবে যাবে,—বুঝলি?"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এসব গুহ্য কথা···

মামা গর্ব গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"অনধিকাবী হলেও—শহরের সনাতন নিয়ম মত—সুবলদের বার-বাড়িতে এসব চর্চা রীতিমতই হয়,—ওকে ধর্মমূঢ় ঠাওরাসনি। ওর ঠাকুব-দাদা, বড়বাজাব হরিসভায 'ভক্ত-মাল' চালাতেন। ওর পিসি—'চৈতন্য-বিলাস' ছাপিয়েছেন —"

"আপনি এ সব···

"তার প্রবেশ যে সর্বত্র রে, দৃষ্টি এড়াবে কি ক'রে!—দোকানে দোকানে যে···। সেদিন এক ছটাক ভাং কিনলুম, তাও 'চৈতন্য-বিলাসে' মোড়া! কলকেতায় লেখাপড়ার সুবিধে তাই এতো। বিদ্যেসাগর অন্যত্রে যে হয় না কেনো,—এখন

একটু একটু তা বুঝতে পারছি। কথাটা বুঝছিস না? প্রোগ্রাম, প্লাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল, মোড়ক,—মানুষ পড়ুকনা কত পড়বে!—তাই না শহরে এত পণ্ডিত; —মজুরকে মুচ্ছুদ্দি বানিয়ে ছাড়ে,—কেবল একটু অভিষেক-(মানে বোধ হয় —অভিনিবেশ) চাই। মোস্তোরটা আগে হয়ে যাক্‌ ·

মামা সহসা নীরব হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা—শহরের ওই সুযোগগুলি মন্ত্র-সংযোগে বড়বাবু বা বরদাবাবু বানায়।

মা আজ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পর্যন্ত গুম্‌ হইয়া রহিয়াছেন,—কয়েকবার দেখা হইল-কথা নাই। আমি মন-মরার মত ধীরে ধীরে ছাতে গিয়া উঠিলাম। মা'র এ ভাব কখন দেখি নাই। কি এমন ঘটিল?

সহসা রায়েদের পুষ্করিণীতে দৃষ্টি পড়ায় মনটাও সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। শুনিয়াছি নিজে একটু না ঝুঁকিলে মাতালও টলে না। আমার এই ঝোঁকার মধ্যে সে ভাবটা অজ্ঞাতে ছিল না—এমন কথা শপথ করিয়া বলা চলে না।

কিছুদিন হইতে আমার কবি-ভাব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। ঝাঁটিফুল দেখিয়া—আহা আহা করিয়া উঠিতাম, নীল-নভে তারকা-রাজি দেখিয়া—ঊর্ধ্ব মুখেই থাকিতাম; প্রজাপতির বর্ণ-বৈচিত্র দর্শনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতাম। বন্ধুরা হাসিত,—পরিহাসও করিত। এখন বলিতে বাধা নাই,—সেটা ছিল আমার—অভাবে ভাবের রং ধরাইবার প্রয়াস—সুরটা লাগানো বা আদায় করা। মূঢ়েরা বুঝিত না।

দেখি রায়েদের পুষ্করিণী-বক্ষে অসংখ্য হেলা-ফুল হাসিতেছে। এই দৃশ্যটিকে ভাবের মধ্যে ভাঁজিয়া রূপ দিবার সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। একটু মুগ্ধ হইতে পারিলেই চিত্তে কল্পনার ছাঁচ পড়িবেই। তাই-সত্য না হইলেও মুখখানায় মুগ্ধের মত খোঁচ্‌ খাঁচ্‌ টানিয়া, চক্ষুস্থির অবস্থায় সেই দিকে—তাকাইয়া আছি—

"অমন ক'রে রয়েছিস যে?"

ফিরিয়া দেখি—মা উপস্থিত ! তিনিই স্থির গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন। সকাল হইতে মা একটিও কথা কহেন নাই। আমি সেই প্রত্যাশায় কয়েকবার এদিক ওদিক করিয়া, শেষ বিরস মুখে ছাতে চলিয়া আসিয়াছি। এ-কথা এক অন্তর্যামী আর এক মা-ই বুঝিতে পারেন। তাঁর অন্তরে সে ব্যথা বাজিয়াছে, —তাঁর অভিমান পরাভব স্বীকার করিয়াছে, তাই থাকিতে পারেন নাই।

আবার বলিলেন—"এক মনে অমন ক'রে কি দেখা হচ্ছে ?"

আমি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিলাম—"একবার চেয়ে ছাখ মা—রায়েদের পুকুর আলো ক'রে কি পদ্ম ফুলই ফুটেছে, আকাশ থেকে যেন ঝুড়ি ঝুড়ি তারা খসে পড়েছে • "

সে দিকে না চাহিয়াই মা কেবল একটি ছোট্ট 'হুঁ' দিলেন—আমি দমিয়া গেলাম। পরে বলিলেন—"ঠিক ক'রে বল দিকি,—তোদের অরুচি ধরতে কত দিন বাকি ? ভদ্দোর-লোকের পাড়ায় আর বাস করতে দিবিনি দেখছি। আজ থেকে গঙ্গাস্নান বন্ধ হ'ল। ঘাটে রোজ এই নিয়ে ঘোঁট হচ্ছে।—'রাতে পাড়ায় এত প্যাঁজের গন্ধ বেরয় কেনো।'

"পেসাদি বললে—"শুদু প্যাঁজের গন্ধ ?—চরবি, রশুন, হিং,—দোর জানলা বন্ধ করেও নিস্তার নেই।" আবার প্রসন্ন-কাকিমা যা বললেন সে তো সহজ কথা নয় !—কাকার সিদ্ধ-মন্ত্র নেওয়া শরীর, মহা জাপক লোক, রাত্তির এগারোটায় ভূত-শুদ্ধি ক'রে আসনে বসেন,—তার পর শ্বাসের ক্রিয়া চলে, যতক্ষণ না কুম্ভক হয়। সে টান কি !—ঘরে যেন জাত-সাপ গজরায়। বিঠুরে গিয়ে 'নানা-সায়েবের' গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনখানা তরোয়ালের ডগায় তিন ঘণ্টা বসতে পারেন ! থাক সে কথা,—ওই সব নিষিদ্ধ গন্ধের অশুদ্ধ্ বাতাস টেনে টেনে,—আজ আর তাঁর কুম্ভক নড়ছে না,—আটকে রয়েছে। চন্দ্র-নাড়ী নাকি কাজ করছে না,—পেট—পাথর হয়ে গেছে। সাবারাত তেলে-জলে মালিস ক'রে কাকিমা তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে নাইতে এসেছিলেন। ব্রহ্মহত্যে না ক'রে কি তোরা ছাড়বিনি ?

—"আমি পাড়ার বউ মানুষ, এখনো সকলের সঙ্গে কথা কই না, ঘোমটা দিয়ে থাকি। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কী বলবো? গঙ্গাতীরে…না, আজই আমাকে 'বালি'তে রেখে আয়

আমার ভাবসংগ্রহ,—"সরসী কণ্ঠে কহ্লার-মালা,—অথবা,—তারারাজি নভ ত্যজি সাঁতারে সরসী-বুকে"। সহসা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উপিয়া গেল। ক্ষতিটা যে কত বড় এবং তার বেদনা যে কি কঠিন তাহা অনুভবের অবকাশ পর্যন্ত পাইলাম না।

মা দৃঢ়কণ্ঠেই জানাইয়া দিলেন—তিনি আর এখানে থাকিবেন না, অন্ততঃ যতদিন না 'দিনোর' মন্ত্র গ্রহণের সংযুৎ শেষ হয়।—

বলিলেন—"এ গ্রামের বাচস্পৎদের বাড়িতে, সাভ্যোমদের (সার্বভৌমদের) বাড়িতে মন্ত্র নিতে দেখেছি, কোথাও এমন বিদ্‌কুটে সংযুৎ দেখিনি! আবার তোদের কি রায়েদের পুকুর ছাড়া—ডিমের খোলাগুলো ফেলবার জায়গা মেলেনি। ছি ছি ছি—পুকুরময় ডিমের খোলা ভাসছে!"

আমার কবি-কল্পনার ভাবের ঘরে কি অভাবনীয় আঘাতই পড়িল। কে জানে যে বামাচরণ ভায়া ডিমের খোলা পুকুরে ফেলিতেছে!

এই সময় রাণীরমা কয়েকখানা ভিজে কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য ছাতে আসিল;—"এই যে মেজবাবু এখানে, আমি চার দিক খুঁজে মরছি…"

"কেনো রে?"

রাণীরমা তার আঁচল হ'তে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিতে দিতে বলিল —"মামাবাবু বেরুবার সময় আপনাকে দেখতে না পেয়ে, তাড়াতাড়ি এইতে লিখে, আপনাকে দিতে বলে গেলেন।"

পড়িয়া দেখি—মামা লিখিয়াছেন,—

"সুবল ফাঁকা কথা কয়নি,—খরচ আছে বই কি। তার কথা আর পণ্টক-সুধা দুই-ই সমান কাজ করেছে,—সারারাত ঘুমুতে পারিনি! খরচের উপায়ও হবে, অভ্যাস-যোগও বজায় থাকবে, এমন পথ ঠাউরেছি। একেবারে মন্ত্র নিয়ে

ফিরতে দিন কতক দেরি হতে পারে,—ঘাবড়াসনি। তোদের জন্যেও কটক থেকে জবর দেখে জাম-বাটি নিয়ে ফিরবো। দিদিকে ভাবতে বারণ করিস।"

মা'র মুখে ঈষৎ চাপা হাসির ভাব লক্ষ্য করিয়া, এতক্ষণে আমার কথা কহিবার সাহস হইল, বলিলাম,—

—"আর তো কোথাও যাবে না মা? মামা ফিরতে দু'মাসের কম নয়···"

"সকালে তাই বুঝি ক্যাম্বিসের ব্যাগ্‌টা চেয়ে নিলে? বললেই তো হোতো, আমি ভাবলুম—কার কি ফরমাজ আছে, আনবে বুঝি। ফরমাজ তো লেগেই থাকে··"

—"ওই ত্যাখো মা- নানা-সাযেবের গুরুভাই, তোমার জাপক প্রসন্ন কাকা, ছাতা বগলে ক'রে আপিসে ছুটেছেন,- চন্দ্র-নাড়ী খুলে গেছে! কুটীর কেরানিকে যমে ছুঁতে পারে না মা ··"

"তুই চুপ কর" বলিয়া, হাসি টানা মুখে মা ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া নিচে নামিয়া গেলেন।

রাত্রে আবার সেই কুচো চিংড়ির দরাজ ঝোল আর থল্‌সের অম্বল, মনে হইয়া আমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সন্ধ্যার সময় মা আমাকে দিয়াই হরির লুট দেওয়াইলেন,—সংযুৎ শেষ হওযার সোয়াস্তি-কল্পে।

আরো পাঁচটি পয়সা তুলসী-তলায় পুঁতিয়া রাখিবার জন্য দিলেন।

"এ কিসের জন্যে মা?"

"দিনো ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক!"

এক সপ্তাহ গত হইল মামা মন্ত্রাভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। অর্জুনের পাশুপত-অস্ত্র লাভের জন্য যাত্রা অপেক্ষা মাতুলের দীক্ষালাভের অভিযান কোন অংশে উপেক্ষার ছিল না, যেহেতু উভয়ের উদ্দেশ্য প্রায় একই ছিল।—একের রাজ্যলাভ, অন্যের—বড়বাবু বা বরদাবাবু হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্যোন্নতি।

মাতুল না থাকিলে সকলেরই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা নিত্যই খোঁজ লইতেন, কারণ মাতুল-অভাবে তাঁহাদের সুখ ছিল না—তাসের আড্ডা জমিত না। যেহেতু খেলায় চুরি জুচ্চুরি ও বিতণ্ডায় তাঁর জোড়া ছিল না। কাহারও সহিত তাঁহার কলহ বা বিবাদ আছে এমন অপবাদ কোনদিন কেহ দিতে পারে নাই; কিন্তু তাস খেলায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র জীব!—তাঁর জুড়িদার বা কাৎ খেলায় ভুল করিলে আর রক্ষা থাকিত না।—হাতে নহলা থাকিতে তাঁর কাৎ তুরুপ্ না করায় একদিন প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যায়,—পাড়ার মেয়ে-পুরুষ ছুটিয়া আসে।—তিন দিন পরে, তাঁর উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া, ডাকিতে গেলাম। চক্ষু মেলিয়াই প্রথম কথা কহিলেন—"দেখলি—বেটা কি গাড়ল্! হাতে নওলা রয়েছে—তুরুপ্ করলে না! যাট্ টাকা মাইনে পেলে কি হবে,—হুঁঃ! সব বেটা কপালে খায়,—বুঝলি?"

বুঝতেই হ'ল,—মিহি-হাস্যে সমর্থন করিলাম।

সকল বিভাগেই তাঁর এইরূপ এক একটি অসাধারণত্ব থাকায়, বন্ধু-বান্ধবেরা এবং অনেকেই তাঁর খোঁজ করিত। তাঁহার অভাব অনুভব করিত।

কয়েকদিন দেখিয়া মা একদিন চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—"তোর খাওয়া এত' কমে গেল কেনো বলদিকি? খেতে পাচ্ছিস কই? অসুখ করেনি তো?"

দু'তিন সপ্তাহ নিত্য নিয়মিত সংযম-সাধনান্তে রসনা মাংসাশী হইয়া পড়িয়াছিল। শাক, কচু, কুমড়ো আর রুচিতে ছিল না। মা—কই, খল্সে, পুঁটির নম্বর

বাড়াইয়া এবং পোস্তো চড়চড়ি ও আমসত্ত্ব ঘুস্ দিয়াও বিশেষ ফল না পাওয়ায় চিন্তাটা চাপিতে পারেন নাই।

আমি যা-তা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম,—শরীর আমার বেশ ভালই আছে। মামার সহিত আহারে বসিলে খাওয়াটা বোধ হয় একটু বেড়ে যায়।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আমিও তাই মনে করেছি। যাক্—অসুখ-বিসুখ নয়, এখন বলি,—তোরা তো কিছু দেখবিনি,—পূব-দিকের পোড়ো জমিটের অনেকখানি,—হাত দেড়েক হবে,—টেনে নিয়ে কাকারা যে বেড়া দিয়েছেন দেখলুম!"

"কই মা—ঘরামী কি 'জোন্' লাগলে তো চণ্ডিমণ্ডপ থেকে দেখতে পেতুম। আর কাকা তো কুটী থেকে ফেরেন রাত আটটায়। তারপর সেই অপবিত্র কাপড় চাদর জামা সুদ্ধু গঙ্গায় ডুব দিয়ে, বাড়ি ফিরতে তাঁর রাত ন'টা হয়।"

মা বলিলেন—"কুটীর কাপড়ে যে ঢোক পেলেন না! শুদ্ধাচারী···

বাধা দিয়া বলিলাম,—"তবে বেড়া দিলে কে?"

—"তোদের মতন নয়,—আগেকার লোক বিশ-ত্রিশ হাত বেড়া দিতে কেউ আবার 'জোন্' ধরেন নাকি?—বেশ জ্যোৎস্না-রাত্তির পেয়েছেন···রাত্তির বলেই ভুল ক'রে থাকবেন। একবার বললেই···

"হ্যাঁ মা, সেই ভালো,—তাই বোলো ··

"ওমা আমি বলব কি রে! আমি বউ মানুষ,—আমি কি···তোরা এসব না দেখলে দেখবে কে?—এই সেবার চাটুয্যেদের বিধবা শাশুড়ী-বউ জগবন্ধু দর্শন ক'রে এসে দক্ষিণ দিকের বাগানটার পাঁচ-সাত হাত ঘিরে নিলে। বহুকালের বুড়ো আঁব-গাছটা ছিলো তাই আর এগুতে পারেনি। আহা—স্বামী পুত্তুর নেই,—নিক্‌গে।"

বললুম—"ওঁদের সঙ্গে কে কথা কবে মা! সমানে সমানে কথা কওয়া চলে। ওঁদের সব মন্ত্র-নেওয়া শরীর, তার ওপর তীর্থ, জপ, জগবন্ধু দর্শন আবার কুম্ভক পর্যন্ত সেরে দেব-দেবীর কোটায় গিয়ে পড়েছেন!"

মা উদাসভাবে বললেন—"তবে যাক···কর্তারা যেটুকু রেখে গেছেন তা আর বাড়াতে না পারো···

বাধা দিয়া বলিলাম,—তুমি দেখে নিও মা—কেমন না বাড়াই···

মা হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—কি ক'রে যে বাড়াবি—তার তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আশীর্বাদ করি—সেই সুমতিই হোক—

"মোন্তোর না হলে'' ও-দিকে মন যাবে না মা, আগে মোন্তোরটা হতে দাও। তখন পূজা, জপ, নিষ্ঠা আপনা-আপনিই আসবে,—সেই সঙ্গে ও-সবও···

মা ছিলেন—সে-কালের লোক, সহজেই বিশ্বাস করিলেন, খুসিও হলেন এবং বলিলেন—"তাই নে, ওতে সময় ফেরে, মতি-গতিও ভালো হয়।" বলিতে বলিতে কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

তখনকার ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা বাদ দিতেন না,—আহ্নিক পূজাদি না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। অল্পাধিক জপও চলিত। আচার পালনে—স্ত্রীপুরুষ কাহারো ঔদাস্য ছিল না, সেইটাই ছিল গৃহ-ধর্মের বড় কথা। তাহাতে পরোক্ষে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা আয়ত্ত হইত, স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পেও তাহা সাহায্য করিত।

কিন্তু স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, সেই সব ধর্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারিদের মধ্যে অনেকেরই বেড়া-সরানো অভ্যাস বা বেড়া বাড়াইয়া নিঃশব্দ-লব্ধ ভূমি সংগ্রহ করা—একটা উপভোগ্য দুর্বলতা ছিল।

দুই সপ্তাহ গত হয়,—মাতুলের কোন সংবাদ নাই। মা সত্যই ভাবিতেছেন। এমন অবস্থায় সুবলের পত্র,—লোক মারফৎ আসিল। সুবল লিখিয়াছে—

শ্রীচরণে নিবেদন,—দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। মামাঠাকুর দীক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সে কারণ পত্রাদি দিবার তাঁর ফুরসৎ ছিল না এবং তিনি কলিকাতাতেও ছিলেন না তাঁহার কোন একজন পরিচিত সম্ভ্রান্ত জমিদার, কলাবাড়ি জয়নগরে থাকেন, তাঁহার নিকট কোন পুণ্যক্ষেত্রে বাগদত্ত-থাকায়,

বাক্য-রক্ষার্থে, সেইখানেই বহু আদর-যত্নে অবস্থান করিতেছিলেন। শুনিলাম তাঁরা প্রাচীন বনেদীবংশ,—দেবতার সম্মান রক্ষার্থে নগদ ছাড়া যে-সব দ্রব্য সম্ভার দিয়াছেন তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়।—এই গরমের দিনে জামিয়ার পর্যন্ত বাদ দেন নাই। প্রাপ্ত দ্রব্যাদির অধিকাংশই বিক্রয় করা হইল, সেই টাকায় দীক্ষাব ব্যয়, পাথেয় প্রভৃতি সকল খরচই অনায়াসে নির্বাহ হইয়া যাইবে। নগদ প্রাপ্তি একশো-এক, তাহা এই লোক মারফৎ পাঠাইতেছি, আপনাব মাতাঠাকুরাণীব নিকট রাখিবেন।

মামা ঠাকুর দুঃখ করিতেছিলেন,—আপনাকে পাইলে তাঁহারা ভারি খুসি হইতেন এবং মোটা টাকাও আসিত। বাড়িখানি নাকি টাকা-রোজগারের তালুক—লক্ষ্মীব আড়ৎ, তাঁরা সব পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দীক্ষান্তে ফিরিয়া আপনাকে লইয়া যাইবেন,—আপনি প্রস্তুত থাকিবেন।

কাল গুরুবার, আমরা পুরী রওনা হইব এবং কেন্দ্রাপাড়া হইযা দেবতার দীক্ষান্তে, তাঁহাকে কলিকাতা পৌঁছাইয়া দিযা কাশী যাত্রা করিব। আপনাবা তাঁহার জন্য ভাবিবেন না,—আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন;—ইতি

দাসানুদাস

সুবল

পুনঃ

মা শুনিয়া খুসি হইবেন বলিয়াই জানাইতেছি,—কয়দিনের কঠোর সংযমে মামা-ঠাকুরের চেহারা ফিরিয়াছে, তিনি মনের আনন্দে আছেন। দেখিলেই বোধ হয়—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় দীক্ষার পূর্বেই তাঁর সর্বাঙ্গে যেন সুসময় দেখা দিযাছে।

সেবক—সুঃ

সুবল সুস্পষ্ট কিছু না লিখিলেও ব্যাপারটা বোঝা কঠিন ছিল না।

মাকে অনেক সময়েই ভীত, শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইতেই দেখিতাম, বিরক্তও হইতেন কিন্তু রাগ করিতে কমই দেখিয়াছি,—অপর কেহ দেখেই নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষ বলিলেন,—"মেয়েগুলো কি কেবল দুঃখ কষ্ট পেতেই জন্মায়?—কারুর ছেলে-মেয়ের দুঃখ দেখলে লোক বলে—আহা—এর কি মা-বাপ কেউ নেই! আর সেই মা-বাপেই নিজের হাতে মেয়েগুলোর সারা জন্মটাই কষ্টের ক'রে দিচ্ছে!—

"এর চেয়ে তাদের বিষ দেওয়া যে ঢের ভালো! কুল আর কুলীনে মেয়েদের সুখটা কি? ও-দুটো কথা কি তোদের দেশ থেকে যাবে না? পুরুষদের কি মেয়েদের দুর্দশা ঘটানই কাজ? অ্যাতো চ'খের জল ধরবে কোথায়?

রোষে ক্ষোভে, এইরূপ ছাড়া ছাড়া ভাবে অনেক কথাই বলিলেন! আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম,—মা'কে এরূপভাবে এতো কথা কহিতে কোনদিন শুনি নাই। তার মধ্যে আজ বাঙলা দেশের নারী যেন কথা কহিয়া উঠিয়াছে, ব্যাথা চাপিতে পারে নাই।

—"বাপে যখন ভাবে না—মেয়ের কি সর্বনাশ করছে, তখন দিনোকে আর দোষ দেব কি! তোরাও তো ওই ক'রতে জন্মেছিস,—ওই করবি!" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।—

—"দিনো তো এখন রোজগেরে হয়েছে,—বারাসত থেকেই আপিস করুক না। —এখান থেকে এ সব কেনো!"

মা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম,—মুখে একটি কথাও আসিল না।—বুঝিলাম—মামার এই কুলিনী কাণ্ড মা'কে কতটা লজ্জা ও আঘাত দিতেছে।

আমি বরাবরই এই সব বিবাহ-ব্যাপারের বিরোধী ছিলাম। এই নিষ্ঠুর আচরণে সমাজের গোঁড়াদের সমর্থন থাকায়, এবং তাঁহাদের মুখে এই সব ব্যাপারের স্বপক্ষে স-আস্ফালন—'কুলরক্ষা, সমাজ রক্ষা' কথাগুলি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া—ঘৃণায় লজ্জায় রোষে প্রাণ বিদ্রোহীই ছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে, ইতিপূর্বে একবার তরুণ-সুলভ উত্তেজনায় কয়েকজন মিলিয়া খুব একটা প্রতিবাদ প্রচারের প্রচেষ্টা করা হয়। গ্রামে গ্রামে সভা-

সমিতি, হ্যাণ্ডবিল বিলি, প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর,—অর্থাৎ তরুণ মস্তিষ্কে যাহা যাহা সম্ভব, তাহাতে সকল আয়োজনই ছিল। ছিল না কিন্তু একটি চিন্তা—আমরা যে, কর্তাদের ভাতে আছি এবং অভিমানটা যে তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে, এ কথাটায় বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় নাই। —তাই সে মূল্য তাঁহারা সহজেই আদায় করিয়া লইলেন, ত্যজ্য পুত্র হইবার সাহস তখনো কাহারও আসে নাই।

তরুণ মন—সত্য ও ন্যায্য বলিয়া যাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ধারণা নষ্ট করা সহজ নহে, মাত্র বাহিরের পীড়নে তাহার প্রভাব লোপ পায় না। সমাজ-বিজ্ঞরা এ-কথাটা যে একেবারে বুঝিতেন না তাহা নহে, কখন কদাচ সে কথার আলোচনাও তাঁহাদের মধ্যে হইত, কিন্তু বড় বড় গেরবাজেরা অবজ্ঞাচ্ছলে তাহা উড়াইয়া দিতেন।

কুলীনের বহু বিবাহ; কুল-রক্ষার্থে বৃদ্ধ ও অযোগ্য পাত্রে কন্যাদি সম্প্রদান; বয়স্থা পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সুনিশ্চিত আসন্ন বৈধব্য-বরণে বাধ্য করণ;—নিষ্ঠুর পণ-পীড়ন ও উঠিতে বসিতে কৌলিন্যের সম্মান আদায়,—এই সব নির্মম প্রথার বিরুদ্ধেই, আমাদের প্রস্তাব ও অঙ্গীকার-পত্রাদি ছিল। আমাদের প্রচার-কার্য, কর্তাদের কোপে স্থগিত হইলেও দূর-পল্লীতেও তাহার সাড়া পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতে সত্য ছিল বলিয়া, কোনো কোনো গ্রামের তরুণ ও যুবকদের মধ্যে তাহার অনুকূল চর্চাও আরম্ভ হয়। ব্যাধিটা অনেকেই অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু সমাজের চূড়ামণিদের তখনো প্রবল প্রতাপ থাকায়,—প্রতিকারের পথ ছিল না। ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে লজ্জা, ঘৃণা ও বিরাগ ধীরে ধীরে দেখা দিলেও, কার্যকালে তাহা নিষ্ফলই প্রমাণ হইত,—গুরুজনের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও বাধ্যতা জয়লাভ করিত,—ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

এই অবস্থায়—মায়ের পূর্বোল্লিখিত বেদনাভরা ক্ষুব্ধভাব ও আত্মপ্রকাশ আমার প্রাণে আবার পূর্ব প্রচেষ্টার ছিন্নসূত্র গ্রহণের অবকাশ আনিয়া দিল।

প্রতিকার-কল্পে এবার আমার পরম উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ই (হরিদাস ও বিপিন) প্রধান হইলেন। পত্রিকাদিতে আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। তাহা আমাদের কুলীন-গণ্ডীর গাণ্ডিবী-প্রধানদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও চতুরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং বোধ হয় ও সম্বন্ধে চিন্তার তাগিদ আনিয়া দিল। অল্পদিনেই শুনিলাম, বারাসত নিবাসী বরদাবাবু সত্বরই তাঁহাদের থাকের বা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমণ্ডলী ও প্রধান এবং সাধারণ সকলকে আহ্বান করিয়া একটি আলোচনা ও মন্ত্রণা-সভার অনুষ্ঠান করিতেছেন। উদ্দেশ্য—বর্তমান বিবাহ প্রথার সংস্কার সাধন, আদান-প্রদান সৌকর্যার্থে সকল 'মেল্' এক করিয়া—ঘর বৃদ্ধি করণ; সর্বসাধারণের জন্য একই নির্দিষ্ট পণ বাঁধিয়া দেওয়া; যাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, তিনি বিবাহযোগ্য পাত্রের পিতার নিকট প্রার্থী হইলে, তাঁহার প্রার্থনা পূরণ,—পণ নির্দিষ্ট থাকায়, বিশেষ বাধা বা কারণ ভিন্ন আপত্য চলিবে না; ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল টানের দিকই একটু শিথিল, সুগম ও সহজ কর

খুবই আগ্রহ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সহিত সভা-মণ্ডপে নির্মাণকার্য চলিতে লাগিল। বরদাবাবুর সদুদ্দেশ্য,—সুদূর নগরে, গ্রামে ও পল্লীতে ধ্বনিত হইতে লাগিল ও সাধুবাদ পাইল। তবে সকল গ্রামেই জোঁদা রক্ষণশীল সনাতনীদের মধ্যে একটা সন্দেহ ও অস্বস্তির আভাষও দেখা দিল। যেন—কি হয় কি হয়!

ইতিপূর্বেই বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ভিখারীরা—"বেঁচে থাকো বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে"—গাইয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল, এবং রমণী সমাজ তাহা সাদরে, সাগ্রহে ও অবস্থাবিশেষে গোপনে শুনিতেছিলেন। প্রথম প্রথম সমাজপতিরা তাহা উপহাস-ভঙ্গীতে শুনিয়াছিলেন, শেষে রোষভরে ভিখারীদের কণ্ঠরোধ আরম্ভ করেন।

তাঁহারা কিছুদিন পরেই এই কন্‌ফারেন্সের নব-সূচনায় কেহ কেহ বিচলিত হন এবং এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা আলোচনাও আরম্ভ হয়। তবে শেষ

ফল দেখার পূর্বে প্রকাশ্যে কিছু না করিয়া—তাঁহারা অপেক্ষা করিতে থাকেন।

যেখানে এতবড় সামাজিক বিষয়ের আলোচনা এবং সমাজের রথী মহারথীদের সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে ছেলে-ছোক্‌রাদের যোগদানে বাধা না থাকিলেও, আলোচনায় অধিকার না থাকাই সম্ভব। তথাপি আমরা উৎসাহের সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমার বন্ধু বিপিন সুবক্তা ছিলেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবেনই কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না।

সকলেই সভার অধিবেশন দিনের প্রতিক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম,—বিশেষ মাতুলের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায়।

দিন যায়, মাতুল ফেরেন না। ক্রমে সকলেরই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। পাড়ার মেয়েদের মহা দুর্ভাবনা, মামা অভাবে—চাকি-ব্যালোন, কারুর কাঁকুই, কারো পানের ডিপে কেনা মুলতুবি রয়েছে।

আন্দবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—আর দিন কই? বরদাবাবুর বিবাহ-ব্যবস্থার "কাট-ছাঁট্‌-কন্‌ফারেন্স্‌" আসন্ন,—দিনো কই? এ গ্রামের প্রতিনিধিরূপে তারই তো' যাওয়া চাই। অমন অভিজ্ঞ কুল-সর্বস্ব আর কে আছে?

আন্দবাবু ব্যাকুল হইযা ফিরিতেছেন,—সামাজিক সংশ্রবে চিরদিনই তাঁর শিরঃপীড়াটা ছিল সমধিক। সাবধানির বিনাশ নাই,—দেখি, ও-পাড়ার অভয় মুখোকে—অভাবে duplicate ধরিয়াছেন। তিনিও কুলীন এবং কুল-রক্ষণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। একমাত্র কন্যা অন্নদা, ষোড়শ উত্তীর্ণ হইতে চলিলেও, যোগ্য কুলীন না জোটায়—পাত্রস্থ করেন নাই এবং করিবেনও না। তাই আন্দবাবুর সুনজরে পড়িয়াছেন।

অভয়বাবুও আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং কুলের কথায় পঞ্চমুখ হইয়া—দিনো যে কুলীনের গর্ব ও আদর্শ তাহাই শুনাইতে লাগিলেন। মামা যে তাঁহার পরিচিত—পূর্বে তাহা জানিতাম না।

তিনি আবার শুধু হাতেও আসেন না,—কোনদিন ডাব কোনদিন লাউ সঙ্গে

আনেন ও বলেন—গাছের প্রথম ফল দেবতাকে দিতে হয়, এত বড় কুলীন পাব কোথায়—ওঁরা এক একটি দেব-মন্দির। ইত্যাদি।

মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হন,—বলেন—"এঁকে তো আগে কখনো দেখিনি,—গঙ্গাস্নানের সময় ওঁর মেয়ে অন্নদাকে দেখেছি বটে,…বড় ভালো মেয়ে। পোড়া দেশে অমন সব মেয়ের বর জোটে না!"…

বাঘা কুলীনের কিন্তু দেখা নাই।—এদিকে বরদাবাবুর সমন্বয়-সভার সরঞ্জাম প্রবল বেগে চলিতে লাগিল। আন্দবাবু নিত্যই সংবাদ আনেন;…"সে মণ্ডপের তুলনা হয় না, সে আটচালায় তিন হাজার লোক হাত-পা মেলে শুতে পারে। কলির বল্লালসেনেই এ বিরাট ব্যাপার সম্ভব।…জন্মান্তর মানতেই হয়। দেশ-বিদেশে সহস্রাধিক নিমন্ত্রণ-পত্র চলে গেল"…

সহসা অন্যমনস্কভাবে,…"সব হ'ল, এক দিনো বিনে"।…দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগান্তে আমার প্রতি,—"তোমরা সে বস্তুর খোঁজটাও লও না!"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম—"তিনি কাশী গিয়েছেন, গয়া ক'রে ফিরবেন শুনছি"……

আন্দবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আকরটা কি,—কেমন বংশের ছেলে! এই বয়সে কাশী-গয়ার টান কি যার তার ধরে! এই তো সব গ্রাম-জুড়ে গিজ্‌গিজ্‌ করচেন",…বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

আমি অবাক হয়ে শুনি ও আশ্চর্য হইয়া ভাবি।

বরদাবাবুর বিবাহ-বিধি-সংস্কার সভার অধিবেশন আর কয়েক দিন পরে। কিছু পূর্বে আন্দবাবু-সহ অভয় মুখোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন।…মামার সংবাদ নাই। বড়ই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়াছেন। ভাবটা—সব মাটি হ'ল—কুলীন-কুল তিলক বিনে—শিব-হীন যজ্ঞ হবে দেখছি।

ভাবিয়াই পাই না,—সংস্কার সভায়, মাতুলের অভাব এত চিন্তা আনে কেন? আমার বন্ধু বিপিন বলে—"ওঁদের দৌড় ঐ পর্যন্ত,- ওইতেই সুখ। . ওইটে

ধরে বিজ্ঞ সাজা আর গাবিয়ে বেড়ানো। তা না তো অভয়ের ক্যালিবারের লোককে প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে! তামাসা দেখতে যেতেই হবে ভাই।"

হরিদাস ভায়া তখনকার দিনের আভাঙ্গা এম-এ,—তিনি বলিলেন—"আমিও Fools Paradise-এ যাচ্ছি না,—চিতে-বাঘের রং বদলাবে না। ওরা যুক্তি—reasoning শুনবে না। পরে ও-কাজ আমাদেরই করতে হবে—সেজন্যে প্রস্তুত হও।"

একটু শান্তি বোধ করিলাম,—কারণ বিপিনকে সামলাইতে পারিলেও, হরিদাস ভায়া—সারশূন্য বিজ্ঞতা নীরবে সহিবে না—দক্ষযজ্ঞ ঘটাইবে। ফলে আমাদের সপক্ষে অনেকের নব-জাগ্রত সহানুভূতি নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

৩০

শীতের রাত্রি,—আটটা বাজিল, বন্ধুরা চলিয়া গেল। আমি উঠিব উঠিব করিতেছি,—সহসা "দিদি ভাত চড়াও" শব্দে শিহরিয়া উঠিলাম। এ যে মামার গলা, most familiar phrase—ভৌতিক ব্যাপার নাকি? পরক্ষণেই মস্ মস্ শব্দ ও এক ভোজপুরী মূর্তির আবির্ভাব। একমুখ দাড়ি-গোঁফ, লম্বা চুল, মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি, বগলে কম্বল, অন্য হস্তে দড়ি বাঁধা তালপাতার এক বেঢপ্ পেটিকা, পায়ে দামড়াই-নাগরা।

সত্যই ভয় পাইলাম। কথা সরিল না, স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলাম।

কি রে—দেখছিস কি?

তাই তো, মামাই তো বটে। দুই মাসে একি পরিবর্তন! তাঁহাকে যখন প্রথম পাই—এ যে তাহারই রাজ-সংস্করণ। পুষ্টও হইয়াছেন—রংও বেশ গাঢ় মারিয়াছে…

'তামাক সাজ' বলিয়া, এক এক করিয়া সের তিরিশেক মোট-মুক্ত হইলেন। একটা বোট্‌কা গন্ধ আমাকে অতিষ্ঠ করিতেছিল, বলিলাম—"নাগরা জোড়াটা বাইরে রেখে আসি মামা।"

"না না—এখুনি শ্যালে নিয়ে যাবে—"

"আপনি ভয় পাবেন না—বাঘ ছাড়া ও জিনিস আর কেউ বাগাতে পারবে না। ওর গন্ধ পেলে বাঘ এসেছে ভেবে, ফেউ ডাকবে বটে। কাল লোক ডেকে ওকে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে…"

"সে আবার কোথায়?"

"ভাগাড়ে।"

"যাঃ—জিনিস চিনিস না,—বকিসনি; শের-আফগান বেঁচে থাকলে কি আর পেতুম। লোকটা অনেক দুক্ষু করলে। যাক্‌, আঠারো আনায় আমার জন্মটা কেটে যাবে;—বুকে হাঁটু দিয়ে একপুরুষ চলবে…"

"কার বুকে কে হাঁটু দিয়ে?"

এই সময় একটি প্রদীপ হাতে মা "দিনোর গলা যেন পেলুম" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াই মামাকে দেখিয়া, সলজ্জ ভাবে নিম্নকণ্ঠে—"আমি বলি…"

"হ্যাঁ দিদি আমিই তো।"

"ওমা—একি চেহারা হয়েছে! আমি বলি মোড়লদের তেওয়ারী সিং—"

তাহার পর সংক্ষেপে দু'চার কথার পর আমার প্রতি—"তা এখন কি দোকান খোলা পাবি, বাতাসা…"

বলিলাম—সে সব কাল হবে মা, আগে মামাকে পঞ্চগব্য দিয়ে "

"তুই থাম তো,…আমি ভাত চড়াই গে" বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, মামা পেটিকা হইতে দুইটা কপি বাহির করিয়া ফেলিলেন·· "

"ও এখন থাক, কাল ঠাকুরদের দিয়ে"…মা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

পাশেই পুকুর। মামা হাত-পা ধুইয়া আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন

—"ওই নাগরা ছিল বলেই ট্রেনে শুয়ে আসতে পেরেছি, কোনো ভদ্রলোক ঢোকেনি…"

"তবে ফেলে কাজ নেই, ওকে শমীবৃক্ষে তুলে রাখাই ভালো, ট্রেনে কোথাও যাবার সময় পেড়ে নিলেই হবে। যাক্—এখন আসল কথা বলুন,—গুরুকরণ—দীক্ষাগ্রহণ সু-সমাধা হয়ে গেছে তো?"

"আমার কাছে ও-কথা উত্থাপন করিসনি—"

"সে আবার কি কথা,—বলতে নেই বুঝি?"

"বেটা সোনাকা-বেনিয়ার সঙ্গে পা বাড়ানই ভুল হয়েছিল। পই পই ক'রে বললুম—দূর দেশে যাত্রা—পাঁজি ছাখ্, না হয় আমায় দে। বেটা হরগিজ্ দেখলে না—দেখতে দিলেও না। বললে—তীর্থযাত্রায় ও-কথা মুখে আনতে নেই ঠাকুর। ভাবলুম হবেও বা,—তীর্থে যে যাইনি তা'তো নয়,—ঘোষ-পাড়ায়, মাহেশের রথে গিয়েছি—পাঁজি দেখা হয়নি বটে। তবে, সে-সব আর এ-সব,—যেন বৈঁচি আর জগদ্বল্লভপুর! এক একটা পাণ্ডা কি!—গোটা রামায়ণ মনে পড়িয়ে দেয়। তাদের চোক কি—একবার চাইলেই—মুখ বলে ফ্যালে—'নে-বাবা সব দিচ্ছি।' দেবতার প্রতিনিধি কিনা। সেখানে পাঁজি না দেখে পা বাড়ানো আর সোঁদোর-বনে মাথা গলানো একই কথা। এত বললুম-কিছুতে শুনলে না। বেটা কেবল দিনে আটষট্টিবার পায়ের ধূলো নিতে জানে। এই ছাখ্ না—পায়ে তেরস্পর্শ দেগে দিয়েছে! বেটার ভক্তির জুলুম কি,—তু'মাসেই ফোস্‌কা, কালশিরে, শেষ কড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে! আবার বলে—'চলুন না বিন্দাবনটা সেরে যাবেন!'—তা হলেই—কাটের পা পরে ফিরতে হোতো,…। বেটা সোনাকা "

হাসিতেও পারি না,—যেহেতু তাহা তাঁর মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধ হইবে। বুঝিলাম—বিশেষ কিছু ক্ষতি ঘটিয়া থাকিবে। বলিলাম—"যাক্—আসল কাজ হয়ে গেছে তো?—"অধিকন্তু পুরী, কাশী, গয়া, তিনটি প্রসিদ্ধ তীর্থও করা হয়ে গেল—"

বেশ একটি ভারী ওজনের হুঁ দিলেন মাত্র।—"কেবল বাঁদর তাড়াও আর পুঁটলী সামলাও। বেটা রাত্তিরে আদসের রাবড়ি খাওয়াত, তাই পিণ্ডিটে দিইনি,—দিলেই হোতো।—ওরে ভাত হয়ে গিয়ে থাকবে…"

মামা উঠিয়া পড়িলেন। জানি—আহারের কথা মনে পড়িলে আর কোন কথাই সম্ভব নয়।

কাপড় ছাড়িলেন, দেখি—গেরুয়া!

"এ কি মামা,—গুরু সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন নাকি?"

"এও ওই বেটার ফন্দি,—বললে—সব কাজই সুবিধেয় হবে, ভিখিরীও ঘেঁষবে না!…

"বর্ধমানে পৌছে গাড়িতেই গেরুয়ামুক্ত হওয়া গেল। সীতাভোগ খাইয়ে হাসতে হাসতে বললে—'দেখলে ঠাকুর—দু'পয়সার গেরিমাটির গুণ,—কম্‌সে কম্ সত্তর পঁচাত্তর টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে।—এক সুফলের দাবী মিটুতেই থাবি খেতে হোতো।'—শুনলি বেটার কথা—বেটা পিসিকে তীর্থ করাতে গিয়েছিল, না তাঁর পরকালের-গয়া কবাতে গিযেছিল—"

মা আহারের জন্য ডাকিলেন। পা বাড়ানই ছিল,—গিয়া বসা গেল।

মা'র প্রশ্নের অন্ত নাই,—"কেমন দেশ, কি দেখলি, গয়ার পাথর-বাটী এনেছিস তো? আহা কত পুণ্য থাকলে,…মহাপুরুষ গুরু মেলা কত বড় ভাগ্যের কথা। প্রসন্নকাকী বলেন -'তাঁরা ধ্যানে বসলে আর মাটিতে থাকেন না—কেউ সাত হাত কেউ দশ হাত শূন্যে উঠে পড়েন।'—ছাতে বসেন বুঝি"?

মামা যেন এতদিন অভুক্ত ছিলেন,—একাগ্রে গ্রাসের পর গ্রাস চলিতেছে। ট্যাংরা মাছ ঝালদে—ছাড়িয়ে খাবার ধৈর্য নাই।

"কতদিন খাসনি?—খলসে মাছের অম্বল আছে—"

"ভাত আছে তো?"

"আছে বই কি,"—বলিয়া দ্রুত আনিয়া দিলেন।

আবার কথা আরম্ভ হইল,—"আন্দবাবু রোজ খবর নিতে আসেন। হ্যাঁরা—

ও-পাড়ার অভয়বাবুর সঙ্গে জানা-শোনা আছে নাকি? আগে তো কোনদিন দেখিনি···"

অভয়বাবুর নামে মামা যেন সচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এসেছিলেন নাকি?—কিছু দিয়ে গেছেন?"

"হ্যাঁ—প্রায়ই তো আসেন, শুধু হাতে তো আসেনই না—কোনদিন ডাব, কোন দিন লাউ কি পালম-শিস, দিয়ে যান,—"

"আর কিছু না?"

"আর কি দেবে? ওইতেই আমার লজ্জা করে;—এইতো এত লোক আসেন··"

"ওঁদের বোধ হয় নিয়ম ওই ছিল,—বড় কুলীন···"

"তোদের ওই কুলীন কুলীন কথা আর শুনতে পারিনা। বরদাবাবু সভা করছেন, সবাই মিলে ওইটে ঘুচিয়ে দিলে যে বাঁচি—"

মামা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন—"তোমরা ওর বুঝবে কি, যা জান না···"

তাঁর বিরক্ত-স্বরে মা বোধ হয় একটু আঘাত পাইয়া থাকিবেন, বলিলেন—"ওটা আমরা ছাড়া আর কে বেশি বোঝে শুনি, ওর বিষ হজম করছে কারা,—পুরুষে নাকি? কুলীনের মানেটা—আমাদের চেয়ে বেশি জানে আর কে? সভায় যদি মেয়েদের চোখের জল মুছিয়ে আসতে পারিস তো যাস;···ওমা একটু দুধ আছে যে"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মা সহসা এত উত্তেজিত ভাবে এত কথা কহিলেন কি করিয়া! স্ত্রীজাতির অন্তরে কত বেদনাই সঞ্চিত হইয়া আছে,—প্রকাশের পথ পায় না! যাক্—কথাগুলা তিনি হাসিমুখে না কহিলে—মামার কৌলিন্য-বাসুকী একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি না করিয়া নিরস্ত হইত না।

মা দুধের বাটি রাখিয়া বলিলেন,—"কই কোনো কথাই তো কইলিনি—গুরুর কথা, তীর্থের কথা···"

"এর পর শুনো দিদি—আজ আর পারব না"—

মা আমাকে বলিলেন—"আজ আর তবে দিনোকে জ্বালাতন করিসনি—একটু শুতে দে। আমি বিছানা ক'রে দিয়ে আসছি,—গাড়ির কষ্ট, পথের কষ্ট—"
বলিলাম,—"বুঝছ না মা, এখন ওঁর মন্ত্রপূত শরীর, পথের অশৌচ মুক্ত না হয়ে সে সব পবিত্র কথা মুখে আনবেন না। সকালে নাপিত ডেকে আগাছা সংস্কার ও গঙ্গাস্নান অন্তে বিশুদ্ধ হয়ে শোনাবেন।"
"তুই থাম। গুরু যা যা বলেছেন তা' তো করতে হবেই। এখন তো আর –"
আমরা পান লইয়া বাহিরে গেলাম।

"নে দিকি—ঐ পেটিতে গয়ার তামাক আছে,—ছ'টাক-খানেক সেজে ফ্যাল। কাল পাঁচ ভূতে মেরে দেবে।—এখন রাত কতো?"
"বারোটা বেজে গেছে—"
"তিনটে পর্যন্ত চলা চাই—"
বুঝিলাম—মামা রাতারাতি খোলসা হইতে চান। খুব উৎসাহের সহিত—দেড় ছটাক চড়াইলাম।
মামা পূর্বপ্রেম ভুলিতে পারেন নাই; প্রথম যেদিন পড়ান—'ব্রিঞ্জেল' বেগুণকে কয়, সেই দিন হইতে আমরা উভয়ে উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ। সেই 'বে-গুণ' আমাদের উভয়কেই বিশিষ্টরূপে বরাবর অধিকার করিয়াছিল।
মামা অর্ধশয়ান অবস্থায় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"কি শুনবি বল?"
বলিলাম—"যে কাজের জন্য একান্ত মনে মাসাধিক কি কঠোর সাধনা,—রুচি-বিনাশের জন্য কি প্রখর প্রযত্ন,—সেই দুর্লভ দীক্ষা-লাভ কি ভাবে মহামানবের কৃপায়, কোন্ মহাপীঠে সমাধা হওয়ায় কৃতার্থ হলেন,—সর্বাগ্রে তাই শোনান—"
বোধ হয় মামার অপাঙ্গে ঈষৎ হাসি দেখা দিয়া দাড়ির মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল। বলিলেন—"বেশ।"

পরে—'জয় বিশ্‌কর্ম্মা' বলায়, বলিলাম—

"ওকি মামা, ওই 'ইষ্ট' নাকি ?"

"না না শোন না। যে রাজ্যে মহাপুরুষ পাকড়াতে যাই, জানিস না—সে রাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তাই যে উনি ; যাক্। - তোর দিদিমার জোর তলবে—এখান থেকে বারাসত যাই। তিনি বললেন—"হতভাগা, হাতে পেয়ে হারালি ! কাল তিনি স্বদেশ যাত্রা করেছেন—Via হাতিবাগান। পুকুরে জল খান না—আমিষ।—পোড়া কপালে ও জিনিস মিলবে ক্যানো ! মড়া আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেছে।"—কথাটা মা'র পেয়ারের ক্রেজ। গুরুর নামটা উড়ুম্বরম্ শুনে হুড়ুম্‌ভাজা ভাঁজভে ভাঁজতে, ধূল-পায়েই কলকেত্তা রওনা হয়ে পড়লুম।"

"দুর্বলের বল আমার সুবল (বেটা সোনাকা বেনিয়া) পাত্তি পাতি ক'রে ঢুঁড়ে এসে বললে—"তিনি হাতিবাগান শূন্য ক'রে তাঁর খাস আবাস—কেন্দ্রাপাড়ায় রওনা হয়েছেন।"

—বসিয়ে দিলে।

"সুবল অভয় দিয়ে বললে—'ভাববেন না ঠাকুর, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে পিসিমাকে তীর্থ করাবার জন্যে যাত্রা করব। দেবতার কাজ আগে,—চলুন—পুরী-কেন্দ্রাপাড়া হয়ে, আপনার কাজ মিটিযে, আমরা কাশী রওনা হযে পড়ব !' বেটা অভয় দিলে কি হবে, কান্দাহার সেকেন্দ্রাবাদ, কেন্দ্রাপাড়া—সবই বেয়াড়া জায়গা,—আমি কি জানি না। তাই বললুম, পাঁজিটে ভালো ক'রে দেখে শুভকার্যে যাত্রা করতে হবে। বেটা—হরগিজ দেখলে না ;—যা বললে তা তোকে বলিছি।"

মামার মুখনিস্থত বয়ান বলিতে বসিলে ব্যাসের পুনরাবির্ভাব আবশ্যক। সে দুঃসাহস আমার নাই। সংক্ষেপে অভিযানের সার মর্ম্মমাত্র দিতেছি।

"কেন্দ্রাপাড়ায় পৌছে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর দু'টি ভদ্রলোক—নলনন্দন সাউ আর নীলকান্ত মিশ্র,—উড়ুম্বরম্ মিশ্রের আশ্রম দেখিয়ে দিলেন। উভয়েই প্রতিবেশী।

"ছোট্ট দ্বিতল বাটি, দ্বারে—টাটের প্রাচীন পর্দা। সাড়া পেয়ে একটা শীর্ণ বেড়াল পর্দা ফুঁড়ে ছুটে পালাল। পর্দার একধার একটু সরাতেই দেখা গেল একটি আদাবয়সী স্ত্রীলোক, কপালে উল্কী, হাতে পায়ে রূপার বেড়ি, নাকে ও কানে বিচিত্র জগঝম্প, খাটো চুলে মোচা-খোঁপা—তাহে গোঁজা—রূপার চন্দ্রমল্লিকা। বর্ণ—হরিদ্রাভ শ্যামাঙ্গী। দাড়া ভাঙার পর, এক চুপড়ি চিতি-কাঁকড়া ধুচ্ছিলেন! গামছা পরে থাকায়, তিনি সত্বর পেছন ফেরেন, মামাও লজ্জিত হয়ে drop ফ্যালেন। কাঁকড়া দর্শনে মামার মন একদম দমিয়া যায়। সোনাকা আশ্বাস দেয়—কাঁকড়ার আঁশ নেই—সাত্বিক। এই সময় সেই নারীকণ্ঠে প্রশ্ন আসে—"কাকে খোঁজেন?"

"শ্রীযুক্ত উড়ুম্বরম্ মিশ্র মহাশয়কে।"

"ভিতরে আসুন, তিনি উপরে আছেন—এই পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।"

"সিঁড়িতে উঠেই ঘরের সামনে অপরিসর একটু বারাণ্ডা। একনজরে - ঘর-বার দুই-ই চোখে পড়ে গেল।—বারাণ্ডায় মিশ্র মহাশয় কিছু পূর্বে আহার সমাপ্ত করেছেন। এখনো সকৃড়ি নেওয়া হয়নি। ভোজনপাত্র ঘিরে গলদা চিংড়ির দাড়া, খোলা, ছিবড়ের ব্যাড়া। গৃহমধ্যে তক্তপোষে আড়-হয়ে বিপর্যয়-বপু,—তন্দ্রাতুর। হিন্দোল রাগ সদৃশ মুখমণ্ডল এবং তাদৃশীস্বরে শ্রুত হইল—'কে'?

"মামা তখন সুবলকে টানছেন—ফেরাবার জন্যে। সুবল সে ইঙ্গিত বুঝলেও—বিদেশে তখন ব্যাঘ্রের গুহায়।

"আজ্ঞে আমরা তীর্থযাত্রী। এখানে যা যা দর্শনীয় তা না দেখে ও সামর্থমত তাঁদের সম্মান না দিয়ে যেতে পারি না—তাই—" বলেই একটি টাকা রেখে প্রণাম করলে এবং মামাকেও তাই করালে। পরে দু'এক কথা কয়েই—"যেন তীর্থযাত্রা সফল হয়"—এই আশীর্বাদ নিয়ে দ্রুত নেবে বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ে।

"মামা দেখে শুনে হতাশ-নির্বাক। আশা, পরিশ্রম, ব্যয় তখন চিংড়ি ও কর্কটের সংঘাতে তাঁর প্রাণের মধ্যে বিষম ছক্কট আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

"সৌনাকা—বললে—"ওরে একটারও কিন্তু আঁশ নেই।" মামার ব্রহ্মরোষ উদ্দীপ্ত হবার পূর্বেই—পূর্ব প্রতিবেশীদ্বয়-সহ তৃতীয় আর একটি, এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"সাক্ষাৎ হল? আপনারা বড় অসময়ে এসেছেন,—এখন তাঁর আফিন্ ধরবার সময়···"

"তৃতীয়—গয়গোবিন্দ বললে—"বিশেষ কোন কাজ ছিল কি?"

"মামার তখন কথা কইবার অবস্থা নয়। সুবল সামান্য আভাস দেওয়ায়, গয়গোবিন্দ বললে—"বড় ভুল করেছেন, সর্বাংশে উপযুক্ত ওঁর কনিষ্ঠ পলাশ মিশ্র থাকতে—"

"মামা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন, সহসা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—"তিনি কোথায় মশাই?"—

"সে বড় দুঃখের কথা,—পলাশ বরাবরই ধর্মপ্রাণ, গোড়া থেকেই এঁদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কল্‌কাতা থেকে বি-এ পাস্ ক'রে বাড়ি এল। সকলেরি আশা, উল্লাস। কিন্তু বেশি লেখা-পড়ায় প্রাণ গিয়েছিল তার মোলায়েম হয়ে,—সিম্প্যাথী-ভরা! পরোপকার নিয়েই থাকতো। সকলে বললে—বাপের ধাত পেয়েছে,—বৈজায়তে পুত্র কিনা,—"

"মামা ব্যস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেন—"তিনি কোথায় মশাই—"

"—মহাপ্রাণ একটি আত্মীয়া বাল-বিধবার কষ্ট সইতে না পেরে কাশীবাস করছেন। আজ থাকলে, দেশের সব ভালো জিনিসেরই পশ্চিম-প্রীতি—" (এই বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে)—"দেখে না পূরবে চেয়ে কি ডুবিয়া যায়!"

"বাসায় ফিরে সুবল বললে,—"সবই জগবন্ধুর কৃপা। এ বাবা বিশ্বনাথের টান, অন্যমত করবেন না দেবতা। আমার তো কলকেতায় জন্মকর্ম,—সব খবরই রাখি,—কোনো রাজবাড়িতেও আজো গ্র্যাজুয়েট গুরু জোটেনি। সবই ভাগ্যসাপেক্ষ,—বরদাবাবু back ground-এ পড়ে যাবেন···"

"কাশী গিয়ে ষাঁড় সামলে, বাঁদর তাড়িয়ে, রাবড়ী আর পুরী মেরে সাতদিন কাটলো, পলাশের পাত্তা মেলে না।—

"উদিকে আলিকজানের ওষুধের চালান, মুর্গিহাটায় মবারক মিঞার কাচের বাসন ক্রকারী—আর পনের দিন পরে ডিউ, জেটিতে জাহাজ এলেই পয়সা। পলাশের পেছনে পড়ে থাকলে, জেটির-জোঁক পটলা বেটারই পোষ মাস!—

"ট্যাকও প্রায় খালি। গ্র্যাজুয়েট-গুরুর লোভ আর পয়সার ক্ষোভ, এই দোটানায় পড়ে মামার একটি দীর্ঘনিশ্বাস সগর্জনে বেরিয়ে পার্শ্বোপবিষ্ট এক প্রৌঢ়কে চমকে দেয়। তিনি দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলেন—"ওকি বাবা, কাশী আনন্দ-কানন, নিশ্চিন্ত হবার তরেই লোক এখানে আসে। এটা একমাত্র পরমার্থ চিন্তার স্থান। এই অহল্যাঘাট নিত্য সহস্র সহস্র সাধু, সাধক, সিদ্ধ মহাপুরুষ সমাগমে পূতঃ, সম্মুখে সর্বপাপ-হন্ত্রী ভাগিরথী সবার সকল পাপ, সব জ্বালা ধুয়ে মুছে নিয়ে চলেছেন। মা অন্নপূর্ণা সকলের বাসনা পূর্ণ করছেন,—এখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে নেই বাপ্। বাধা না থাকে তো বলতে পার—গুরুর কৃপায় উপায় হয়ে যাবে। চিন্তার মধ্যে পরমার্থ, আর কাজের মধ্যে পরোপকার ছাড়া কাশীবাসীর আর তৃতীয় কিছু থাকতে পারে না বাবা—"

"শুনে মামা একদম মোলায়েম। জানালেন আজ সাত দিন পলাশ মিত্রের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, তাঁকে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি। দীক্ষা-ভিক্ষাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আর অপেক্ষা করতেও পারছি না,—তাই..."

—"তিনিই যে আমাদের চক্রস্বামী! ও নামে তাঁকে পাবে না, অত্যন্ত গোপনে থাকেন। উঃ, একেই বলে ভাগ্য,—মায়ের কি কৃপা, একেই বলে যোগাযোগ, এক নিশ্বাসে সব বেরিয়ে গেল। তোমার এ প্রবল আগ্রহ ব্যর্থ হতে পারে না।

সময় যখন নেই, আজই রাত্রে তাঁকে সব বলে কয়ে, রাজি ক'রে রাখবো। পাঁচটি টাকা আগাম দিতে হয়, আমিই তা দিযে কথা পাড়বো। কারণ তোমার বিলম্ব সইবে না। কাল দিনটাও খুব ভালো। তুমি কাল বৈকালে পাঁচটার পর * নম্বর * * * বাগে গেলেই সব কাজ হয়ে যাবে। আমাকে সেইখানেই পাবে।"

"তারপর ঘাটে বসেই নানা কথা। ভদ্রলোকটি গাড়ু-গ্রামের বড়-তরফ, ধর্মপ্রাণ সাধক। উভযে পরম আত্মীয় হয়ে পড়তে বিলম্ব হল না,—"গুরুভাই" সম্বোধন চলতে লাগলো। মামা শেষ পাঁচটি টাকা গোপনে তাঁর হাতেও দেন।—

"সুবল তার বেনেটালার দু' তিনটি পরিচিতকে পেযে এতক্ষণ আলাপে মগ্ন ছিল। কাশীতে মাদুরের দোকান দিলে মন্দ চলে না, তার সঙ্গে ঝুনো নারকোল আর খেজুরে গুড়ও রাখা চাই,—এই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়।

—"গুরুভাই—সব ঠিক রইলো। একগাছা মালা আর কিছু ফুল সঙ্গে ক'রে এসো,—" এই বলে বড়-তরফ চলে গেলেন। এঁরাও কিছু রাবড়ী আর কচুরী নিয়ে বাসায় ফিরিলেন।

"আশায় আনন্দে উৎসাহে রাত কেটে গেল। পরদিন বেস্পতিবার। সুবল উৎসাহ দিয়ে বললে—"সবই শুভ দেখছি দেব্‌তা, ভাগ্যে বারটাও গুরুবার পড়েছে। দিন খিচুড়ি চড়িয়ে।"

"খিচুড়ি নেবে গেল, গন্ধেই বোঝা গেল ফার্স্ট ক্লাস উৎরেছে,—জাফরাণ পড়েছিল কিনা! শেষ সোনাকা বলে কিনা,—"ঐ কি ভুলই করা হ'ল! না:—জেনে-শুনে পাপ করতে পারব না। আজ যে দীক্ষার দিন, আপনার খাওয়া চলবে না।"

"মামার সব সয়, অনাহার সয় না। তিনি গুম্ হয়ে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন।

"যথা সময়ে সকলে বেরিয়ে পড়ে, পিসিকে দশাশ্বমেধে বসিয়ে, মালা চন্দন পুষ্পাদি নিয়ে উভয়ে নির্দিষ্ট নম্বরের খোঁজে যাত্রা করেন।

"এ-দোর ও-দোর ক'রে নম্বর দেখছেন, পশ্চাতে নারী কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—"কা'কে খোঁজেন বাবুরা!"—ফিরে দেখেন—স্ত্রীলোকটি উত্তর-প্রত্যাশা করছেন।

"আমরা চক্রস্বামীর আশ্রম খুঁজছি—নম্বরটা পাচ্ছি না—বড়-তরফ বলে দিলেন—"

স্ত্রীলোকটি ট্যারচা হাসি টেনে বললেন,—"ওমা,—নামের চেয়ে নম্বর বড় নাকি, ওঁকে কে না চেনে! আমি সেই আশ্রমেই যাচ্ছি। স্বামী বড় আতন্তবে পড়েছেন—যতটুকু পারি সেবায় যদি লাগি। এই টেংরি আর মেটুলি নিয়ে চলেছি, 'সুপ্' ক'রে দিয়ে আসি। আহা ছেলেমানুষ এই প্রথম⋯"

"সুবল দুর্ভাবনা-ভরা মুখে বললে, "কি আতন্তর গা -কার অসুখ?"

"আতন্তর নয় তো কি বাবু! চক্ররাণী আঁতুড়ে কিনা। স্বামিজী ও-সবের কি জানেন বলুন! আতন্তর নয়?"

"আমরা খুঁজছি পলাশ মিশ্রকে, তাঁর তো—"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তিনিই—তাঁরই। আমাদের কি ওনাম নিতে আছে! আমরা যে ওঁর চক্রের।" এই বলে একটু সুমিষ্ট হাসি ছড়িয়ে—"চলুন, ঐ গেরুয়া রংয়ের বাড়ি, দোরে সিঁদুর দিয়ে ত্রিশূল আঁকা।"

"আমরা এখন কেবল বাড়িটির খোঁজেই বেরিয়েছিলুম। বড় উপকার করলেন। সঙ্গিদের রেখে এসেছি, কোন্ সময় এলে কথাবার্তা ধীরে সুস্থিরে হতে পারে বলে দ্বান যদি—"

"তা হ'লে রাত ন'টার পর। সাধুদের রাতটাই দিন কিনা—" বলে, আবার সেই হাসি টেনে—"আসবেন তবে"—বলতে বলতে এগুলেন। এঁরাও দ্রুত পেছুলেন।

"মামার অবস্থা বুঝতে পেরে, সুবল সকালের খিচুড়ির খ্যাস্রাত-হিসেবে এক ভাঁড় রাবড়ী রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন নিয়ে, গরম গরম একসের কচুরী ভাজিয়ে আর আধসের কপির তরকারি নিয়ে ফেললে।

"রাত্রিটা গুম্ আর ঘুম্—এই অবস্থায় কাটলো। সকাল হতেই সত্বর স্নানাহার

শেষ করে, পাণ্ডার পাওনা চার টাকা চুকিয়ে দশ টাকার নোটের বাকি ছ' টাকা ফেরত নিয়ে দুপুরের ট্রেনে গয়া রওনা হয়ে পড়েন। টিকিট নেবার সময় কিন্তু পাণ্ডার কাছে ফেরৎ পাওযা ছ' টাকাই অচল হওয়ায় Anglo Vernacular বুকিং ক্লার্ক সজোরে হাত নেড়ে পুলিশ ডাকতে উদ্যত হন—পরে যথানিয়মে সেই বিক্ষিপ্ত হস্ত প্যান্টের পকেটে গিয়ে শান্ত হয়।

"মামা বলেন—'পাথরবাটি আর কেনা হ'ল না, কি কুক্ষণেই—"

"কিছু ভাববেন না দেবতা, ওর গতি ক'রে রেখেছি, চলুন না—"

গয়ার কাজ সেবে এসে, ট্রেনে বসে সোনাকা বলে কিনা—"সেই মেকি ছ' টাকা গোযালির পাদপদ্মে ঝেড়ে সুফল আদায় করেছি ঠাকুর!"

মামা বলিলেন—"বেটা শুধু গযা করেনি, আমাদের সকলের সুফলের গয়াও ক'রে এসেছে!—

"তামাক ফিকে মেবেছে, আব নয়—যা শুগে যা। হ্যাঁ—সকালে পাজিখানা দেখাস তো। বেটা——"

আমি শুতে গেলাম।

আমি চিরদিনই বেলায় উঠি, তায পূর্বরাত্রে মামাব সঙ্গে সদালাপে প্রায় শেষ রাত্রেই শয্যা লইয়াছিলাম! মা দুইবার ডাকিয়া গিযাছেন—সাড়া পান নাই। তৃতীযবার শুনিতে পাইলাম বিরক্তির সহিতই বলিতেছেন—"আমি নেয়ে এলুম, —বাইরে লোকজন ডাকাডাকি করছে, এখনো ওঠা হযনি!"

অনিচ্ছায উঠিয়া পডিলাম। চোখে মুখে জল দিতে দিতে বলিলাম—"কেনো, মামা তো রযেছেন। আজ তো তাঁর বন্ধু বান্ধবেবা আসবেনই"···বলিতে বলিতে বাহিরের হল্লাও শুনিতে পাইলাম।

মা বলিলেন—' সে কোথায়? তাকে পাচ্ছে না বলেই তো ওরা অমন করছে। দিনো গ্যালো কোথায়?"

বাহিরে উপস্থিত হইতেই খগেনবাবু বলিলেন—“কিরে—তোর মামা নাকি এসেছে,—দেখা করবে না নাকি?

কৈলেসবাবু বললেন—“রোসো বাবা, এখন অনেক সাধ্য সাধনা চাই। শুনলুম সিদ্ধগুরু খুঁজতে গোয়াটি-মালার গৌতমের আশ্রমে গিয়েছিল,—পেল্লেয়ে আগম-বাগীশ পাকড়ে থাকবে। গুটিকা সিদ্ধ-ফিদ্ধ কিছু একটা হয়েই এসেছে,—চাবাড়ে গোঁ,—বরাহ অবতার—”

তারাপদবাবু বললেন,—“ও সিদ্ধিটা আমাদের গুরুদেবের আছে। দেশময় শিষ্য কিনা, গুটিকা মুখে ফেললেই যদৃচ্ছা—free passage—। ও সব শিখে দিনো কি করবে?”

কৈলেসবাবু বললেন,—“ও কি করবে! দিনো যে দশানন, বাংলাময় শ্বশুরবাড়ি,—T. A. মারতেই তো ওদের বিয়ে করা, ট্রিপ্ (trip) মারলেই টাকা। শিষ্যেরা গুরুকে পাথেয় দেয় নাকি? এরা পায়—পাথেয়ও, হাতেও, ‘পা-ধুতেও। গুটিকাসিদ্ধি কা’দের বেশি দরকার?...”

খগেনবাবু বললেন,—“সে সব পরে হবে,—এখন সে গ্যালো কোথায়?”

গোবিন্দবাবু দ্রুতপদে আসিতেছিলেন, খগেনবাবুর কথা কানে যাওয়ায় সহাস্যে বলিলেন—

“সট্‌কেছে শ্যাম মথুরায়।”

সে আবার কোথায়? আমিও কিছু বুঝিলাম না।

সকলের সাগ্রহ প্রশ্নদৃষ্টি দেখিয়া গোবিন্দবাবু বলিলেন—“জান তো রতন-বাগের মাণিকজোড় ছেলে দু’টোকে ‘সা রে গা মা’ শেখাতে আমাকে শেষ রাত্রে যেতে হয়। বাগ (বাগচী) সকল শাস্ত্রের ঘাড় ভেঙে আস্বাদ নিয়ে বসে আছেন, বলেন,—“ও-বিদ্যে চর্চার জন্যে ব্রাহ্মমুহূর্তই প্রশস্ত সময়।’ আমার অপ্রশস্ত আয়, কাজেই সায় দিতে হয়েছে। ভাগ্যে বুকে-পিঠে চট্-কল (Jute-Mill) বসেছে, তাদের বাঁশির ডাকেই চাকরি বজায় রাখতে পারছি। তখনও ভোর

হয়নি—তার ওপর কোয়াসা। মুন্সীপালের কল্যাণে গ্রামের রাস্তার অবস্থা তো জানই, খানা-ডোবা বাঁচিয়ে সন্তর্পণে পা বাড়াতে হচ্ছে—

খগেনবাবু অতিষ্ঠ ভাবে বলিলেন,—মামার খবর জানো তো বলো, ও-সব শোনবার জন্তে আমরা উদ্‌গ্রীব নই…”

—“তিষ্ঠ বন্ধু তিষ্ঠ, বিষয়টি লঘু নয়—বেশ গুরু, দীর্ঘ ত্রিপদী, এক নিশ্বাসে শেষ হয় না। আর ‘মামা মামা’ করো না—মাতুল মহাশয়ই এখন সুষ্ঠু প্রয়োগ—beware.”

—“বেশ তাই, এখন বলে ফ্যালো—”

—“শোনো,—ভাবতে ভাবতে চলেছি;—ছেলেরা বারো পেরুতেই ‘বাগ’ বুঝে নিলেন—লেখা-পড়া এদের জন্তে নয়, ওটা যখন ধোপা নাপিত কুমোর কামারের ছেলেয় দখল করলে, ওর আর গুমোর নেই। সঙ্গীতের পর সাহিত্য,—বানাও ছেলেদের তানসেন। আসল কথা—তিন-তিনজন মাস্টার নিযোগ করেও ছেলেদের মাথায় বিযোগ ঢুকল না! রত্ন রত্ন, এই সব ছেলে আছে বলেই আমাদের অন্নের উপায় হয়।”

—“নাঃ, আজ আর শোনা শেষ হবে না,—বেলা হয়,—যাই…”

—“আর যেতে হবে না,—তৃতীয় অঙ্কটা শোনো—একদম রোমাঞ্চকর। ঐ সব ভাবতে ভাবতে আর আশার খোরাক সংগ্রহ করতে করতে যেই চৌধুরী পাড়ার রাস্তায় পা দিয়েছি, সহসা মনিষ্যির গন্ধে চমকে দিলে! কেবে বাবা,—আমার মত ভাগ্যবান আরও আছে নাকি! It follows—তা হলে মুখ্‌খু-পোষা সহৃদয় ছেলেও বেশ বেগে নিয়মিত জন্মাচ্ছে দেখছি! তা না তো এ ব্রাহ্মমুহূর্তে কার মাথায় বেহ্মদত্তি চাপবে—”

—“থাক্ ভাই, আর কাজ নেই…”

—“'am already in,—সেই কোয়াসা ভেদ ক'রে আচমকা কানে এলো—‘তোমাকে পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি। বলো কি দিনো! তুমি কুলীন-প্রধান, আমাদের পণ্ডিতরত্ন মেলের শ্রী, গ্রামের গর্ব, তুমি না থাকলে

সভার শ্রী-ই থাকত না। আমাদের করণীয়-ঘর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হলে, তুমি ছাড়া কথা কবার মত অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে! তুমি যে কাজে বেরিয়েছিলে সে কি আমাদের অবিদিত! শুনে বরদাবাবু পর্যন্ত স্তম্ভিত,— ধন্য ধন্য করলেন। গুরু-নির্বাচনের এ নিষ্ঠা আজ ভারতে কেনো—মহাভারতে বিরল। নির্জলা ব্রাহ্মণ একেই বলে। হবে না? কত বড় বংশের ছেলে'।"

—'গলাটা চেনা-চেনা। এসব কথা কাকে বলচেন! দিনো ফিরেছে নাকি! রাত থাকতে এ পথেই বা কেনো! যে সব বিশেষণ ঝাড়চেন—লাট্‌ গোয়ালিয়র হয়ে এলো নাকি! মুরুব্বি পাক্‌ড়ে আমার অন্ন মারতে যাচ্ছে না তো! প্রাণটা দমে গেল। কান পেতে সাবধানে পিছু নিলুম।—

—"এইবার মাতুলের কণ্ঠস্বর পেলুম,—ঈষৎ গম্ভীর এবং মূল্যবান। বললেন 'সভার বেদী হোমকুণ্ডাদি সব শাস্ত্রসম্মত করা হয়েছে তো! সভা-মণ্ডপের মাপ বল্লাল-বিধি অনুরূপ হওয়া চাই। তবে সেখানে ন্যায়লঙ্কার পুত্র, হারুপণ্ডিত আছেন—ভুল না হতেও পারে···'

সঙ্গী বললেন—'তা বলা যায় না দিনো। ধর্মস্থ মর্ম···এ সব কি সোজা কথা, ক'জন বোঝে? তাই না তোমার জন্যে হাঁ ক'রে ছিলুম। তুমি নিজে একবার না দেখলে সে আমি বিশ্বাসই কোরব না। আর এখন ভাবি না—যাক্‌। তুমি যেমন আমাদের মুখরক্ষা করলে—আমাদেরও তো তোমার প্রতি কর্তব্য আছে, —তোমার মহত্ত্ব প্রচার করাও তো আমাদের কাজ। সে আমি ভেবে রেখেছি, ওই অভয়কে দিয়েই তা সরে-জমিনে করাবো। কথাটা বুঝতে পেরেছ! ওখানে বিবাহ-পণ-সঙ্কোচ নিয়ে একটা বাঁধাবাঁধি হবেই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পর পাওনাটা আর তোমাদের মর্যাদা মাফিক থাকবে না,—বুঝলে? আমি কিন্তু তোমার মত কুলীনের সম্মান বিন্দুমাত্র খাটো করতে পারবো না,— হাতির দাম পাঁতি লিখে কমে না,—বুঝলে, ও-সব কথা উঠবার আগে নিজের সম্মান-সম্মত মোট বেঁধে আপ্তসার ক'রে রাখাই ভালো—বুঝলে? ওটা আমি আজই মেটাতে চাই,—প্রত্যবায়ের পথ মেরে রাখা হবে। তাই-না অভয়ের

ওখানে তোমাকে নিয়ে চলেছি। সে রাজি আছে। সভায় সকলকেই তো ধর্মসাক্ষী ক'রে সই দিতে হবে, তার পূর্বের লেন্-দেন্টা তো আর তার মধ্যে পড়বে না! তুমিও তখন উঁচু গলায় ব্যয়সঙ্কোচের সপক্ষে মত দিয়ে, সকলের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মান পাবে। বুঝলে?—

—'তারপর সভা মধ্যে অভয়কে দিয়ে তোমার মহত্ব-প্রচারটা আমি এমন ভাবে করাব, সে তুমি দেখে নিও,—ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। যাক্, সময় সেই, সভা-মণ্ডপাদির সংস্কার জন্যে আজই সন্ধ্যায় তোমাকে বারাসত রওনা হতে হবে কিন্তু,—বরদাবাবু লুফে নেবেন'—

—"এই পর্যন্ত,—আর শুনতে পেলুন না। তারা কোথায় যেন উপে গেল, কোয়াসায় ঠিক করতে পারলুম না। যাক্, ব্রাহ্মমুহূর্তও না উপে যায়,—পা চা'লালুম। ওই মহত্ব-প্রচার কথাটা কিন্তু মাথায় দৌবাত্ম্য আরম্ভ ক'রে দিলে। কাশী থেকে শাস্ত্রী-ফাস্ত্রী একটা কিছু ব'নে এলো নাকি? রামায়ণ পড়ে হায়রাণ হযে বেড়াচ্ছি, আর ভাগ্য ছাখ, বেটা এক ভোকেবলারী পড়ে ভেল্কী লাগিয়ে দিলে?—একটা কিছু আছে ভাই। আমরা ওকে 'মুদেলিয়ার' বলে যতই ঠাট্টা করি না কেনো—মাদুলী মানতেই হবে।"

গোবিন্দবাবুর বক্তব্যটা বেশ একটু লম্বা হইলেও সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলেন।

সকলেই চিন্তিত, সকলেই বিস্মিত। কোথাকার পরদেশী-মূর্তি সহসা আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া সকল সুবিধাই করিয়া লইল,—চাকরি, আদর, যত্ন, সমাজের সম্মান, আবার মহত্বও আসন্ন! ব্যাপার কি!

খগেনবাবু বলিলেন—"তাই তো,—এ সব শিখলে কোথায়? আঁাঃ, আবার হোম-কুণ্ড, সভামণ্ডপের মাপ মুখস্থ! এলো এক শিউলীর চেহারা,—হোলো সকলের পেয়ারা! চোললো সভারোহণে,—যত মুগ্‌খুর জমায়েৎ!"

খগেনবাবুর চেহারা, অবস্থা, সবই ছিল ভালো,—চাল-চলনে আভিজাত্যের আভাস্ ছিল সুস্পষ্ট। মাতুল ছিলেন মজলিস্ জমিবার উপলক্ষ মাত্র, তাই তাঁর

খোঁজ পড়িত, অথচ মনে মনে খগেনবাবু—তাঁকে ছোটই ভাবিতেন। আজ তার 'মহত্ত্ব-প্রচারের' কথাটা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া দিল।

কথাটা সকলের কাছেই দুর্বোধ্য রহিয়া যাওয়ায়—তাই লইয়া অনুমানের অন্ত রহিল না।

তারাপদবাবু সন্দেহের শেষ মীমাংসা করিয়া বলিলেন—"শাস্ত্রকারেরা তো মুখ্‌খু ছিলেন না,—জোর-কলম ডেলে গেছেন, —'স্ত্রীভাগ্যই মূল'। যত বড়-বড়দের দেখবে—কি রাবণ কি কেষ্টো কেউ হাজারিলাল কেউ লক্ষাধীপ। আজো সম্পন্ন শাস্ত্রবিশ্বাসীদের দেখবে বিবাহিতা না হলেও তাঁদের কয়েকটি ক'রে প্রতিপালিতা আছেন। দিনো কি সাধে বে' ক'রে বেড়ায়! শতাধিপ হ'ল বলে! সুতরাং মহত্ব তার দ্বারস্থ হতে বাধ্য।"

কৈলাসবাবু বলিলেন—"ওটা পরীক্ষা ক'রে দেখার আর সাহস নেই ভাই, 'একেতেই' বৈরাগ্য এনে দিয়েছে। এখন চলো নিজের নিজের ধান্ধায় রক্ত কমাতে বাবের খাঁচায়। দিনো এখন দুর্মূল্য, তাকে আর পাচ্ছ না। দেখা হবে সেই—সংস্কার-সভায়। যাচ্ছো তো সব!"

খগেনবাবু বলিলেন,—"আমি তো পাগল হইনি যে ওই ভূতের মহত্ব শুনতে যাবো।"

গোবিন্দবাবু বলিলেন,—"ওইটাই তো আসল কথা নয়, সভার উদ্দেশ্যও নয়। যাওয়া উচিত বই কি,—উদ্দেশ্য তো মন্দ নয়"—

আমি বলিয়া ফেলিলাম—"লোকগুলি যদি মনে-মুখে সরল হন"—

সকলে আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহাদের হাসির ভাবে সমর্থন পাইলাম। খগেনবাবু খুসি হইলেন। বলিলেন—"মামার মহত্ব শুনতে যাবিনি?"

বলিলাম—"ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু মন হচ্ছে না।"

জমায়েৎ ভাঙিল। এক-পা এক-পা অগ্রসর হইতে হইতে গোবিন্দবাবু সহাস্তে

বলিলেন—"ছোঁড়ারা বেজায় পেকে উঠলো,—না গান-বাজনা না ক্লারিওনেট্,
—লাইব্রেরী বানিয়ে 'বস্‌ওয়েল্' ধরেছে—"

আর শোনা গেল না। বিক্ষিপ্ত মনে বাড়ির মধ্যে ফিরিলাম। তাই তো মামা গেলেন কোথায়। ওটা আবার কি কথা—অভয় মুখুয্যেকে দিয়ে তাঁর মহত্ব ঘোষণা!

কিসের মহত্ব? দূর করো—নাইতে যাই।

৩২

বহু প্রত্যাশিত—বিবাহ-ব্যয়-সঙ্কোচ ও সংস্কার-সভা মহা সমারোহে শেষ হইয়া গিয়াছে। সমাজের গণ্যমান্য দিক্‌পালগণ ও অন্যান্য সকলে এবং ঘটক প্রবরেরা উপস্থিত থাকিয়া এই মহৎ কাজটি সমাধা করিয়াছেন।

প্রস্তাবাদির মুসবিদা করিয়াছেন তখনকার এই সমাজেরই নামজাদা উকিল,—সমর্থন করিয়াছেন সমাজের পণ্ডিতেরা ও প্রবীণ প্রধানেরা এবং অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়াছেন বা সায় দিয়াছেন—উপস্থিত সভ্যেরা। সে-কালে 'ডিফার' করিবার দৌরাত্ম্য বড় ছিল না,—কর্তাদের ইচ্ছাতেই কর্ম হইত। ষাট বৎসরের বৃদ্ধও, বৃদ্ধতরের কথায় প্রতিবাদ করিতেন না,—এই ছিল সাধারণ রীতি। এখনকার মত ব্যতিরেকের ব্যাঘাত বা বাড়াবাড়ি ছিল না। সুতরাং সম্মানিত উকীলকৃত মুসবিদা, সহজেই গৃহীত হইয়া যায়, অসুবিধা সৃষ্টি করে নাই।

কিন্তু 'সেফ্-গার্ড' বা রক্ষা-কবচ কই? সভা তো সরকার প্রতিষ্ঠিত আদালত নয়। গৃহীত প্রস্তাব অসম্মানিত হইলে দণ্ড প্রয়োগের পাকা পথ থাকা চাই তো? বুদ্ধিজীবীরা তাই সরাসরি ব্রহ্মাস্ত্রেই হাত দেন। পূর্বে বলিয়াছি—তখন নারায়ণশিলা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি গৃহদেবতারূপে থাকিতেন।

সংসার যেন তাঁরই, পরিবারবর্গ—সেবায়েৎ মাত্র। তাঁর পূজা, তাঁর সেবা, তাঁর ভোগান্তে প্রসাদ গ্রহণ, তাঁর আরত্রি,—এই ছিল গৃহীজনের নিত্য-কর্ম। নারায়ণ-শিলাই জীবন্ত দেবতা ও প্রভুরূপে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরম নিষ্ঠার সহিত পূজিত হইতেন।

প্রবীণ পণ্ডিতেরা—'আপ্তসাররূপে' সেই অমোঘ অস্ত্রের সাহায্যই লইলেন। সেই জাগ্রত শিলাকে সাক্ষীরূপে সম্মুখে রাখিয়া—প্রস্তাবিত সর্ত পালনে, সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া লইলেন। এই ভাবে কাজটি পাকা হয় ও ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

মুল প্রস্তাবগুলির সারমর্ম ছিল সংক্ষেপে এই—(১) আজ হইতে আমরা সব এক 'মেল্'* হইলাম।

আদান-প্রদান ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মেল্ নামক অন্তরায়-মুক্ত হইবার জন্যই উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু।

(২) কি অবস্থাপন্ন, কি অবস্থাহীন সকলের জন্যই স্থির হইল,—গণ, পণ, বরাভরণ, কন্যার অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতিতে শত মুদ্রা অতিক্রম করিবে না।

* সমাজের মধ্যে বিভিন্ন মেল্ বা থাক্ বর্তমান। এই মেলের সৃষ্টি হইয়াছিল নাকি—এক একটি দোষ ধরিয়া 'তর' 'তম' হিসাবে।

সমাজের প্রতাপশালী সুচতুর ও সম্পন্ন মাতব্বরেরা নাকি—ঘটকদের সাহায্যে এক এক এককে এক একটি ছোট বড় দোষযুক্ত করিয়া মেলের সৃষ্টি করেন এবং কে কাহা অপেক্ষা কত ছোট বা নীচু তাহা লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখেন। কেহ কেহ বলেন—অর্থলোভী ঘটকেরা এই পথে অর্থার্জনের একটি সহজ উপায় পাইয়া বহু ক্ষেত্রেই অযথা বা কাল্পনিক দোষযুক্ত করিয়া এক মেলকে বিভিন্ন মেলে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহাতে সমাজের বিবাহ ক্ষেত্র—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাক্ বা গণ্ডী-বদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কারণ, এইরূপ এক মেলের লোক ভিন্ন মেলে কন্যা দিলে সেই মেলের দোষ গ্রহণ করিতে তো হইবেই, তদ্ভিন্ন এইরূপ মেলান্তর গ্রহণে কৌলীন্য পর্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ইহাই হইল সামাজিক ব্যবস্থা। সম্প্রদান ক্ষেত্রে এই নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইবে। নিজের জামাইকে বা বধূকে, কেহ যদি অতিরিক্ত কিছু দিতে ইচ্ছা করেন—গৃহীত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্য সময়ে দিতে পারিবেন। সে দেওয়াটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ও আত্মপ্রসাদমূলক।

এখানেই শনির প্রবেশ পথ মুক্ত রহিয়া গেল।

*

* *

যাক্—উক্ত প্রসঙ্গের সহিত মাতুলের সংস্রব না থাকিলে উল্লেখই করিতাম না। তিনিই আমাদের বিষয়-বস্তুর প্রধান বিষয়, কাজেই প্রসঙ্গত কিছু কিছু নীরস ও বিরক্তিকর কথার আলোচনাও বাধ্য হইয়াই করিতে হইযাছে ও হইতেছে।

মাতুল ও মাতুলসমতুল কুল-সর্বস্বেরা উক্ত সভায় অনাবশ্যক ব্যস্ততা লইয়া বৈশিষ্ট্যের দাবী বজায রাখিতেছিলেন—অর্থাৎ মোড়োলি করিতেছিলেন।

কুলীনদের বহু-বিবাহ সঙ্কোচ সম্বন্ধে প্রস্তাবের জন্য কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিলে কর্তারা তাহা কানে তুলিলেন না। ভাবটা—'ব্যয়-সঙ্কোচ প্রস্তাবে কুলীনের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করা হযেছে, ওই থেকেই বিবাহ-সঙ্কোচ আপনিই ঘটিবে।'

তিন ঘণ্টার মধ্যে কন্যাদায় কথাটিকে কাগজে কলমে দায়মুক্ত করার পর, মাতুলের পৃষ্ঠপোষক মহাশয় উঠিয়া যুক্তকরে মুক্ত সভাসমক্ষে বলেন—"এই সমাজ-সংস্কার কাজটি মহতের দ্বারাই সম্ভব, তাঁরা যুগে যুগে সমাজের গ্লানি দূর করতে আসেন, সাঙ্গোপাঙ্গও সঙ্গে নিয়ে আসেন। যাঁরা লোক-চক্ষের অন্তরালে ক্ষুদ্রের মত থাকিলেও, কার্যের দ্বারা নীরবে আদর্শ স্থাপন ক'রে চলেন। ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে ভাবী কাজের সূচনা তাঁরাই ক'রে দেন। আজ এই সভায়—বিবাহে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে যে বিধান গৃহীত হ'ল—ইতিপূর্বেই

এই বারাসত নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কন্যাদায়গ্রস্ত শ্রীযুক্ত অভয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা অন্নদাসুন্দরীকে নাম-মাত্র দক্ষিণায় গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায়, তিনি এই শুভ কাজটির অগ্রদূতরূপে সমাজে পরিচিত হয়ে থাকেন, এই আমার প্রার্থনা। লোকের কুল ও দায় রক্ষার্থে এরূপ মহাপ্রাণতা অধুনা বিরল। অভয়বাবু এই সভায় উপস্থিত, আশা করি তিনি স্বয়ং সর্বসমক্ষে এ কথাটি নিজমুখে ঘোষণা ক'রে দীননাথের মহত্ব প্রচার করবেন।"

অভয়বাবু উঠিয়া বলেন—"আমার কন্যা অন্নদার বয়স সপ্তদশ, সে সুন্দরী কর্মিষ্ঠা। বংশের সম্মান রক্ষার মত শ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্র, আমার অবস্থার মধ্যে না পাওয়ায় স্থির করেছিলুম—অন্নদা চিরজীবন অনূঢ়া থাকে তাও ভালো, কিন্তু নীচু ঘরে কন্যা সম্প্রদান ক'রে নির্মল কুলে কালি দিতে পারব না। শ্রীমান দীননাথ সাক্ষাৎ দীনবন্ধুরূপে মুখ্যি-কুলীনের নিষ্কলঙ্ক কুলরক্ষার্থে আমাকে সেই মহাসঙ্কটে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়েছেন। আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন সত্বর দু'হাত এক ক'রে পিতৃকুলের মুখোজ্জ্বল করতে পারি।"

কর্ত্তারা দীননাথের উদ্দেশে উপর্য্যুপরি আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ বর্ষণান্তে বলিলেন—"বাপ কি বেটা বটে! এ কাজ দীননাথেই সম্ভব; ওর দেহে কতবড় কুলীন বংশের সাচ্চা রক্ত রয়েছে। আমাদের আজিকার এই সভার সদুদ্দেশ্যের সর্বপ্রথম মুখ-রক্ষক ও অগ্রদূত বলে আজ হতে দীননাথের মহত্বই সর্বত্র গণ্য ও স্বীকৃত হবে। দীনো দীর্ঘজীবী হয়ে তার সাচ্চা রক্তের এইরূপ সদ্ব্যবহার ক'রে সমাজের দুঃখ দূর করতে থাকুক"; ইত্যাদি।

পূর্বাহ্নে ও গোপনে—অভয় মুখুয্যের ভিটেমাটি ও সাড়ে চারিশত টাকা প্রাপ্তিটা পাকা করার পর, প্রকাশ্যে বিবাহ-ব্যয় সঙ্কোচের অগ্রদূত হইবার মহত্ব, মাতুলের ভাগ্যে অনায়াসে ও সহজে ঘটিয়া গেল! সত্যটা জানিলেন কেবল তিনটি প্রাণী। আর একজন জানিলেন ও হাসিলেন। তবে এইরূপ ঘটনা

চিরদিনই ঘটিয়া আসিয়াছে এবং আসিবেও। জগতে মহত্বগুলা প্রায় এই পথ ধরিয়াই যাতায়াত করে!

সভায় বিবাহ-ব্যয়ের নব-বিধান গৃহীত হইবার পর, অভয় মুখোর অন্তরটা যে লোকসানের আঘাত অনুভব করিতেছিল না, এমন মনে হয় না। ভোজস্থানে অনেকেই তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়াছিল, এবং ফিরিবার পথে কেহ তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখে নাই। নব-বিধানের সহিত তাঁহার নিকট গৃহীত দানের বা পণের ব্যবধান যে বেজায়!—হাতে-হাতে তাঁর লোকসান চতুর্গুণেরও যে অধিক!

গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবীণ—বিশ্বনাথ চট্টো, বারোবন্দি বেনীয়ানের উপর ছোট-দানার রুদ্রাক্ষ ও বিল্বপত্র-যুক্ত শিখা সহ ফিরিতেছিলেন। তিনি মোটা-মুটি স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ, তিন পুত্রের পিতা। কি বৃদ্ধ কি যুবা, সকল দলেই তাঁর সহজ-প্রবেশ ছিল,—যেহেতু সরস-ভাষী। ছোটরা তাঁকে 'খুড়ো-মশাই' বলিত। কাছাকাছি হইতেই যুবকেরা তাঁহাকে সাগ্রহে লাভ করিল;—পথটা আনন্দেই কাটিবে।

কতকটা নিকটে আসিয়া তিনি দ্রুত পদক্ষেপে অভয় মুখোকেই লক্ষ্য করিয়া পাশ কাটাইতেছিলেন। কৈলাসবাবু বাধা দিলেন, বলিলেন,—"কেমন বুঝলেন খুড়োমশাই! একটা মস্ত বড় কাজ হ'ল না?

খুড়োমশাই বলিলেন—"মন্দ কি! পয়সা তো অনেকেরই আছে,—ঘর থেকে ডেকে এনে ক্ষীরেলা খাওয়ায় ক'জন? শাক-খেগো পেটে এখন ভালোয় ভালোর তলালে বাঁচি।"

তারাপদবাবু বলিলেন—"আর আসল কাজটি?"

—"মস্ত বড়ো বই কি বাবা। পণ্ডিতদের বুকের পাটাটাই দেখ না কতো বড়, —নারায়ণ খাড়া ক'রে খেলা! মস্ত বড় কাজ নয়?"

—"বুঝলুম না..."

—"বুঝবে—বুঝবে ; ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশঃ। মেয়ের বিয়ে তো লেগেই থাকবে, —মেডিকেল কলেজে বরং মড়ার অভাব শুনতে পাই···"

—"তা, খেলা বললেন যে বড় ? অতবড় আপ্তসার—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো। মোটা কাছির গেরো যে চেপে বসে না—ফস্কাই হয় বাবা। নারায়ণ যে আমাদের সেই সেকেলে বিষ্ণুপুরের রাজার অতিকায় কামান দাঁড়িয়ে আসছেন,—আওয়াজ নেই, আস্ফালনের নজির মাত্র। A. B. C. D. দিন দিন আমাদের বুদ্ধি যে রকম বাড়িয়ে চলেছে—নারায়ণ আর ঠ্যাকা দিতে পারবেন কি ?"

অভয় মুখুয্যে খুড়োর কথায় বোধ করি আশ্বাসের সুমিষ্ট সুর পেয়ে, ক্রমে পাঁচপা পেছিয়ে দলে মিশে পড়েছিলেন। খুড়ো মশাই তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন— "কি বলো মুখুয্যে ?" পরেই—"ইস্ মুখখানা অমন দেখছি যে ? ফার্স্ট প্রাইজ তো তুমিই মারলে—জিত তোমারি,—তবে ? ক্ষীরেলার খোঁচা নাকি ? তোমার তো আজ লাফিয়ে চলবার কথা···"

মুখুয্যে বললেন—"ছেলেদের কি সব যে বলছিলে ভায়া—"

"এমন কিছু নয় ;—জাতটির সঙ্গে তিপ্পান্নো বছরের চেনা-শোনা কিনা, সেই কথাই হচ্ছিল। ছেলেরা এখনো বোঝে না যে কন্যার বাপের হলো দায়, পুত্রের পিতার আদায়। পাঁচসিকেয় পোষাবে কি ? বড়দের গা-শোঁকা-শুঁকি হসারায় চলবে, আমরা নবশাখেরা কি বলে তাঁদের কথায় বেচারা নারায়ণকে গোল্লায় দিয়ে এলুম ! কাজটা ভাল হ'ল কি ;"

—"সন্দেহ রাখো নাকি ?"

—"রাম কহো, তুমিই রাখবার অবকাশ দিয়েছ কি ? সন্দেহ বিশেষ ক্ষেত্রেই চলে, পণ্ডিতেরা আজ তো সব নির্বিশেষে বানিয়ে দিলেন।—যাক্ গঙ্গাই এতদিন মুক্তি দিতেন, এখন ফল্গুরই ফ্যালাও কারবার,—তিনিই নিলেন সে ভার।—কাজ চলবে তলে-তলে ! কি বলো ?—"

মুখুয্যের মুখে চাপা হাসি ফুঁড়ে প্রফুল্লতার আভাস ফুটিল।—সেটা খুড়োর চক্ষু এড়াইল না।

মুখুয্যে বলিলেন,—"আমারও যেন কেমন কেমন—"

—"হবে বই কি ভায়া, মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা কিনা। তাঁর অগোচর তো পাপ নেই! যাক্—দীননাথের মহত্ত্বটা তবে দেবোত্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে! ভালই হয়েছে, সন্দেহ মিটিয়ে দিয়েছ ভাই—"

গোবিন্দবাবু কৈলাসবাবুকে মৃদু ধাক্কা দিতেই উভয়ের চোখ মুখ থেকে হাসির ফিন্‌কি যেন ছড়িয়ে পড়লো।

মুখুয্যে, খুড়োকে বললেন—"তা হলেও তো ক্ষতি নেই,—অন্নদা আমার ওত এক মেয়ে কিনা—"

—"ঠিকই তো;—ভেব না,—সম্প্রদান কার্যটা সর্বত্রই ওই এক মন্ত্র পড়েই চলবে…"

অভয় মুখুয্যের ক্ষতির টন্‌টনানি সহসা থেমে গেল, মনমরা ভাবটাও কেটে গেল। তিনি সহজ সোয়াস্তিতে ঘরে ফিরিলেন।

৩৩

অত বড় বিবাহ-সংস্কার সভায়, সমাজের কৌলীন্য গর্ব-স্ফীত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি স্থলে, কন্যার বিবাহ পাকা করিয়া আসিয়া অভয় মুখুয্যে মশাই প্রসন্ন মুখে বাড়ি ঢুকিলেন। এক-শতের স্থলে প্রায় পাঁচ-গুণের প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং তাহার কতকাংশ নগদ দিয়া ফেলিয়া তিনি মনে মনে যে দাহ ভোগ করিতেছিলেন, খুড়া মহাশয়ের কথায় তাঁহার সে অপ্রসন্ন ভাব দূর হইয়াছিল। নিজের ঘরে আগুন লাগলে মানুষ পাগল হইয়া পড়ে, কিন্তু যখন তাহা দাদার মটকাতেও দেখা দেয়, সে নাকি তখন আশ্বস্ত হয় ও হরিবোল দেয়॥

বাড়ি ঢুকিয়াই উৎসাহকণ্ঠে—"রাজু-দি আর ভেব না, তোমার অনুর বিয়ে পাকা

ক'রে এলুম! কুলীন বলে কুলীন—সেরা কুলীনে পড়বে। নারায়ণের কৃপায় বংশের আর বাপ-মার যে মুখরক্ষা করতে পারলুম—এর বাড়া আর আমি কিছু চাই না। সীতারাম ভট্‌চাযিকে ডেকে আজ ভালো ক'রে হরির লুট দাও। বাচস্পতি পাড়ার চাটুয্য মশাইকে বলা চাই—তিনিই জোগাড় ক'রে দিয়েছেন। তাঁকে যেন একটা 'মোকাম' দেওয়া হয়।"

রাজু দির শরীর ভাল ছিল না—হাঁপানী জোর করিয়াছে। সব কথা সবিস্তারে বলিতে বলিলেন। মুখুয্যে মশাই সোৎসাহে ও সগর্বে বলিয়া গেলেন। শুনিয়া রাজু দি ক্ষিপ্তা বাঘিনীর মত বুকের বালিস ছুঁড়িয়া শয্যায় থাবা গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন—"এর চেয়ে অনু মরেছে শুনলে আমি শান্তিতে মরতে পারতুম। মেয়েদের সর্বনাশ করায় এদেশে বাপেদের বাহাদুরি আছে বুঝি? বাবা আমার যা ক'রে গেছেন, তুমি তার কম করবে কেনো—সবাই বাপের ব্যাটা তো। যাও, হাত-মুখ ধোওগে।"

অভয়বাবু বিরক্তিভাবে বলিলেন—"চিন্তায় আমি পাগল হতে বসেছিলুম, নারায়ণের কৃপায় সৎপাত্র পেলুম, কিন্তু তোমাদের মন পেলুম না। দিনোর চেয়ে বড় কুলীন বাংলা খুঁজে একটা বার করো না দেখি। তোমরা তার কদর বুঝবে কি?"

"যে এই সাতচল্লিশ বছর কুলীনের কদর বুঝচে—সে বুঝবে কেনো! বাবা আমাকেও যেমন মস্ত কুলীনে দিয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল ক'রে গিয়েছিলেন—পিতৃ-তুল্য পূজ্য আর কেসো-রুগী! সেই বিবাহ-রাত্রে একটিবার মাত্র যাঁর দেখা পেয়েছিলুম, সকলে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—ভাগ্যে থাকে স্বামী সেবার সুযোগ পাবে—পরলোকের কাজ হবে। সেটা আর হতে পায়নি,—ভাগ্যে ছিল না বলে,—না। তাই তিন মাস না যেতেই সিঁদুর মুছে এই সাতচল্লিশ বছর,···ঝাঁটামারি অমন কুলীনের মুখে! আবার অনুকে মানুষ করলুম—আমার ভাগ্যটা তাকে দিয়ে যাব বলে,—তার কপালে আগুন দিয়ে সেই আলোয় তোমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করতে?"

অভয়বাবু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—"দিনোর মত পাত্র মন্দ হ'ল কিসে?"

"দিনোর ক'টা বিয়ে তা জানো?—ক'টাকে নিয়ে ঘর করছে তা জানো?

অভয়বাবু সহাস্তে ববিলেন—"নাইবা করলে, ভেব না—তোমার অন্নদার ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না"—

রাজেশ্বরীর বিস্ফারিত চক্ষু জ্বলিয়া যেন বাহিরে আসিতে চাহিল। "যাও—আমার সামনে থেক না—আমি অনেক ভাত-কাপড় পেয়েছি, আমার জন্ম সার্থক হয়ে গেছে,—যাও বলচি,—আর শুনতে চাই না।"

চিৎকার শুনিযা অন্নদা ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রাজেশ্বরীর অবস্থা দেখিয়া 'মা চুপ করো'—বলিয়া বাতাস করিতে থাকে। রাজেশ্বরী বলিয়া যান—

"যারা মেয়েদের মানুষ বলে নয়—জীব-জন্তু বলেও ভাবতে পারে না, তাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই না,—যাও। জেনে বেথো—বাড়িতে ভাত-কাপডের ভাবনা নেই বলে অনুকে 'ফুল-ফ্যালা' পাত্রে বিয়ে দিতে পারবে না"—

"মা-বাপকে নরকে পাঠাতে চাও দেখচি!"

"কাকেও কোথাও পাঠাতে চাই না, তবে আমি যে-স্বর্গ ভোগ করছি,—অন্নদাকে সে-স্বর্গ ভোগ করতে দেব না,—তারপর তাব অদৃষ্ট—"

"তোমার এত জোর কোথা থেকে এলো?"

"বাড়িব ওই ভাত-কাপড়ই দিয়েছে। অন্নদাকে আর এ ঐশ্বর্য ভোগ করাতে যেও না, সে আর ছেলেমানুষটি নেই, এর স্বখ বুঝতে শিখেছে। যে বোঝে সে এড়াবার উপায়ও খোঁজে"—

অন্নদা কাতরে বলিল—"মা তোমার দুটি পায় পড়ি—চুপ করো। তোমার মত না হ'লে আমি সে কাজ করবই না,—তুমি ভেব না।"

অভয়বাবু আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না, প্রভুকণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিলেন—"ওঃ, তুমিই মেয়েটার মাথা খাচ্চ দেখছি,—ঘরেই কাল সাপ! তার কানেও বিষঢালা

চলেছে, তা না তো তার এত বড় সাহস কোথা থেকে আসে যে আমার সামনে বলে—তোমার মত ছাড়া সে কাজ করবে না! কেমন সে না করে সেটা আমি দেখতে চাই।"

অন্নদা বলিল—"কেনো মিছি-মিছি—রাগারাগি করচো বাবা,—যিনি আমাকে মানুষ করেছেন, তিনি আমার জন্যে যা ভাবেন তা তো বলতেই পারেন"—

"তিনি আমার চেয়ে তোমার ভালো ভাবেন নাকি?"

রাজেশ্বরী—জলন্তকণ্ঠে বলিলেন,—একশো বার—হাজার বার। তুমি মেয়েদের কথা কি বুঝবে; তুমি কি ওর মুখ চাইছ, না ওর ভালো খুঁজচো, তুমি মুখ চাইছ কেবল কুলের।"

"আলবৎ চাইব। পুরুষের যা কর্তব্য তা পুরুষে করবে। বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের কথা শুনতে হবে নাকি—ফুঃ!"

অন্নদা বিরক্তভাবে বলিল,—"তোমরা ও নিয়ে কেনো এত চেঁচাচেঁচি করচো,—আমি বিয়েই করব না"—

"কি? জোর নাকি? তোর ইচ্ছেতে কাজ হবে নাকি?—আমার ভিটের থেকে রাজেশ্বরীর এত জোর হয়েছে—ও আবার এড়াবার উপায়ের কথা তোলে!"

রাজেশ্বরী ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"নির্লজ্জদের মুখে কিছুই আটকায় না দেখছি! ভিটের খোঁটা? ভিটের ব্যবস্থাটা কার?"

ভিটের কথাটা অন্নদাকেও বিদ্ধ করিয়াছিল, সে বলিয়া ফেলিল—"এটা যদি ওঁর না হয় তবে কোন্ ভিটে-টা ওঁর বাবা?"

অভয়বাবু বলিলেন—"অদৃষ্টে থাকলে তো! যার যা অদৃষ্ট"...

কুপিতা ফণিনীর মত রাজেশ্বরী গ্রীবা তুলিয়া বলিলেন—"রাজেশ্বরী নিজে ঘাটের মড়া খুঁজে এনেছিল—বর হবে বলে,—না?—যে তাকে নিয়ে ঘর করবে না জেনে শুনে,—না? আমাদের অদেষ্ট তো পুরুষে গড়ে দেয়, যেমন তুমি গড়তে যাচ্ছ অন্নদার"—

"অনি—তুই এখানে কেনো ?—চলে যা।"

"তা যাচ্ছি বাবা, কিন্তু আমাকে মাপ্ করো—বিয়ে আমি করব না বাবা"—

"তোর কথায় নাকি ? আমি যা স্থির করেছি তা করবই করবো। ছোট মুখে বড কথা—মেয়েমানুষের কথা শুনতেই চাই না। এতক্ষণ শুনেছি এই ঢের। কে বাধা দেয় দিক"—

অন্নদা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"বাধা অপরে দেবে কেনো বাবা, বিপদ বুঝলে জন্তু-জানোয়ারেও বাঁচবার পথ খোঁজে"—

বজ্রকণ্ঠে—"বটে" বলিয়া—মনোমত কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অভয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন।

বাপ-মা বর্তমানেই রাজেশ্বরীর হাতের নোয়া খসে। পরে তাঁহারাও কৌলীন্য-দর্প লইয়া স্বর্গারোহণ করেন। শেষ বয়সে মাতৃহীনা অন্নদাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে। তবে সমাজেব প্রতি চবম রোষ ও পরম ঘৃণা কোনো দিনই তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যদিও তিনি অন্নদাকে একটি মনোমত পাত্রে দিতে পারলে সুখী হন—কিন্তু কেহ তাহাব বিবাহের কথা তুলিলে,তাঁর বহুদিন-সঞ্চিত ব্যাথার নিদারুণ স্মৃতি তাঁহাকে যেন অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিত,—তিনি হু হু করিযা সরবে জ্বলিয়া উঠিতেন। আজও তাহাই ঘটিল।

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—"অভয় ভাযা আছ নাকি ?"—চাটুয্যে মশায়েব গলা।

—"শনি সঙ্গে সঙ্গে,—যাও—কিন্তু সাবধান", বলিয়া রাজেশ্বরী শয্যায় মাথা গুঁজিযা ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন—"অনু মরুক, আমি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই"—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"তুমি আমার জন্যে অত ভাবচো কেনো মা, ভগবান আমায় রক্ষা করবেন,—দেখে নিও।" এই বলিয়া অন্নদা অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিল।

অন্নদার কাছে—রাজেশ্বরীর অসুখ বাড়িয়াছে শুনিয়া থাক-পিসি দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাজেশ্বরীর সক্রোধ উক্তি কানে যাইতেই তিনি বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়েন। চাটুয্যে মহাশয়ের ডাক শুনিয়া অভরবাবু দ্রুত চণ্ডিমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেলে তিনি ঘরে ঢুকিয়া রাজেশ্বরীকে তদবস্থ পাইয়া অন্নদাকে সত্বর তাঁর মাথায় চোখে মুখে জল দিতে বলেন ও নিজে বাতাস করিতে বসেন।

রাজেশ্বরী একটু সামলাইয়া বলেন—"থাকো এসেছিস—তোকেই চাইছিলুম, বোস্—অনেক কথা আছে।" থাকোর নিষেধ-সত্ত্বেও একটু হাসি টেনে রাজেশ্বরী বললেন—"ভয় নেই মরব না"।

পরে,—থামিয়া থামিয়া বহুক্ষণ চাপা মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা হইল। শেষে একটু সুস্পষ্ট স্বরে রাজেশ্বরী বলিলেন—"সব শুনলি—এখন যা ভালো হয় করিস,—তোরা আমাদের চেয়ে ঢের বুদ্ধি ধরিস"।

থাক চিন্তামগ্ন ভাবে শুনিতেছিল, বলিল, "তবে আমি উঠলুম,—ওঁদের কি কথা হচ্ছে সেটা শোনা দরকার,—শুনে যাই"।

চণ্ডিমণ্ডপেও কথা শেষ হইয়াছিল। থাকর মাত্র কানে আসিল,—"তুমি ওদের কথা শুনে ঘাবড়ো না, মেয়েদের কান্না আর ভয় দেখানো—এই দুটিই তো পরম অস্ত্র। তা শুনতে গেলে পুরুষদের পৌরুষ ত্যাগ করতে হয়। ভেব না, দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মরদ্ কি বাৎ' কথাটা কি ঝুটো হয়ে যাবে নাকি! ওঠো, মাথা ঠাণ্ডা কর'গে—আমি উঠলুম।—মনে রেখো সমাজে থাকতে হবে, জাত রক্ষাও করতে হবে। চলিয়া গেলেন।

থাকও আর বাড়ির মধ্যে গেল না,—এক-মাথা চিন্তা লইয়া ফিরিল।—"তাই তো অন্নদার মত অমন সুন্দর স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে, কি শেষ··· !"

তৃতীয় প্রহরই পল্লীর মেয়েদের একটু বিশ্রামের বা এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াতের 'সময়। মা'র কাছে শুনিলাম—"থাকো-পিসি এসেছিলেন।"

মধ্যে মধ্যে আসেনই তো, নূতন কি? সুতরাং উত্তর না দিয়া আমি বাহির

হইয়া যাইতেছিলাম। বলিলেন—"যাসনি, কথা আছে। তোর মামা যে আজো এলো না ?"

"শুনেছি এই সপ্তায় গৃহারম্ভের নাকি ভালো দিন আছে, বোধ হয় কাজটা সেরে আসবেন। যাবার আগে বলেও ছিলেন—'পুকুরে যে কড়ি ক'খানা পড়ে পড়ে পচছে, তা পেলে কাজে লাগে ; মাথা গোঁজবার মত দু'একখানা ঘর তুলি। ও থেকে বরগা, চৌকাট্ বেরিয়ে আসতে পারে!' আমি বলেছি—তা নিয়ে যাবেন"।

"ভালই করেছিস—মায়ের এক ছেলে, ঘরে গিয়ে মায়ের কাছে থাকলেই যে বাঁচি। কোন্ দিন কি ঘটবে বুঝতে পারছি না। থাকো-পিসির কাছে যা শুনলুম, শুনে পর্যন্ত আমার তো কোনো কাজে হাত-পা আসছে না।"

"তোমার তো মা একটা আরশোলা উড়লেও, কোনো কাজে হাত-পা আসে না। মামার বিয়ের কথা বুঝি ? সে তো সকলেই শুনেছে, তাতে তোমার হাত-পা না আসবার কি আছে মা ? ওটা তো মামার ধাতের কুলীনের একটা কাববাব। সুখের বিষয়—ও-ধাতের কুলীন কমে আসছে—বেশি আর নেই।"

"আমি যে আর মুখ দেখাতে পারি না। এবার গঙ্গাস্নানে যাওয়াটাও ঘুচলো দেখছি। দিনো বাবসাতে গিয়ে যা ইচ্ছে করুক না। হ্যাঁ 'মহত্তো' কাকে বলে র‍্যা ? একে একে পেসাদি, হেমা, তরঙ্গ এসে, মুখ টিপে হেসে শুনিয়ে গেল—'তোমার ভাই এবার মহত্তো পেয়েছে,—খাওয়াতে হবে ছোটগিন্নি।'—সে আবার কি ?

"সে পরে শুনো মা, এখন থাকো পিসির আর কোনো কথা থাকে তো বলো"—

"ওমা আছে বইকি—কিছুই তো বলা হয়নি। শুনলে তোরাও চমকে উঠবি"—

"তাইতো, রাসমণির বাগানে বেড়াতে যেতে দিলে না দেখছি, শুনতেই হ'ল" বলিয়া বসিলাম।

মা থাকো-পিসির কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন,—ধীরে ধীরে শুনাইলেন, অর্থাৎ অভয়বাবু ও রাজেশ্বরীর বচসা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই। রাজেশ্বরী থাকো-পিসিকে গোপনে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও। মার হাত-পা না আসিবার কথাটি তাহার মধ্যেই পাইলাম। কৌলীন্যের সম্মান-রক্ষার্থে রাজেশ্বরীর প্রতি পিতা ও সমাজ সজ্ঞানে যে অত্যাচার করিয়া তাঁহার সারা জীবন ব্যর্থ ও কিরূপ বিষাক্ত করিয়া তাঁহাকে অহর্নিশি যাতনা দিয়াছে ও অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্তা করিয়া রাখিয়াছে—তাহারি অভিব্যক্তি পাইলাম।

যে সাধগুলি রাজেশ্বরীর ছিল ও নিজের জীবনে যাহা ফুটিতে পায় নাই, সেইগুলি অন্নদার মধ্যে সফল হইতে দেখিবার প্রবল ইচ্ছাই সান্ত্বনার রূপ ধরিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসে। তিনি অন্নদাকে,—সংসারের ও সমাজের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই শিক্ষা দিয়াছেন,—লেখা-পড়া, হিসাব-পত্র, সেলাই, শিল্প, ব্রতপূজা, রোগীসেবা, রন্ধন, আচার-ব্যবহার কিছুই বাদ দেন নাই—দোল-দুর্গোৎসবের খুঁটিনাটি পর্যন্ত। আনুগত্যে সেবায়, ব্যবহারে ও মধুর প্রকৃতিতে অন্নদা গ্রামের সকলেরই আপন ও ভালোবাসার পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ অন্নদার-বাপ বলিয়াই অভয়বাবুর পরিচয়। বুদ্ধি বিবেচনায় অন্নদার খুঁৎ ধরা যায় না। সে সকলকেই ভালোবাসে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাহাকে দিদি বলিয়াই জানে—তাহাকে খোঁজে।—এই আনন্দই ছিল রাজেশ্বরীর শেষ অবলম্বন।

পরে যেদিন অন্নদার বিবাহকাল উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া ও মনে হইয়া তাঁহার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠে, বহুকাল-গত কোনো একটি অশুভ দিনের জ্বালাময় স্মৃতি তাঁহাকে বিচলিত ও অধীর করিয়া দেয়, সেই দিন হইতে তিনি অন্নদার উদ্ধারের পথ খুঁজিতে থাকেন। এইখানেই তাঁর অন্নদাকে মানুষ করিবার ও সর্বাংশে সংসারের উপযোগী করিবার অধ্যায় শেষ হয়।

তারপর? এইবার তো অন্নদার বাপের পালা। তাঁর কর্তব্য-বুদ্ধির ঝোঁক্

তো জানাই ছিল। পাত্র যে বয়সেরই হউক, যত কুরূপই হউক বা রোগগ্রস্তই হউক,—সে অন্নদাকে লইয়া ঘর করুক বা না করুক,—তার কৌলিন্য গর্ব থাকিলেই তিনি অন্নদার মুখ চাহিবেন না। গ্রাম-বৃদ্ধদের সহানুভূতি আশা করাও বৃথা। এখন অন্নদাকে রক্ষার উপায় কি? এই চিন্তাই দিন দিন প্রবল হইয়া রাজেশ্বরীকে অশান্ত করিয়া রাখে। রাজেশ্বরী পথ পান না—নিরুপায়। এই সময় ভ্রাতা অভয়কে আমাদের বাড়ি উপঢৌকনসহ যাতায়াত করিতে দেখিয়া, কারণটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি জ্বলিয়া যান, ভাইকে ডাকিয়া সত্যটা জানিতে চান। অভয়বাবু তাহাতে বিরক্ত ভাবে বলেন,—"পুরুষের কর্তব্য পুরুষে বুঝবে! এরপর সব জানতেই পারবে।"

সেই 'এর-পরটা' আজ ঘটিয়া গেল এবং সেই ঘটিয়া যাওয়াটার বর্ণনাটা মায়ের মুখে সবিস্তারে শুনিয়া নানা অশুভ চিন্তা আমার মাথায় ছায়ার মত অস্পষ্ট ভাবে ঘুরিতে-ফিরিতে আরম্ভ করিল।—মায়ের যে কেন হাত-পা আসিতে ছিল না তাহা বুঝিলাম।

দেখি—মা আঁচলে চোখ মুছিতেছেন। তিনি অন্নদাকে সত্যই কন্যার মত ভালোবাসিতেন—অনেকেই বাসিত। ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"এ কাজ যেন এ বাড়ি থেকে না হয় বাবা।—আচ্ছা, এ কাজ বন্ধ হয় না?"

"সেই আশাতেই তো থাকো-পিসি—ব্যাপারটা সবিস্তারে তোমাকেই শুনিয়ে গেছেন—যদি কোনো উপায় হয়!"

"আমি কি করতে পারি? আমি তো চাই-ই না।"

"কেউই পারে না মা। কা'কেও খবর না দিয়ে কোন্ দিন আপিস থেকে সোজা অভয় মুখুয্যের বাড়ি গিয়ে—একটা ফুল ফেলে দেওয়া বইতো নয়। তা ছাড়া গ্রামের কর্তাদের কন্যাদায় উদ্ধার ব্যাপারে বড় অমত থাকবে না, তোমার ভাই প্রশংসাই পাবে।"

"উদ্ধার না আমার মাথা! জগদম্বা রক্ষে করুন;—বাচাল মেয়ে হলে,—আদিখ্যেতা করবার মেয়ে হলে, এত ভয় পেতুম না বাবা।"

"আজ কি সন্ধ্যে দিবেনি মা" ? বলিয়া বাড়ির ঝি চলিয়া গেল।

"ওমা—সত্যিই তো,—পাড়ায় শাঁখ বাজ্‌চে—কানেও যায়নি !"

গ্রাম ক্রমেই অন্নদার কথা লইয়া সরগরম। ঘরে-ঘরে ওই আলোচনা—গুজ্‌-গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌। তিন দিন পরেই পথ-ঘাট মুখর। যেখানে দুই জন সেইখানেই ওই কথা।—

কেহ বলিতেছেন—"আমরা ভাবতুম—অমন ধীর স্বভাবের মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। তা দেখতে পাওয়া যায় নাই বটে! আর দেখতেও যেন না হয়।"

কেহ—"আঁাঃ—বাপের মুখের ওপর বললে 'বিষ খাবো'! তা আগে খায়নি কেনো ?"

কেহ—"এ ওই পিসি মাগির শিক্ষে। যার খাচ্চেন পরচেন—বুকের উপর বসে' তারই দাড়ি ওপড়ানো।"

কেহ—"তাও বলি, অনি তো আর খুকিটি নয়—আজ দু' ছেলের মা হোতো। ও কি বলে ও-কথা মুখ থেকে বার করলে ? এই সেদিন ধরণী কথকের কথায় শুনে এলো না—'ওতে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়' ? এখন ওর হাতের জল খাবে কে" ? ইত্যাদি।

যাঁরা ঠিক প্রবীণা নন্‌ কিন্তু বুদ্ধিতে নিজেদের প্রবীণা ভাবেন—এগুলি তাঁদের উক্তি।

প্রবীণারা শুদ্ধ ;—"কলিতে এখন এই সবই হবে তো" !

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চির-বৈধব্যের সহিত যুঝিয়া আজ মুণ্ডিত মস্তক, বিরক্তি ও ক্রোধের রেখা-বহুল হাস্য-বিরল মুখ, ও ভায়ের সংসারে ইস্পাতের শরীর এবং উপবাসের গর্ব লইয়া না নারী না পুরুষ দাঁড়াইয়াছেন, মন্তব্য তাঁহাদেরও ছিল।—

—"হবে না, হবেই তো! এ তো আমরা নই, সেই এগারো বচর বয়স থেকে একাদশী ধরেছিলুম—এক ফোঁটা গঙ্গাজল কেউ গেলাতে পেরেছিল ? বলুক না কেউ দেখি !"

যাঁহারা বক্তব্য প্রকাশে উগ্রা নন, এবং ধর্ম যাঁহাদের প্রতিপদে ভয় দেখায়, তাঁহাদের অন্তরের মৃদু-উচ্চারিত সহানুভূতিটা অন্নদার প্রতিই ছিল।

কর্তারা 'বড়-বাড়ির' দালানে বসিয়া সরাসরি হুকুম দিলেন—"আমরা এখনো বেঁচে আছি—মরিনি।—সে কথা যেন সবাই জেনে রাখে!—অভয়কে এখুনি ডেকে পাঠানো হোক,—সে যদি এ বিবাহে ইতস্ততঃ করে, সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না'—তাকে পতিত করা হবে। আর মেয়ে যখন ও-কথা মুখে এনেছে তখুনি সে পতিতা হয়েছে, তার হাতের জল—কেউ আর স্পর্শও করবে না। একটা মেয়ের কথায় ভয় পেয়ে শাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ, কুল-শীল খোয়াতে হবে নাকি! এ বিবাহ হওয়াই চাই। কি বলো সব?"

পরিচিত চাটুয্যে মশাই বলিলেন—"অভয়কে আমি এ বিষয়ে বজ্রাধিক দৃঢ় ক'রে রেখেছি।"

"তা হলেও সে একবার আমাদের সকলের সামনে এসে বলে যাক। এ বিবাহ সত্বর দিয়ে ফেলা চাই, সমাজের আদর্শ নষ্ট হতে বসেছে। একবার ঘুণ ধরলে আর রক্ষা নেই। দিনোকে ডেকে পাঠানো হোক। মেয়ের এত বড় স্পর্দ্ধা—পুরুষের ব্যবস্থায় কথা কয়!"

সকলে উৎসাহের সহিত সমর্থন করিলেন। কেবল বৃদ্ধ গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে মশাই কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে মশাই জ্ঞানী ও উদার প্রকৃতির মানুষ, তিনি কিছু বলিবার জন্য হাঁ করিতেই তাঁহাকে থামাইয়া দেওয়া হইল,—যেহেতু সামাজিক সভায় জ্ঞানচর্চা প্রাসঙ্গিক নয়।

বিশ্বনাথ খুড়ো বলিলেন—"ঠিক কথা—তা আবার কবে হয়েছে? বিবাহ ব্যাপারে জ্ঞান ঢোকানো কেনো!

এইটিই ছিল গ্রামের প্রিভিকাউন্সেল। কর্তাদের কড়া রায় প্রচার হইলে,—একটা আসন্ন কিছুর জন্য গ্রাম চঞ্চল হইয়া রহিল।

খগেনবাবু তাঁহার বন্ধুদের লইয়া মাতুল দিননাথের সম্বন্ধে একটা কিছু পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আসলে সেটা মজা করার নামে অন্তরের প্রতিশোধ।

অন্নদার সমবয়সী তরুণীরা ও যুবতী বধূরা ভিতরে ভিতরে অন্নদার পক্ষে,—বাহিরে নির্লিপ্ত শ্রোতামাত্র।

ফল কথা,—গ্রামে যেন একটা আকস্মিক উৎপাত আসন্ন। বিদ্রোহের সাড়া পথে-ঘাটে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কারণ 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ ত কহেনি কথা!' যে গ্রাম যে সমাজ শতাধিক বর্ষ মধ্যে—বিবাহ-ব্যাপারে কোনো দিন টুঁ শব্দটি মেয়েদের মুখে উচ্চারিত হইতে শুনে নাই, যাঁহারা মেয়েদের মতামতের মূল্য কোনো কালেই স্বীকার করেন নাই, অন্নদা আজ সহসা তাঁহাদের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ শুনায় কোন্ সাহসে? চির-অনভ্যস্ত কর্ণে—সেটা যে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া প্রভুত্বের অভিমানে সুতীব্র ঘা দিয়া তাহাকে খর্ব করিতে উদ্যত!

৩৪

এ-বিবাহ হইবার পূর্বে অন্নদা যে বিষ খাইবে বলিয়াছে, এ-কথা স্বকর্ণে শুনার মত সকলের কাছেই সত্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহার কমে এখন কাহারো সোয়াস্তির সম্ভাবনা যেন নাই—এইরূপ অবস্থা। ইহা সম্বন্ধে কাহারো কোনো 'এমেণ্ডমেণ্ট'ও শ্রোতব্য নয়—মনেও ধরে না।

প্রবীণা মহলে অন্নদার জন্য 'আহা'ও যত—আক্ষেপও তত।—আবার তাহার বিবাহের বা বিষ খাইবার বিলম্বে—অসহিষ্ণুতাও ততোধিক! একটা কিছু যেন ঘটাই চাই! সেজন্য সকলেই সাগ্রহ-প্রতীক্ষা-পরায়ণা,—নচেৎ যেন বড়ই লজ্জার কথা হইবে! কাহারো আশঙ্কা—মন না মতি, অন্নদার মত্ বদলাইতেই বা কতক্ষণ!

বিবাহ-পণের মোটা টাকা হাতে পড়ায় মাতুল বারাসতে বাটী নির্মাণের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিলেন। বারাসত হইতেই কলিকাতা যাতায়াত করিতেছিলেন।

বহু গ্রাম গ্রামান্তরের ভাগ্যবানেরা 'মেকিনন্-মেকেঞ্জির' আপিসে বা সদাব্রতে ছুটিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মামাও ছিলেন একজন। মেয়েদের পুকুর-ঘাট ও কেরানিদের জলখাবার-ঘর, 'রিপোর্টরস্ ক্লবের' কাজ করিয়া থাকে। অন্নদার বিদ্রোহবার্তাও সেথায় পৌছুতে বিলম্ব হয় নাই,—সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। জলখাবার-ঘরের জমায়েৎ,—রামধনের রসগোল্লা ফেলিয়া সে সুধা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞেরা বলিলেন—"এ আবার একটা বিশেষ কথা কি? অমন মেয়ে মরে মরুক না। কুলীন হয়ে তুমি যেন দিনো ভড়্কে গিয়ে কাপুরুষের কলঙ্ক কিনো না। মেযেদের স্পর্দ্ধা বাড়তে দিয়েছ কি নিজের ও সমাজের মাথা খেযেছ। সেদিন বিবাহ-সংস্কার সভায় অত বড় মহত্ত্ব লাভ করেছ, সেটা যেম মনে থাকে,—ওর উপরের ধাপ্ই দেবত্ব"...

চাটুয্যে মশাই বলিলেন—"তোমরা কা'কে ও-সব কথা শোনাচ্ছ? দিনো ডাক্‌সাইটে কুলীন কালাচাঁদ খুড়োর only son, তাঁর শ্রাদ্ধ-তর্পণেব অধিকারী। সে ভুল করবে ভাবচো"?

মুখুয্যে মশাই বলিলেন—"রামঃ, সে কি আর আমরা জানি না!—দিনো খাঁটি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড। কথা পড়লে নেয্য কথা কইতেই হয়,—না কইলে প্রত্যবায় আছে, তাই। বিবাহ ব্যাপাবে যে একটা সল্‌তে উস্‌কে দিলেও পুণ্য আছে। —চলো, চাদরখানা চেয়ারেই বাঁধা আছে—নিয়ে 'দুর্গা' বলা যাক"।—উঠিলেন।

রায় মহাশয় বলিলেন—"তোমার যে বড তাড়া দেখছি মুখুয্যে! দুঃসাহস তো কম নয়! সব নিশুতি না হ'লে আমার তো বাড়ি ঢুকতে পা ওঠে না।—'কি এনেছ বাবা' বলে ভূতো-কোম্পানী জোঁকের মত সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নির্মম খানাতল্লাসি আরম্ভ ক'রে দেবে। সে ধাক্কা সামলাতে ঘণ্টাখানেক নেয়। রামধন বেটা যদি 'সুইট্‌মিটের' সঙ্গে একটা বিবিধ-বিভাগ খোলে,—তার খাতা ভরাট্, ক'রে এই ত্রিবিধ-তাপ এড়াতে পারি। বেটার সে সুবুদ্ধি হবে

কি?" এই বলিয়া চিন্তিত ভাবে হুঁকাটায় একটি সুদীর্ঘ টান মারিলেন। রথ হইলে হুঁকাটি সহজেই বল্লভপুর উপস্থিত হইত।

সন্ধ্যার পূর্বেই—'রামধন রেঁস্টোরা' খালি করিয়া 'ডেলি-প্যাসেঞ্জারেরা দ্রুত বাড়ি-মুখো হইলেন। কেবল হাজারখানেক সালপাতার ঠোঙা—কর্মবাড়ির দৃশ্য প্রকট করিয়া ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিল। ভক্তদের অভাবে হুঁকাগুলি গলায় দড়ি দিয়া সারাদিন দেওয়ালে ঝুলিল।

একমাত্র চিন্তামগ্ন মাতুল, একখানি বেঞ্চির একপ্রান্তে সতীর্থ সুবলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন,—প্রায়ই তা করিয়া থাকেন। যেহেতু সেইটাই তাঁহাদের প্রাণের কথার, অর্থাৎ দিনান্তের হিসাব-নিকাষের সময়। কয়দিন তাঁর শরীর স্বচ্ছন্দ নয়, আজ বিশেষ ভাবেই অসুস্থ বোধ করিতে ছিলেন, কিন্তু অপয়া দীক্ষাগ্রহণ প্রচেষ্টার ক্ষতিপূরণার্থে—কাজে কামাই করেন নাই।

তাহার উপর আজ আবার একটা অভাবনীয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়া মাতুলকে বিচলিত করিয়াও রাখিয়াছিল। যে শুভানুধ্যায়ীটির কাছে অন্নদার বিষ খাওয়ার সঙ্কল্পের কথা প্রথম শুনিয়াছিলেন, তিনি নাকি অনেক কথার পর এমন কথাও বলিয়াছিলেন—"সত্যি হ'লে ব্যাপারটি বহুদূর গড়াতে পারে। তা'তে অন্নদার বাপকে আর তোমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে। কারণ—কথাটা যখন সময় থাকতে তোমাদের কানে এসেছে, তখন ইচ্ছা করলে তোমরা তাকে বাঁচাতে পারো।—তাকে মরতে দেওয়া বা বাঁচানো, এখনো তোমাদের হাতেই রয়েছে। যাক্—যদি সত্যি কথা বলতে হয়,—আমি তো বিশ্বাসই করি না যে আমাদের সমাজে, মেয়েদের এতটা বুকের-পাটা জন্মেছে বা জন্মাচ্ছে। জন্মাতে দেওয়াও উচিত নয়। সমাজকে দেখতে হবে আগে। কে মো'লো কে বাঁচলো দেখতে গেলে ধর্ম কর্ম ডুবে যায়।…কথাটা কিন্তু প্রচার হয়ে পড়েই খারাপ হয়েছে দিনো,—পরোক্ষে ওটা খুনী ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে কিনা।—ভয় নেই, একজন পাকা উকীলকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো,

—বুঝলে" ? ইত্যাদি। অর্থাৎ—লোকটি সাহস দিলেন যত, শঙ্কা সঞ্চার করলেন তার শতগুণ !

মামা ছিলেন অত্যন্ত সাদা-সিদে ও অত্যধিক ভীতু-প্রকৃতির মানুষ। ওই শুভানুধ্যায়ীটির সাংঘাতিক কথাগুলি, তাঁর পীড়িত দেহে মানসিক চাঞ্চল্য আনিয়া তাঁহার চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া দেয়। সুবলকে পাইলে বোধহয বল্ পাইবেন, তাই তার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শরীর কিন্তু স্ববশে না থাকায়, মামা বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়েন।

সুবল জলখাবার-ঘবে পা দিয়াই মাতুলেব নাসিকাধ্বনি শুনিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময তাঁহার মুখেব উপর দৃষ্টি পডায় অবাক হইল ও সামলাইয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টাব মধ্যেই তার চেহাবাব এমন পরিবর্তন ঘটিযাছে যে তাঁহাকে সহসা চেনা কঠিন।—মুখ বিবর্ণ—কৃষ্ণাভ, স্থানে স্থানে স্ফীত।

নিরীক্ষণান্তে সুবলের মুখ হইতে বাহিব হইল—"এই যে, ঠাকুর দেখছি ডুবে ডুবে জল খান! 'পারা' কি দাবে দেব্‌তা, সে পরিচয় না দিয়ে যায় না" !—তার মুখে একটু চাপা হাসি আভাস দিয়া গেল।

তাহাব পর মাতুলকে তুলিয়া—নিম্নকণ্ঠে কথা চলিল, ব্যাপার শুনিতে চাহিল। মাতুলের শরীর তখন খুঁবই অস্বচ্ছন্দ। কিছু পূর্বে তাঁর মানসিক পীড়াই প্রবল ছিল, এখন শরীরের অবস্থা তাঁর মানসিক মন্থনটা কমাইয়াছে।—

সুবল সকল বিষয়েই তাঁর বিশ্বাসী বন্ধু।—তিনি পুরুষ তা'দের কলিকাতায় বাস সুতরাং তার অভিজ্ঞতা অবিসম্বাদী। সে আশ্বাস দিযা বলিল—"ও কি আবার একটা রোগ নাকি! শহরে ঘর ঘর,—ও আর কার নেই! দিন-দশেকে সব সাফ হয়ে যাবে, নতুন রক্ত দেখা দেবে,—শরীর ব'নে ইয়া হয়ে যাবে। চলুন—বটকেষ্ট পালের দোকান থেকে দাওয়াই নিয়ে বাড়ি যান। সেখানে শুদোম্

ঠাশা,—ওর কাটতি কতো! এই সেদিন গুরু পুত্তুরকে কিনে দিয়েছি। ওর জন্যে আবার ভাবনা কি?" ইত্যাদি।

সুবল সাহস দানে দাতাকর্ণ হইলেও, মাতুলকে তাহা একটুও শান্তি বা সাহস দিল না, বরং তাহা বজ্র সমই বাজিল। 'এ আবার কি বলিতেছে'! তিনি বিরক্ত হইলেন ও চটিয়া গেলেন—বলিলেন, "যে বংশে আমার জন্ম তা জানা থাকলে ও-সব কদর্য কথা উচ্চারণ করতে তোমার সাহস হোতো না"...

সুবল মহা বিনীতভাবে তাঁর পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বুঝাইয়া দিল,—"রাজধানীর ওটা একটা অতি নগণ্য রোগ, তরুণ বৃদ্ধ সকলেরি সুপরিচিত। রোগের কি আর জাতি বিচার আছে? নানা কারণে হয়, রাজধানীর হাওয়ায় রয়েছে", ইত্যাদি।—"চলুন এখন ওর প্রতিকার করা চাই"।

বেনেটোলার বনিয়াদী অভিজ্ঞের হাতে পড়িয়া বিপন্ন ব্রাহ্মণ অগত্যা সুবলের অনুসরণ করিলেন। সুবল বটকৃষ্ট পালের দোকান হইতে 'বৃস্টল সালসার' এক চৌপলে বোতল কিনিয়া সেইখানেই মামাকে এক খোরাক খাওয়াইয়া,—বোতল ও ব্যবস্থা সহ তাঁহাকে একখানি গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর রওনা করিয়া দিল।

মামা ওরূপ রোগ লইয়া নিজগ্রাম বারাসতে যাইতে সাহস পাইলেন না; যেহেতু তথায় শুভানুধ্যায়ী জাতি-বন্ধুরা আছেন। বিশেষতঃ বাড়ির পত্তন দেওয়ায় তাঁহাদের আত্মীয়তাও অতিরিক্ত বাড়িয়াছে,—দিন আধসের তামাকেও টানাটানি পড়ে;—এবং তাঁহার নবলব্ধ 'মহত্ব'ও প্রশংসাচ্ছলে বিদ্বেষ-বিষাক্ত।

তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা দৈহিককে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে অশান্ত করিল,—চোখের জল রোধ করিতে পারিলেন না।—"আমার এ রোগ কেনো হ'ল? আমি তো মনে-জ্ঞানে,...। অন্নদার অভিসম্পাৎ নয় তো"। তিনি চমকিয়া উঠিলেন।—"সে যদি বিষ খায়"?—উঃ—আমি যে বিবাহ-পণের টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি, ফিরিয়ে দেবার পথ যে আমার নেই"!

নিরুপায় মাতুল ব্যাকুল অন্তরে মৃত্যু কামনা করিলেন।—আন্দাজে খানিকটা দাওয়াইও খাইলেন।—"মা রক্ষা করো"।—মানুষ সত্যি মরিতে চায় না।

কয় সপ্তাহ পরে সহসা মাতুল আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্রুতপূর্ব কথা শুনাইলেন—"ভাত খাব না দিদি"।—তাঁহার পক্ষে আহার ত্যাগ,—সর্বত্যাগেরই নামান্তর! মা শুনিয়া চিন্তিত ও তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইলেন। পীড়া যে কঠিন তাহা আমিও বুঝিলাম এবং তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সংযত-বাক্ হইতে বাধ্যও হইলাম।—প্রাতেই মধু ডাক্তার মহাশয়কে আনিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে।

মাতুলের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা—গ্রামস্থ সকলেই করিতেছিলেন! তাঁর বিলম্বটা, প্রবীণ সমাজপতিদের চিন্তার সহিত নানা সন্দেহ মিশাইতেছিল,—পাছে সমাজের শক্তি পরীক্ষার এমন শুভ সুযোগ নষ্ট হয়,—দিনো ভয় খায়!—অন্নদার বিবাহ বা বিষ খাওয়া, এর একটা কিছু না ঘটা পর্যন্ত মেয়েদের অসোয়াস্তির অন্ত ছিল না।—আর বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব ছিলেন—মামার একটা উপভোগ্য অবস্থা দেখিবার জন্য।

এ-সব জমায়েতের পূর্বে ডাক্তারবাবুকে আনা চাই, নচেৎ ফাঁক পাইব না।

চণ্ডিমণ্ডপেই নিজের শয্যা রচনা করিলাম। মামা সারা রাতই উঃ আঃ করিলেন ও মধ্যে মধ্যে অসম্বন্ধ বকিলেন। ভয়ে ভাবনায় আমার নিদ্রা ছিল না। মামা যা দু'একটি কথা কহিলেন তাহা—"কিসে যে কি হ'ল—কিছুই জানি না।··· পূর্বজন্মেরই হবে,—কিন্তু সে-কথা কে বিশ্বাস করবে! তোর কি মনে হয়? —মধু ডাক্তারকে এনে আর কি হবে,—ওষুধ তো খাচ্ছি"। ইত্যাদি

আমি সত্যই তাঁহার দিকে চাহিতে পারিতেছিলাম না। দু'একটি কথায় আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"অত ভয় পাচ্ছেন কেনো, দু'তিন দিন ওষুধ খেলেই সেরে যাবেন"।

রাত্রের মধ্যে তাঁহার চেহারা ভীষণ দাঁড়াইল। বেলা সাতটার মধ্যেই ডাক্তার-বাবুকে আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনিও রোগীকে দেখিয়া চমকিয়া গেলেন!

পরে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাষায় বলিলেন,—"এই যে, চেহারা বেশ বানিয়ে ফেলেছ,—রাবণ না সেজে ছাড়লে না"!

মামা অশ্রু ছল ছল কাতর স্বরে বলিল—"এ কেনো হ'ল ডাক্তার মশাই, আপনি তো জানেন—আমি তো" ..

"চিন্তা কি, রোগ হয়েছে—সেরে যাবে। ওষুধের দরকার নেই"।

"একটা ওষুধ একজন দিয়েছে, তাই"—

"খাচ্ছ নাকি ?—দেখি"।

'বৃস্টল-সালসার' সেই চোপলে বোতল দেখিয়া—বলিলেন—"প্রায় আদাআদ্দি খালি যে,—খাওনি তো ? ডাক্তারটি কে" ?

মামা দু'এক কথা বলিতেই ডাক্তারবাবু বিষম চটিয়া গেলেন ও বহু তিরস্কার করিলেন। শেষ বলিলেন—"একটা ভালো কাজ করছিলে বটে,—আর দু' ডোজ্ টানলে কতকগুলো কুলীন-কুমারীর ভাগ্য ফিরতে পারতো। সেটা আর হোলো কই"!

আমাকে বলিলেন—"বোতলটা এখনি সরিয়ে ফেলো। ওঁর মা এখানে না থাকেন তো আজই আনতে পাঠাও, আর এই ঘরে তুমি ও তোমার মা ভিন্ন যে-সে যেন না ঢোকে। এ যে-জাতিয় বসন্ত, তার এখন বাড়ের মুখ,—সময় নেবে। ভয় নেই, মায়ের কৃপায় সেরে যাবে"।—

বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"যিনি ও-ঘরে থাকবেন তাঁর বেশ সাহস থাকা চাই, —ভয় পাওয়া অসম্ভব নয়। চার পাঁচ দিন পরে ভীষণ বিকার দেখা দিতে পারে, তাই ওঁর মাকে আনাতে বললুম"।—পরে সকলকে সাবধান করিয়া ও মামাকে সাহস দিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি বিশেষ ভয় পাইলাম, মা তো আড়ষ্ট। সেই দিনই দিদিমাকে আনিবার জন্য বারাসতে লোক পাঠাইলাম।

বসন্ত হইয়াছে, এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মামার শরীর ও মন যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। তিনি বল্ পাইলেন,—দুশ্চিন্তা-মুক্ত হইলেন!—"বেটা 'সোনাকা'

আমাকে মেরে ছিলো,—উঃ”! তিনি সোয়াস্তির শ্বাস ফেলিয়া আরামে শুইলেন।

লোক-লজ্জা-ভীতি এবং সম্মান-সম্ভ্রম খোয়াইবার শঙ্কাই ভদ্রসমাজের অতিবড় শাসক। তার শাসন অন্তর মধ্যে নীরবে চলে। এতক্ষণ সেই ভয়েই মামা অভিভূত ছিলেন।

মন নিরবলম্ব থাকে না। একটা ছাড়িতেই অন্নদার সমাজ অমান্যের স্পর্দ্ধা, তাঁহাকে পাইয়া বসিল;—ব্যক্তিগত ভাবে নহে, তিনি তখন কুলীন-সমাজের একজন!—“একি কথা! স্ত্রীলোকের ইচ্ছামত সমাজ পরিচালিত হইবে না কি”! আবার অন্নদার ভাবী-বর হিসাবে—তার বিষপান সঙ্কল্প ও সে-ক্ষেত্রে নিজেকে খুনী মামলায় জড়িত হইবার সম্ভাবনা তাঁহাকে বিচলিত করিতেও লাগিল। তিনি এই দোটানায় পড়িয়া রহিলেন।

মামার আগমন বার্তা ইতিমধ্যে সকলেই পাইয়াছিলেন। উৎকণ্ঠ সমাজ-কর্তাদের প্রতিনিধিরূপে চাটুয্যে মহাশয় প্রাতঃ-স্নানান্তে সশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। উদ্দেশ্য—মামাকে কর্তাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করা ও তাঁহাদের তরফ্ হইতে অভয় দেওয়া এবং শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়া যাওয়া,—যেহেতু সমাজের সম্ভ্রম রক্ষার্থ—শুভস্য শীঘ্রম্।

পথে মধু ডাক্তার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহার নিকট মামার রোগ ও অবস্থার কথা শুনিয়া, বিশেষ ব্যথিত ভাবে,—প্রধানত হতাশ অন্তরে—“ইস্, আহা,—তাই তো’, বলিয়াই, সঙ্গে সঙ্গে—“এ-সব শীতলামাতার ব্যাপার,—শুচি ও পবিত্র হয়ে যাওয়াই বিধি”, এবং মন-মরা ভাবে নিম্নস্বরে—“শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি” বলিতে বলিতে সত্বর সরিয়া পড়িলেন।

টোয়ালে কাঁধে, চামেলি তেলের শিশি ও সাবান হাতে, কয়েকটি বন্ধু সহ খগেনবাবু সোৎসাহে অগ্রসর হইতেছিলেন।—মাতুল সকাশে ‘অন্নদা-মঙ্গল’ অভিনয়ই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। সকলেই ছিলেন মধু ডাক্তার মহাশয়ের সখের-দলের পেয়ারের যুবা। ডাক্তারবাবু বলিলেন—“উদিকে নয়,—উদিকে

নয়। দিনোর ভীষণ টাইপের বসন্ত! বশিষ্ঠের মত পবিত্র মন্ত্র-মুখর ব্রাহ্মণেও গঙ্গাস্নানান্তে নিজেকে অশুচি বিবেচনায় এগুতে পারলেন না! সরে পড়ো"। শুনিয়া সকলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "আপনি সেইখান থেকে আসছেন না কি" বলিয়া খগেনবাবু বিশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইলেন।—"তবে শুদ্ধাচারে আসাই ভালো"।

"হাঁ—সেই ভালো, এবং দিন পনেরো পরে" বলিয়া ডাক্তারবাবু চাপা হাসি উপভোগ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

—"বেটা কোথাকার পাপ,—গ্রামটার সর্বনাশ না ক'রে নড়বে না দেখছি" বলিতে বলিতে খগেনবাবু দলবল সহ অন্য পথ ধরিলেন। আপিস করিয়া গ্রামে আর পক্ষাধিক ফিরেন নাই,— জোড়াবাগানেই ছিলেন।

দিদিমা পাগলিনীর মত—সন্ধ্যার পর আসিয়া পড়িলেন। গঙ্গায় ডুব দিয়াই আসিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই মামার কাছে উপস্থিত হইলেন। দু'এক কথার পরেই বাহির হইয়া আসিয়া—কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন। ছেলের চেহারার ভীতিপ্রদ পরিবর্তন—মা হইয়া তিনিও সহ্য করিতে পারিলেন না,—সেদিকে আর ঘেঁষলেন না। মামার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়াই ছিলেন। পড়িয়া পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অলক্ষণা বধূরাই যে এই সর্বনাশের কারণ, তাহাই বার বার শুনাইতে লাগিলেন। যেহেতু—"ছোটো লোকের মেয়েরা, এই বিপদের সময় কেউ এলো কি"? ইত্যাদি

তাঁহাকে আনাইয়া বিপদের উপর কেবল অতিরিক্ত ঝঞ্চাট ও অশান্তিই বাড়িল। আমার মায়ের কোনো আসানই হইল না,—মামার সেবা-শুশ্রূষাদি সকল কাজ তাঁহার উপরই ন্যস্ত রহিল।—রাত্রে তাঁহার সহিত আমাকেও থাকিতে হইল,—অথচ তিনি সেটা মনে-প্রাণে চাহেন না।

চার দিন হইল মামা আসিয়াছেন,—রোগ ও রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া চলিয়াছে,

বিকারের আভাসও পাইতেছি। এইবার মায়ের জন্য আমি খুবই চিন্তিত হইলাম।

মামার রাম-ছাগল-প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের ও শাব্দিক সহানুভূতি-মুখর, বাহবা-দাতা সমাজ-বন্ধুদের কেহ আজিও বোধ হয় শাস্ত্র-সম্মত শুচি হইতে পারেন নাই, নচেৎ নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম।

ডাক্তারবাবু দেখিয়া গেলেন। সাহস তো দিলেনই না বরং সেবা-শুশ্রূষার জন্য, ঘরে শক্ত-লোক থাকিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কারণ—এ টাইপের বসন্তের এই সময়টা বড় 'ফিয়ারফুল্'।

শুনিয়া আমি তো কূল পাই না,—মায়ের মনের অবস্থাও বুঝিতে পারিতেছি,—উপায় কি! নানা চিন্তায় আমার মাথা বোঝাই। দিদিমা কোনো কোনো দিন, মনের আবেগে আসিয়া বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া যান। তাগব পর —কান্নাই বাড়ে ও ছেলের প্রতি বিবাহ কালিন বধূদের বিষাক্ত দৃষ্টির উপর এই সঙ্কট রোগের কারণটা চাপাইয়া থাকেন। অধিকন্তু—"রোগের চিকিৎসা ও ব্যবস্থা তাদের বাপ ভায়েরা দেখিতেছে না, না খরচ পাঠাইতেছে—সব কি মরিয়াছে"! এই আশ্চর্য দাবী! বধূ যে কয়টি ও কোথায়, তাহা জানেন কি না এবং বধূদের দেখিলে চিনিবেন কি না—সন্দেহ!

৩৬

এই বিরক্তিকর অশান্তি ও দুর্ভাবনার মধ্যে একখানি পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি—খিদিরপুরের মামি লিখিয়াছেন। মাত্র এই কয়টি কথা,—"যত বড় কাজই থাকুক, এই পত্র পাইয়াই তখনি চলিয়া আসা চাই। এখানে আধ-ঘণ্টার বেশি বিলম্ব হইবে না। আমার বড় বিপদ। এ সাহায্য—এক তোমার কাছেই দাবী ও আশা করিতে পারি। আমার আর কেহ নাই। আর কখনো কোনো অনুরোধ করিবও না"।

ব্যাপার কি ! কি এমন বিপদ ? মামিকে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ধীর ও বুদ্ধিমতি বলিয়াই বুঝিয়াছি। তিনি অযথা এরূপ লিখিবেন না। 'নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে।

কয় দিনে দিদিমা যেন বিপদ বাড়াইয়া দিয়াছেন, প্রাণ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ভিতরে ভিতরে বোধ হয় যা হয় একটা পরিবর্তন চাহিতেছিল। চিন্তা—মায়ের জন্তই। তাঁহাকে একটু আভাস দিলাম ও বলিলাম—সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিব। তাঁহার অনুমতি সহজেই পাইলাম,—বোধ হয় আমাকে এখান হইতে তফাতে রাখিতে পারিলেই তিনি বাঁচেন। বলিলেন—"আসতে চায় তো তাকে সঙ্গে করেই আনিস"।

বরানগর হইতে একখানি গাড়ি—যাতায়াতের ভাড়া করিয়া রওনা হইয়া পড়িলাম। না পৌঁছিতেই দেখি গাড়ির শব্দ পাইয়া মামি ছুটিয়া সদরের দিকে আসিতেছেন! যেন প্রতীক্ষায় ছিলেন। দেখিলাম—দুর্বল, রুক্ষ কেশ, আধ-ময়লা সাড়ি।

"আমি জানি তুমি আসবে,—আর কে আসবে,—আর কে আছে", বলিতে বলিতে তাঁর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।—"যাতায়াতের ভাড়া করেছ কি ?—একটু বিশ্রাম না করলে তোমার কষ্ট হবে"—

"আগে ব্যাপারটা কি বলো,—বিপদটা কি ? দেখছি শুকিয়ে গিয়েছ"...

"সে সব গাড়িতে শুনো"।

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—"গাড়িতে ?—কোথায় যাবে" ?

"দক্ষিণেশ্বর"।

বুঝিলাম,—বাপের বাড়িতে থাকা কষ্টকর হইয়াছে,—সহিতে পারিতেছেন না ; —এরূপ ভাগ্য লইয়া 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য' এড়াইবার উপায়ও তো নাই! বুকের মধ্যে একটা বেদনা উঠিতে গিয়া—রহিয়া গেল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে—গামছায় বাঁধা কয়েকখানি কাপড় হাতে, মামি গাড়িতে

আসিয়া বসিলেন, যেন পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন।—পরিধানে সেই আধ-ময়লা সাড়ি, না চুল বাঁধা, না সাজ গোছ।

ইতিমধ্যে আমি—মামির মা ও আর আর সকলের সহিত, সাধারণভাবে কথা-বার্তা শেষ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই পাই নাই।

বলিলাম—"একখানা ফর্সা সাড়িও পরলেন না" ?

বলিলেন—"আমি সব শুনেছি,—যে বাড়িতে মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে, সে বাড়িতে ধোপার বাড়ির কাপড় চলে না"।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার কাছে শুনলেন" ?

"অন্নদার ছু'খানা পত্র পেয়েছি।—তাকে না চিনলেও তার নামটা এখন সকলেই চিনবে"।—

—কথাটা বলিতে, মামির মুখে যেন একটু হাসির ভাব দেখা দিল।

—"গতবারে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল যে। যেমন ভালো মেয়ে, তেমনি বুদ্ধিমতি। তোমার মা তাকে মেয়ের মত ভালোবাসেন,—তিনিই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।—অমন একটি মেয়ে আমাদের ঘরে দেখিনি"—

আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"কিন্তু"—

"বিষ খাওয়ার সঙ্কল্প? সে ও-কথা কোনো দিন মুখে আনেনি। স্বার্থ-প্রিয় আর হুজুক্-প্রিয়দেরই ওটা মন-গড়া কথা"।

—ব্যস্তভাবে বলিলেন—"গাড়োয়ানকে একটু হাঁকিয়ে যেতে বল না"।

"কিন্তু তোমাকে তো কেউ নিতে পাঠায়নি, খবরও দেয়নি।—দিদিমাও সেখানে উপস্থিত"—

"তা আমি জানি।—আমার খবর পাওয়াটা যিনি দরকার মনে করেছেন তিনিই তার উপায় করেছেন।—এ সংবাদ শুনে তো আমি থাকতে পারি না,—স্বামী সেবার দাবীও কি আমার নেই" ?—বলিতে,—দুই চক্ষু তাঁহার জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই অশ্রু তাহা নিবাইয়া দিল।

বলিলেন—"ভয় নেই, আমি সকল কথাই ভেবেছি,—না হয় একটা মিছে কথাই কইব।—তার দরকার হবে না"।

বলিলাম—"আসবার সময় মা বলে দিয়েছেন—তোর মামিকে নিয়ে আসিস"।

"তাঁকে আমি দেবী বলে জানি, মায়ের মত ভাবি। একা বড় বিপদে পড়ে থাকবেন।···আর কত দূর?—একটু জোরে হাঁকাতে বল না"।

তারপর সেই যে চুপ করিলেন—ঘণ্টাখানেক কোনো কথা নাই। তাঁর সেই উদাস অপলক দৃষ্টি, আমাকেও নীরব করিয়া রাখিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলাম,—"কি পাপে এরা ঘর করতে পেলে না, পেলে—সংসার কতই সুখের হত"!

বরানগর বাজারের দু'ধারি সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বলিলাম—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাব"।

মামির চমক ভাঙিল।—"ইস, ভুলে গিয়েছি,—তোমাকে যে একটা কাজের ভার দেব"।

ভিতর-আঁচল হইতে এক-তাড়া দশ-টাকার নোট আর কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া, আমার হাতে দিলেন। আমি বিমূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলাম—"এ সব কি হবে,—সঙ্গে আনলে কেনো"?

মামি বলিলেন—"আমাদের আত্মীয় অক্ষয়বাবু ওই এক আপিসেই কাজ করেন, তাঁর কাছে শুনেছি,—অন্নদার বাপের কাছে আগাম তিনশো টাকা পেয়েছিলেন। খুব সম্ভব—সে টাকা বারাসতে বাড়ি তুলতে খরচ হযে গিয়ে থাকবে! —এখন ব্যবস্থা নাকি অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। তাহ'লে সে টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে তো"?

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"তাই বুঝি গা খালি দেখছি!—এ সব কি বুদ্ধি!—সে ব্যবস্থা করবেন মামা—সে ভাবনা তাঁর। তা ছাড়া"···

মামির বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরি চাহনিটা আমাকে থামাইয়া দিল। তা'তে আমার প্রতি সংযত হইবার আদেশ যেন সুস্পষ্ট পাইলাম। পরে ধীরে বলিলেন—"ভালো

থাকলে তিনিই ভাবতেন বই কি,—সে অবস্থা যে নয়। এর ওপর ও-ভাবনা থাকলে, ভালো হ'বার আর আশা থাকবে কি !...অন্নদার বাপ সময় দিতেও পারেন, কিন্তু তোমাদের সমাজ—'এটা সত্বর আদায় ক'রে দেওয়াটা এখন আমাদের কর্তব্য' বলে এবং অবস্থা দেখেও—দাবিয়ে তাগাদা করতে পারেন, তাতে রোগীর বিশেষ ক্ষতি করতে পারে। তার পূর্বে টাকাটা দেওয়াই ভালো ; —নয় কি" ?

না বুঝিয়া মূঢ়ের মত কথা কহিয়া, আত্মগ্লানি ও লজ্জায়—এতটুকু হইয়া গেলাম, মামির দিকে তাকাইতে পারিলাম না। বলিলাম—"তোমাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার বড় কম, না বুঝে কষ্ট দিয়েছি,—আমাকে মাপ করো মামি"...

"না না, তুমি ও-কথা বলছো কেনো, তোমাদের ভাবনা হাজারো,—আমাদের স্বামী, সন্তান আর সংসার ছাড়া ভাবনার আর বিশেষ কি আছে ? সব স্বার্থ টা ওইতেই জড়িয়ে থাকে যে। -যাক্, টাকাটা মিটিয়ে দিও, আর ওঁকেও সুযোগ মত জানিয়ে দিও। কেবল উনি না জানেন যে আমি দিয়েছি। সে সম্বন্ধে যা বললে ভালো হয়—তুমি তাই বোলো"।

গাড়ি পৌঁছিয়া গিয়াছিল, ভাবিবার সময় ছিল না। বলিলাম—"আচ্ছা"।

৩৭

সাত দিন হইল মামি আসিয়াছেন এবং রোগীর ঘরটিকে সেবা-সদন করিয়া তুলিয়াছেন,—শুদ্ধাচার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিচ্ছবি। আপন সত্তা ভুলিয়া, নীরব আত্মসমর্পণে যেন এক হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যুষ পাঁচটার পূর্বে একবার রোগীর শয্যা ত্যাগ করিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন মাত্র।

মামার অবস্থা এখন জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্ম রেখায় দুলিতেছে। এক একবার জ্ঞান আসে। মামি যে আসিয়াছেন ও একনিষ্ঠ সেবায় নিযুক্তা, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। চক্ষু বুজিয়াই থাকেন—বোধ করি চাহিতে কষ্ট হয়।

আমাকেই সম্বোধন করিয়া দু'একটি কথা কন। একদিন জিজ্ঞাসা করেন—
"অভয়বাবু এসেছিলেন কি" ?

নোট্‌গুলি তাঁর হাতে দিয়া বলি—"তাঁকে দিবার জন্য এই তিনশত টাকা মজুদ্ রেখেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও-সম্বন্ধে ভাববেন না। ও-ভার আমার।
—অন্নদাও শান্ত হয়েছে"···

একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া,—"আচ্ছা,—এক ছিলিম তামাক খাওয়া" বলিয়া চুপ করিলেন।

মামি আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অন্নদা নিত্য সংবাদ রাখিতেছিল। প্রত্যহ ভোরে স্নানে গিয়া মামির সহিত সাক্ষাৎ করিত ও কথাবার্তা কহিত।

মামির কাছে শুনিলাম,—"অন্নদার বিবাহ না দিয়া অভয়বাবু নিজে বাষট্টি বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই অন্নদার বিবাহের জন্য তাঁর সহসা এত তাড়া পড়িয়াছিল এবং তাই দান-পণের দিকে তাঁর উদারতাও অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখন—ভগ্নী ও কন্যার বিরুদ্ধ ব্যবহারে বিষম চটিয়া, বিবাহের উদ্দেশ্যে স্বয়ং বাহির হইয়াছেন। ফিরিতে বিলম্ব হইবে।—
—এ কথাও জানাইয়া গিয়াছেন যে সমাজপতিরা বলিয়াছেন—"দিনো বিবাহ-পণ গ্রহণের পর, অন্নদার অন্যত্র বিবাহের কথা আর উঠিতেই পারে না।—সমাজে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।—
—"অভয়বাবু সস্ত্রীক ফিরিবার পূর্বেই,—ভগ্নী রাজেশ্বরী কাশীবাস করিতে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার সেবাদির জন্য অন্নদাও তাঁর সঙ্গে যাইবার অনুমতি সহজেই পাইয়াছে। আগামী অক্ষয়-তৃতীয়ায় তাঁহারা যাত্রা করিবেন"।

মামার ঘোর বিকার চলিয়াছে। আজ রাত্রে সহসা চিৎকার করিয়া আমাকে ডাকিয়া উঠিলেন। ভয় পাইলাম।—"কি বলছেন" ?···

"তোর মামি যে খায়নি,—মা শীতলার মন্দিরে পড়ে রয়েছেন। তাকে একবার"—

বলিলাম—"কোন্ মামি" ?

যেন বিরক্ত হইলেন, বলিলেন—"আর দেখে কি হবে, থাক্"...

বিকার কাটিতেছে। শেষ রাত্রে আবার ডাকিলেন, -"দিন রাত আমার সেবা করছেন, এ মেয়েটি কে ? কি ঠাণ্ডা হাত ! আমার বড় যন্ত্রণা, তাই শুতে যেতেও বলতে পারিনি। এখন ভাল বোধ করছি"...

বলিলাম—"খিদিরপুরের মামিকে চিনতে পারেননি ? আপনার অসুখ শুনে সেবা করতে এসেছেন,—একাই সেবার ভার নিয়েছেন"—

মামা অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিযা বলিলেন—"আমি যে তাঁকেই স্বপ্ন দেখলুম",—আবার নীরব। – "আমি ভালো হব কি" ?

বলিলাম, "ডাক্তার মশাই বলেছেন—আট দশ দিন মধ্যেই সেরে উঠবেন"।

"পাশ ফিরিয়ে দাও" বলিয়া চুপ করিলেন। আবার মধ্যে মধ্যে বিকার-বাণী !—ভবিষ্যৎ জীবনের এলোমেলো আলিম্পন—বাড়ি, ঘর, বাগান, পুষ্করিণী, সংসার ও অপত্যাদি,—তর্জনী মুখে শূন্যে আঁকিয়া চলিলেন।

মামি নীরবে চক্ষু মোছেন।

অন্নদা অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে আসিয়া, মামির কাছে বিদায় লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—কাল অক্ষয়-তৃতীয়া।

মামা সঙ্কট-মুক্ত হইলেও, এখনো শয্যা ত্যাগ করেন নাই। কাল স্নান করিবেন, এবং মায়ের পূজা দিয়া মামিও খিদিরপুর ফিরিবেন।—আমাকে তার ব্যবস্থাদি করিয়া রাখিতে ও তাঁর সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মামির সহিত গঙ্গার ঘাটে অন্নদার দেখা হইল। অত সকালে আর কেহ স্নানে আসেন নাই। উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া চক্ষের জল জাহ্নবীকে নিবেদন

করিল। অন্নদা মামিকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আন্তরিক সাধনা বিফল হয় না দিদি, তায় তোমার সেটা ছিল নিঃস্বার্থ। তুমি জয়ী হয়েছ,–পরেও হবে। মা তোমাকে–সংসার, স্বামী, সন্তান দানে সুখী করুন। আমার এই প্রার্থনা রইল,—থাকবেও।—তুমি আমায় কি আশীর্বাদ করবে দিদি"?

মামি চক্ষু মুছিয়া, অন্নদাকে চুম্বন করিলেন ও বলিলেন—"তোমার প্রভাব যেন সমাজের মধ্যে কাজ করে, আর তা আমাদের বোনেদের চোখের জল মোছায়, —মায়ের কাছে আমি সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।—আর অন্নদার চিরকেলে বর—বিশ্বনাথ,—কাশীতে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন, তিনিই তোমাকে সুখী করবেন। তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা রইল—আর থাকবে"।

হাসি মুখে অশ্রুভরা চোখে অন্নদা বলিল—"খুব ফাঁকি দিলে দিদি"!

"কক্‌খনো না—কক্‌খনো না"!*

"তা আমি মানি গো মানি"।—

অনেককে স্নানে আসিতে দেখিয়া—"তবে চললুম দিদি, ভুল না"...

"তোমাকে কেউ কোনোদিন ভুলবে না,—ভুলতে পারবে না"।

মামি যে জন্য আসিয়াছিলেন সে কাজ শেষ হইযাছে। তিনি সংবাদাদি না দিয়াই আসিয়াছিলেন, ফিরিবার ইচ্ছাও সেই ভাবে। কেবল গোপনে আমার মায়ের অনুমতি লইবেন এবং যাত্রাক্ষণে দিদিমাকে প্রণাম করিয়া যাইবেন, ইহাই ঠিক করিয়াছেন।

শেষ রাত্রে মামা যখন নিদ্রিত, মামি ধীরে ধীরে উঠিয়া কম্পিত বক্ষে তাঁহা' পায়ে মাথা ঠ্যাকাইতেই, মামার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে আলো ছিল না তিনি বলিয়া উঠিলেন—'কে'?

না

* গ্রন্থকারের 'পাথের' নামক পুস্তকে "অন্নপূর্ণা" গল্পটি,—রূপান্তরে,—অন্নদারই শেষ পরিণ

ভীত জড়িত কণ্ঠে মামি বলিলেন—"আমি ষোড়শী"।

"কেনো"?

একটু নীরব থাকিয়া—"আমার কাজ শেষ হয়েছে, আজ যাবো"—

মামা সবিস্ময়ে—আহত স্বরে বলিলেন—"চলে যাবে!—তবে আমাকে বাঁচাবার জন্যে এসেছিলে কেনো ষোড়শী"? নিম্নতর ভগ্ন-কণ্ঠে—"তবে আমার আর বাড়ি করাই বা কেনো"—! উদাস-গভীর নিশ্বাসের সহিত—"যাবে কেনো—থাকনা ষোড়শী"—

বিমূঢ়া ব্যথাবিধুরার কথা যোগাইল না। —লুটাইয়া পড়িয়া অতিকষ্টে মাত্র বলিলেন—"তবে—যাব না"।—

—বাহির হইয়া, সিক্ত পল্লবে তিনি গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

পরিশিষ্ট

সঙ্কট রোগ-মুক্তির পর কখনো-কখনো-মানুষের প্রকৃতি সহসা পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়,—যেন সে-মানুষ নয়। তাই বোধ হয় লোক পুনর্জন্ম কথাটাও বলে। আবার—অভাবনীয়, অযাচিত, আন্তরিক সেবা ও সাহায্য,—মানুষের ভুল ভাঙিয়া দেয়। মামার রোগ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রমাণ পাইলাম।— কুল, কুলীন, কৌলীন্য লইয়া মামার পূর্বের সে উৎসাহ উত্তেজনা আর পাইলাম না, সহসা নিবিয়া গেল।

অন্নদার অবাধ প্রবেশ—গ্রামের ছোট বড়, ধনী গবীব, সকল বাড়িতেই ছিল, এবং সে সকলেরই প্রিয় ছিল। কারণ—কাজে-কর্মে, সেবায় সাহায্যে, শিল্পে গল্পে, মিষ্ট স্বভাবে ও সরল ব্যবহারে, সকল বাড়িরই সে আদরের সামগ্রী ছিল। তাহাকে দুইদিন না পাইলে, মেয়েরা তার সংবাদ লইতেন, তরুণীরা অভাব বোধ করিত, ছেলে মেয়েরা—পথ চাহিত।—বিবাহ লইয়া তার তথা কথিত বিদ্রোহটা একটা উপভোগের বস্তু হইয়াছিল মাত্র।

সকলের কাছে বিদায লইয়া, সকলকে কাঁদাইয়া আজ যখন সে যায়, তখন তার সঙ্গে গ্রামের যে কতখানি চলিয়া যাইতেছে, সকলেই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন।

এ সংবাদে সমাজ-কর্তারা প্রকাশ্যে রুষ্ট হইলেও, অন্তরে বেশ বিচলিত হইলেন।—

কেহ বলিলেন—"দেখলে তো অম্বিক্! এখন সত্বর এর প্রতিকার না করলে—সমাজ ডুবলো"।

বিশুখুড়ো চাপা বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন,—"মিছে ভয় করছেন। আমরা থাকতে ডোবায় কে ?—যতই ডুবুক,—সাদাচুল সবার ওপরে ভাসবেই। এ সমাজের ডুব-জল সাত-সমুদ্রেও নেই" !

উমাচরণদা বলিলেন—"বটেই তো, এই তো পুরুষের বাত! তবু অতটা নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। রবিবার সব একাট্টা হয়ে একবার—দালানে এসো"।

আমাদের প্রকাশিত আরও কয়েকখানি বই :—

কালপেঁচা – নকৃশা—৪৲

দু'কলম—৩৲

কলকাতা কালচার—৪৷৹

বিরূপাক্ষের রস-রচনা—

ঝঞ্ঝাট—৩৲

বিপদ—৩৲

অযাচিত উপদেশ—৩৲

নিদারুণ অভিজ্ঞতা—৩৷৵৹

বিচিত্র চরিত্র—৺৲

মেস নং ৪৯ (নাটক)—১৷৹

উপন্যাস—

হংস বলাকা—সরোজকুমার রায়চৌধুরী—৩৲

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—৩৲

অগ্রগামী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৲

দিনগত—বিধায়ক ভট্টাচার্য—২৷৹

গোপালদেব --অসীম রায়—৪৲

গল্প— অষ্টক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—২৷৵৹

রম্যরচনা—মাঝারি—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—২৷৹

প্রবন্ধ— উত্তর—বনফুল-- ১৷৵৹

ম্যাজিক লণ্ঠন—পরিমল গোস্বামী—২৷৹

প্রাচীন কথা ও কাহিনী—সন্ধ্যা ভাদুড়ী—১৷৹

ব্যঙ্গ গল্প—

পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প—৫৲

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প—৫৲

রোমাঞ্চকর উপন্যাস—

সাহেব বর্গী—দীনেন্দ্রকুমার রায়—২৲

মেকিব বুজরুকি—ঐ —২৲

পাযরা ও হীরার তাবা—ঐ —২৲

ফিবিঙ্গীব প্রতিহিংসা—ঐ —২৲ (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশেব অপেক্ষায়—

সবোজকুমাব বাযচৌধুবীব শ্রেষ্ঠ গল্প—